যুগল-প্রদীপ

শ্রীননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ।

১৫ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন হইতে

শ্রীরাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশিত ।

১৩১৬

Copy-right Registered.

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা ।

কলিকাতা,

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

"কালিকা-যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

যুগল-প্রদীপ

যুগল প্রদীপ

উপক্রমণিকা

রজনী প্রভাতপ্রায়। বৈশাখী পূর্ণিমার শুভ্র জ্যোৎস্না হীনপ্রভায়, ক্ষীণ রশ্মিমালায় পরিণত। আকাশের এক প্রান্তে নিশানাথ অস্তশিখরে; অপর প্রান্তে তরুণতপনের ঈষৎ-বিভাসিত মুকুট-জ্যোতি। প্রকৃতি-ক্রোড়ে যুগপৎ হর্ষ-বিষাদময় মানব-অদৃষ্টের নির্ব্বাক অভিনয়!

বিন্ধ্যগিরির পদমূলে, জাহ্নবী তীরে, যোগাভ্যাস-নিরত, প্রৌঢ় যোগী নয়ন উন্মীলন করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে শুভ্রবসনা, আলুলায়িত-কুন্তলা রমণী দুই বৎসরের শিশুকন্যা বক্ষে লইয়া, দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। রমণী যোগীর চরণতলে শিশুকে রাখিয়া, যুক্তকরে ও প্রেমার্দ্রস্বরে, সজল নয়নে ও কাতর বচনে বলিলেন, "আর্য্য! আপনার যোগ ভঙ্গ ক'র্‌তে এসেছি! আর একবার কি চিরদুঃখিনী নারীকে ক্ষমা ক'র্‌বেন?"

যোগী মুহূর্ত্ত মাত্র নীরবে থাকিয়া, করুণস্বরে উত্তর কর়ি

"বৎসে! সমস্ত বুঝেছি। যাও! যোগাভ্যাস সম্পূর্ণ ক'রে, যমুনাতীরে, আবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও।"

রমণী যোগীর পদমূলে লুটাইয়া, ভক্তিভরে

লইয়া চলিয়া গেলেন। যোগী শশাঙ্কচ্যুত হ

বালিকাকে ভূমিতল হইতে ক্রোড়ে লইয়া চুম্বন

প্রথম খণ্ড
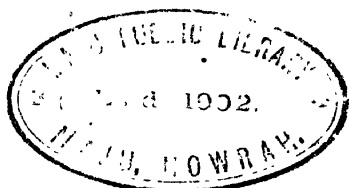
প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনেক দিনের কথা। তখনও পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে বাঙ্গালাদেশের অন্ধকার তিরোহিত হয় নাই। তখনও বঙ্গবাসী হাটকোট পরিধান করিয়া মানবজন্ম সার্থক করিতে শিখে নাই এবং কাটা-চামচে ও ডাইনম্ গ্যালিসাইয়ের বৈজ্ঞানিক সংযোগে, বিবিধরূপ ভূচর, খেচর ও জলচর জন্তু উদরসাৎ করিয়া, বাঙ্গালীজীবন পবিত্র করিতে আরম্ভ করে নাই। তখনও ইউরোপীয় বিজ্ঞানের গরীয়সী মহিমায়, ম্যালেরিয়া, ব্ল্যাক্‌ফিবার ও প্লেগ এবং তাহাদের সঙ্গে ভারতব্যাপী অনশনের করালমূর্ত্তি দেখা দেয় নাই। তখনও বাঙ্গালার ঘরে ঘরে কুইনাইন ও চিকেন-স্থপের ব্যবস্থা আরম্ভ হয় নাই। তখনও সভ্যতার উজ্জ্বল জ্যোতি বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বঙ্গললনার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে নাই। তখন আজিকার ইংরাজ-রাজধানী নিবাসী, একাধারে বহুগুণধারী, "সাময়িক পত্রের" সুবিখ্যাত সমালোচক মহাশয় কলিকাতা হইতে বহুদূরে, একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে, গুরু-মহাশয়ের পাঠশালে "আঙ্ক" "আঙ্ক" লিখিতে অভ্যাস করিতে-ছিলেন। তিনি যে কালের বিচিত্র প্রভাবে আশ্চর্য্য প্রবন্ধসমূহ লিখিয়া, এবং অপঠিত অথবা অর্দ্ধপঠিত গ্রন্থের অপূর্ব্ব সমালোচনা করিয়া এত বাহবা লইবেন, তখন তাহা কে জানিত?

বিল্বগ্রামে রামধন সরকারের পাঠশালায় আজ বড়ই আনন্দের দিন। আজ হইতে বিল্বগ্রামের জমীদার হরমোহন দত্তের কন্যা পাঠশালায় পড়িতে আসিবে এবং দত্ত মহাশয় স্বয়ং আজ কন্যাকে সঙ্গে লইয়া পাঠশালায় আসিবেন। তাই গুরু-মহাশয়ের আদেশ অনুসারে ছাত্রমণ্ডলী অতি প্রত্যুষে, ফর্ষা কাপড় পরিয়া, বগলে পাতাড়ি, কাণে খাকড়ার কলম, বাঁ হাতে মাটীর দোয়াত লইয়া, ডান হাতে কোঁচড় হইতে মুড়ি-মুড়কি খাইতে খাইতে, পাঠশালায় উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু গুরু-মহাশয় তখনও পাঠশালার ভিতরে নাসিকাধ্বনি সহকারে নিদ্রা যাইতেছিলেন। ঘোর নিদ্রায় অভিভূত রামধন সরকারের মস্তক বালিস হইতে প্রায় দেড় হাত দূরে গিয়া গড়াইতেছিল। তাহার কিঞ্চিৎ দূরে তাঁহার সাধের ডাবা-হুঁকোটি মাটীতে পড়িয়াছিল। ঘোরতর নিশ্বাস-প্রশ্বাসে, ধরাশায়ী গুরু-মহাশয়ের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত দুলিতেছিল, তাহাতে তাঁহার মাথা ও তাঁহার ডাবা-হুঁকোর ক্রমাগত ঠোকাঠুকি হইতেছিল। হুঁকোর কল্‌কেটী পড়িয়া গিয়া, চুমুরির ছাই ও হুঁকোর জলে মিশিয়া, তাঁহার মস্তকের উপর গড়াইতেছিল। তাঁহার আধপাকা টীকিটি তাহার উপর পড়িয়া পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার দন্তহীন, মুখগহ্বর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে একএকবার খুলিতেছিল, আবার বুজিতেছিল। তাঁহার প্রকাণ্ড নাসিকা প্রচণ্ড শব্দে নানারূপ ধারণ করিতেছিল।

প্রভাতকালে গুরু-মহাশয়ের অপরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, ছাত্রমণ্ডলী মহা উল্লাসে হাসিয়া উঠিল। পাঠশালার সর্দ্দার-পোড়ো গুরুচরণ বলিল, “এত দিন পরে, ভাই, ‘নেকড়ে’ আজ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হ’ল!”

গুরুচরণ রামধন সরকারের নানা গুণে মোহিত হইয়া, তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে "নেকড়ে" উপাধি দিয়াছিল।

হরিদাস বলিল, "না, গুরোদাদা! নেকড়ে মরেনি! ম'রে গেলে কি আর ওর এ রকম কুম্ভকর্ণের মত নাক ডাকৃত?"

রামদাস বলিল, "কিন্তু, ভাই, আজ নিশ্চয়ই ম'রবে। ঐ শ্বাস শ্বাস হ'য়েছে!"

বিনোদ বলিল, "একটা কাজ করা যাক্ এস, ভাই! নেকড়ের টাকিতে আগুণ ধরিয়ে দেওয়া যাক্। তা হ'লে ম'রেছে কি না, এখনি বুঝ্‌তে পারা যাবে।"

গুরুচরণ বলিল, "তা নয়। আয়, আজ সকলে মিলে গুরু-মহাশয়ের সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা করি।"

"গঙ্গা কোথায়? যমুনা বল।"

"ও একই কথা! তবে চল, ভাই, এই বেলা যমুনার তীরে নিয়ে গিয়ে, নেকড়ের সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা করা যাক্।"

"ঠিক্ ব'লেছ, গুরোদাদা!"

গুরু-মহাশয়কে সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা করিবে বলিয়া, ছাত্রমণ্ডলী আনন্দে কোলাহল করিতে লাগিল। গুরুচরণ বলিল, "অত চ্যাচাস্ নি। আয়, আগে মাদুরের উপর নেকড়েকে ভাল ক'রে শুইয়ে দিই। আমি মাথার দিকে ধরি, তোরা পায়ের দিকে ধর্। হোরে! তুই নেকড়ের খোঁড়া পাটা কাঁধের উপর তুলে নে।"

"আমার কাঁধ যে ভেঙ্গে যাবে!"

"তবে ঐ দড়িটা দিয়ে বেঁধে, ঝুলিয়ে নিয়ে চল্। ভাখ, এমনি ক'রে!"

গুরুচরণ গুরু-মহাশয়ের খোঁড়া পায়ে ধীরে ধীরে দড়ি বাঁধিয়া, শূন্যে দোলাইতে দোলাইতে, বলিল, "এই ত্যাখ্! এমনি ক'রে!"

ছাত্রমণ্ডলী পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামধন সরকার মহাশয়ের রজ্জু-বিলম্বিত, শূন্যদেশে দোদুল্যমান, ফুটি-ফাটা শ্রীচরণকমলের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে, করতালি দিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। এত গোলমালে, রামধন সরকার কোন্ ছার, স্বয়ং কুম্ভকর্ণেরও ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। সুতরাং গুরু-মহাশয়ের কুঁচের মত দুটী ক্ষুদ্র লাল চক্ষু খুলিয়া গেল। গুরুচরণ দড়ি ছাড়িয়া খোঁড়া পাটি মাটীতে রাখিয়া দিল। হরিদাস বলিল, "আয় পালাই, ভাই, ঐ ত্যাখ্, বেঁচে উঠে বেত খুঁজ্‌চে!"

গুরু-মহাশয় পার্শ্বদেশে মাটীতে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "আমার ডাবা-হুঁকোটা!"

বালকগণ বাহিরে পলাইয়া গিয়া, আপন আপন পাততাড়ি বগলে লইয়া দাঁড়াইল। গুরুচরণ হাসিতে হাসিতে গুরু-মহাশয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "কি, গুরু-মহাশয়! তামাক খাবেন? অম্বুরি তামাক সেজে আন্‌ব?"

"অ্যাঁ! অম্বুরি তামাক! কই, সেজে আন না দেখি!"

গুরুচরণ কল্‌কে হাতে লইয়া তামাক সাজিতে গেল। গুরু-মহাশয়ের বাল্যকাল হইতে অভ্যাস ছিল যে, খোঁড়া পায়ের উপর ভর দিয়া উঠিয়া বসিতেন। তিনি সে চিরন্তন অভ্যাসবশতঃ বক্রচরণ সোজা করিয়া বসিবার সময় দেখিলেন, তাঁহার পায়ে দড়ি বাঁধা! হুঙ্কারশব্দে ডাকিয়া, রামধন সরকার বলিলেন, "গুরো! দড়ি দিয়ে আমাকে বেঁধেছে কে রে?"

গুরুচরণের উত্তর না পাইয়া, ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে গুরু-মহাশয় বালিসের নীচে হইতে বেত টানিয়া বাহির করিয়া বলিলেন, "বলি তোরা যে কেউ সাড়া দিচ্চিস না? আমাকে দড়ি দিয়ে বাঁধ্‌লে কে? পাত্তাড়ি বগলে ওটা কে রে? হোরে বুঝি?—হোরে!"

"আজ্ঞে!"

"বলি, আজ যে আমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধেছিস্?"

"আজ্ঞে, আমি তো বাঁধিনি!"

"এ তোরই কাজ! জানিস্ না, রামধন সরকার সাক্ষাৎ যম! তাকে কি না ষাঁড়ের মতন ক'রে দড়ি দিয়ে বাধা! আজ তিনগাছা বেত তোর পিঠে ভাঙ্গ্‌ব।"

কালান্তক-মূর্ত্তি রামধন বেত্রহস্তে হরিদাসের দিকে ধাবমান হইলেন। এমন সময়ে গুরুচরণ কল্‌কে হাতে লইয়া, গুরুমহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করিয়া বলিল, "আপনি যে বিনা দোষে হরিদাসকে বেত মার্‌তে যাচ্চেন?"

গুরু-মহাশয় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "পথ ছাড়্‌ ব'ল্‌চি, গুরো! নইলে তোরই পিঠে বেতগাছটা ভাঙ্গ্‌ব। আমাকে কি না দড়ি দিয়ে বাঁধা! আজ হোরে আছে কি আমি আছি!"

"হোরে তো আর আপনাকে বাঁধেনি! ওকে আমি মার্‌তে দিব না।"

"তবে বুঝি এ তোরই কাজ? কেমন রে, গুরো?"

"ততক্ষণ তামাক খান না, আমি আপনাকে সমস্ত ব'ল্‌চি! আমরা আজ আপনাকে সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা কর্‌বার উদ্যোগ—"

"অ্যাঁ! কি ব'ল্‌লি? আমাকে সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা? রামধন সরকার মহাশয়ের সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা?"

গুরু-মহাশয় গুরুচরণের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিবার জন্য বেত্র তুলিয়া ঘোর চীৎকারে বলিতে লাগিলেন, "বলিস্ কি রে, গুরো? তুই আজ পাগল হ'লি না কি?"

গুরুচরণ তাড়াতাড়ি গুরু-মহাশয়ের ডাবা-হুঁকোর উপর কল্‌কে বসাইয়া দিয়া, তাঁহার হাতে হুঁকো দিবার জন্য হাত বাড়াইয়া বলিল, "আগে তামাক খান না, গুরু-মহাশয়! আমি আপনাকে সব কথা খুলে ব'ল্‌চি! দেখুন না, আপনার জন্য কেমন অম্বুরি-তামাক এনেছি!"

গুরু-মহাশয় একটু থতমত খাইয়া, আগে গুরোর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিবেন কিংবা তাহার প্রদত্ত তৈয়ারি অম্বুরি-তামাকের উপহার গ্রহণ করিবেন, যেন স্থির করিতে না পারিয়া, একবার গুরোর পিঠের দিকে, আর একবার ডাবা-হুঁকোর দিকে চাহিয়া দেখিলেন। বোধ হয়, অম্বুরি-তামাকের সৌগন্ধ হঠাৎ তাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। তিনি বেত বগলে লইয়া, হাত বাড়াইয়া হুঁকা ধরিলেন ও অতি আগ্রহে হুঁকায় টান দিয়া, মাটীতে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "আচ্ছা দড়ি বাঁধার কথা পরে শুন্‌ব। এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিলেম, হাঁরে, গুরো! আজ যে কর্ত্তাবাবুর মেয়ে অন্নপূর্ণার দীক্ষাদান হবে! আর কর্ত্তাবাবু যে স্বয়ং এখানে আস্‌বেন ব'লেছেন!"

হায়! তামাক! তোমার অশেষ গুণরাশি বর্ণনা করে, কাহার সাধ্য? তুমি না থাকিলে, এ দুস্তর তরঙ্গ-সমাকুল সংসার-সমুদ্র পার

হওয়া কি কঠিন হইত ? তুমি উপায়হীন, আশ্রয়হীন, দীনহীনজনের অন্ধকারময় হৃদয়ে আশার প্রদীপ জ্বালিয়া দাও ! তুমি এ জীবন-মরু-ভূমে ভ্রান্ত, পথক্লান্ত পথিককে শান্তি প্রদান কর ! তুমি প্রণয়ীর মিলনে প্রেম-স্রোত ঢালিয়া দাও ; বিরহীর বিচ্ছেদ-সন্তাপ অপনয়ন কর ! তোমার মোহিনী-শক্তিময় ধূমপানে, এ জগতে কত কবির হৃদয়-কাননে কত সুন্দর, সুরভি, কল্পনা-কুসুম ফুটিয়াছে,—কত সরস, সুমধুর, প্রেম-সম্ভাষণে, নিত্য নিত্য কত মানিনীর দুরন্ত, দুর্জ্জয় মান ভাঙ্গিতেছে, তাহার কি সংখ্যা আছে ?

সে যাহা হউক, ডাবা-হুঁকার মুখনল-নিঃসৃত অম্বুরি-তামাকের ধূমপানে গুরু-মহাশয়ের ক্রোধানল নিবিয়া গেল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "ওরে, ছোঁড়ারা ! মাদুরগুলো ভাল ক'রে ঝেড়ে বিছিয়ে নে। এই হুঁকোর জল, চুমুরির ছাইগুলো, ঝাঁট দিয়ে নে। আর দ্যাখ্, গুরো ! যেন মনে থাকে, পথের পানে চেয়ে থাক্‌বি ! যেমন দেখ্‌বি, কর্ত্তামশায় এই দিকে আস্‌চেন, অমনি সব পোড়োদিগকে সারবন্দি ক'রে দাঁড় করিয়ে, খুব চেঁচিয়ে নামতা পড়াতে আরম্ভ ক'র্‌বি। দেখিস্, আজ যেন আমাকে কর্ত্তাবাবুর সামনে অপ্রস্তুত হ'তে না হয় ! দ্যাখ্ দিকি, সব পোড়োরা হাজির হ'য়েছে কি না ? আজ আর তোদের হাতছড়ি দিতে হবে না।"

হরিদাস বলিল, "আর সকলেই এসেছে, কেবল অমরনাথ এখনও আসেনি।"

গুরু-মহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা, হোরে ! তুই তিন জন পোড়োকে সঙ্গে নিয়ে অমরা ছোঁড়াকে পাঁজাকোলা ক'রে শীগ্‌গির নিয়ে আয়।

দেখিস্, যেন দেরি না হয়। কর্ত্তামশায় আস্‌বার আগেই তাকে হাজির ক'র্‌বি। আজ তাকে বেশ ক'রে নাড়ুগোপাল খাওয়াতে হবে।"

হরিদাস বলিল, "যদি বাড়ীতে তার দেখা না পাই?"

গুরুচরণ বলিল, "আমি জানি, সে কোথায় আছে। যদি তাকে নাড়ুগোপাল না খাওয়ান, আর তাকে বেত না মারেন, তা হ'লে তাকে এখনি সঙ্গে নিয়ে আসি। এই অম্বুরি-তামাক নিন।"

গুরু-মহাশয় গুরুচরণের হাত হইতে অম্বুরি-তামাক লইয়া, দন্তহীন মুখের দুইটিমাত্র অবশিষ্ট দাঁত বাহির করিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আচ্ছা, তাই হবে। তোর সঙ্গে অমরার বড় ভাব, না? তা যা, শাগ্‌গির তাকে ডেকে নিয়ে আয়।"

সর্দ্দার-পোড়ো গুরুচরণ পলাতক অমরনাথের অনুসন্ধানে পাঠশালা হইতে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে সময়ে পাঠশালার ছেলেরা গুরু-মহাশয়ের জীবদ্দশায় অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার উদ্যোগ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে তাহাদের সহপাঠী অমরনাথ একটী অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পূর্ব্ব দিবস গুরু-মহাশয় ছাত্রদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, আজ কর্ত্তাবাবু স্বয়ং তাঁহার কন্যা অন্নপূর্ণাকে সঙ্গে লইয়া পাঠ-শালায় আসিবেন। অমরনাথ পাঠশালায় আসিবার পূর্ব্বে অন্নপূর্ণার সঙ্গে আসিবে বলিয়া তাহাকে ডাকিতে গেল। অমরনাথ অন্নপূর্ণাকে বলিল, "চল, অন্নু! আজ থেকে যে তোমাকে পাঠশালায় প'ড়্তে যেতে হবে।"

"আমাকে কি একলা পড়্তে যেতে হবে? সরলা, সুশীলা, শৈল তারাও আজ থেকে পড়্তে যাবে। তারা না এলে, ভাই, আমি যাব না।"

"আমি তাদের ডেকে আন্‌চি!"

অমর দৌড়িয়া গিয়া সরলা প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া আসিল। আজ অমরের বড় আহ্লাদ। তাহার মনে হইল, আজ পাঠশালায় কি সুখের দিন! সাক্ষাৎ শমনসদৃশ বেত্রধারী রামধন সরকারের ছাত্রগণের আর্ত্তনাদধ্বনিত পাঠশালা অন্নপূর্ণার আবির্ভাবে কি অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিবে! পাঠশালার পাঠসমাপ্তিকালে ছাত্রগণ সমস্বরে যে

শ্লোক আবৃত্তি করিত—"আইলেন মা সরস্বতী গজমতি-হারে"—আজ বুঝি তাহার জীবন্ত অভিনয় হইবে!

অমর বলিল, "চল, অন্নু! আগে বাগানে যাই! সেখান থেকে তোমাকে ফুলের হারে সাজিয়ে তার পর পাঠশালায় যাব।"

শৈল একটু হাসিয়া, অন্নপূর্ণার হাত ঠেলিয়া বলিল, "শুন্‌লি, ভাই! ছোঁড়ার শক্ তো কম নয়!"

অমর আবার বলিল, "কি বল, অন্নু? চল তবে।"

অন্নপূর্ণা বলিল, "না, ভাই! বাগানে গিয়ে কাজ নাই। শৈল ঠাট্টা ক'র্‌চে!"

সুশীলা বলিল, "অমর তো ভাল কথাই ব'লেছে। এতে আবার ঠাট্টা কি? শৈল যেন কি এক রকম!"

অমর বলিল, "আমার পাঠশালায় আস্‌তে বেলা হ'য়েছে দেখে, গুরু-মহাশয় আমাকে বেত মার্‌বেন। আর অন্নুকে ভাল ক'রে সাজিয়ে নিয়ে গেলে, তাঁর মনটা হয়তো খুব খুসী হবে, আমাকে বেত খেতে হবে না।"

"তবে চল।"

বিল্বগ্রামের জমীদার হরমোহন দত্তের বিপুল প্রাসাদের পশ্চাতে, কিঞ্চিৎ দূরে কুসুম-উদ্যান বেষ্টন করিয়া, মুক্তবেণীনিঃসৃতা, নীলসলিলা যমুনানদী, প্রাসাদের সম্মুখদেশে, ক্ষুদ্র নীল তরঙ্গভঙ্গে প্রবাহিতা। বহুদূরবিস্তৃত উদ্যানের মধ্যদেশে বৃহৎ দীর্ঘিকার চারিপার্শ্বে বিবিধবর্ণ, বিবিধসৌরভ ফুলের গাছ। গ্রামের যাবতীয় লোক প্রত্যহ প্রভাতে, যাহার যাহা আবশ্যক হইত, এই উদ্যানে আসিয়া পূজাপ্রসূন চয়ন

করিত। কিন্তু কখনও ফুলের অভাব হইত না। গ্রামের লোক বলিত, হরমোহন দত্তের বাগানের ফুল, তাঁহার মুক্তহস্তে বিতরিত ধনরাশির ন্যায় ও তাঁহার দিগন্তব্যাপী যশঃ-সৌরভের ন্যায় চিরদিন অক্ষয়।

বালিকাগণ ও বালক অমরনাথ অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রচুর পুষ্প সংগ্রহ করিয়া, দীর্ঘিকার সোপানোপরি বসিল। শৈল বলিল, "এই দ্যাখ, অমর! আমি এখনি কত ফুলের গহনা আর ফুলের হার গেঁথে দিচ্ছি। দেখ্‌ব, আজ তোমার অন্নপূর্ণাকে কি ক'রে সাজাও!"

অন্ন। ঐ দ্যাখ্, সুশীলা! আবার আমাকে শৈল ঠাট্টা ক'র্‌চে!

শৈল। কেন? আমি অমরকে "তোমার অন্নপূর্ণা" ব'লেছি, এতে আবার ঠাট্টা কি হ'ল? সত্য ক'রে বল দেখি, সুশীলা! অমর অন্নপূর্ণাকে খুব ভাল বাসে না?

সুশী। অমর কাকে না ভাল বাসে?

শৈল। তা ব'লে তোকে আমাকে, আর অন্নপূর্ণার মত ভাল বাসে না!

অন্ন। তবে আমি চ'ল্‌লুম, ভাই! ও সব কথা ব'ল্‌বে তো আমি আজ পাঠশালায় যাব না!

শৈল। তবে থাক্, আর ও সকল কথায় কাজ নাই। যে কাজের জন্য এসেছি এখন তাই হ'ক্। বল না, অমর! অন্নপূর্ণাকে কি সাজাবে?

অম। সরস্বতী।

অন্ন। না, ভাই, আমাকে সরস্বতী সাজাতে হবে না।

সরস্বতীর কত রূপ, কত গুণ, কত বিদ্যা, তা জান? আমি অন্নপূর্ণাই থাক্‌ব!

শৈল। সেই কথাই ভাল! তা ভাই, অমর! তুমি তো অন্নপূর্ণাকে সাজিয়ে নিয়ে পাঠশালায় যাবে। তুমি কি সাজ্‌বে বল দেখি?

অম। আমি আবার কি সাজ্‌ব?

শৈল। কেন? মহাদেব!

অন্ন। মহাদেব না সাজ্‌লে বুঝি আর হয় না?

সুণী। তা নয়, অন্নু! বুঝ্‌তে পার্‌লে না? মহাদেব কি না অন্নপূর্ণার বর, তাই শৈল অমরকে মহাদেব সাজ্‌তে ব'ল্‌চে!

অন্ন। ও! তাই বুঝি?

শৈল। ছি বোন্, অন্নু! আমি তোমার বড় বোনের মত! আমার উপর কি রাগ ক'র্‌তে আ[illegible]

অন্ন। আমি কি রাগ ক'রেছি?

শৈল। তবে তোমার সেই ফুলের গীতটী গাও।

অন্ন। তোমরাও আমার সঙ্গে গাও।

বালিকাগণ গাইতে লাগিল—

"প্রীতিমাখা ফুল তোরে রাখিব কোথায় রে! *
হৃদয়ে লুকাব কিবা পরিব গলায় রে!
অধরে অমিয় হাসি, পরিমলে সুধা-রাশি,
মরি কি মোহন রূপ নয়ন জুড়ায় রে!

---

* রাগিণী আলেয়া—তাল এ[illegible]লা।

তোরা বুঝি সুর-নারী, বরষিতে প্রেমবারি,
শতধারে ধরাতলে, আসিলি ধরায় রে!

আয় তবে শিরে ধরি, জীবন পবিত্র করি,
প্রেমনীরে ভেসে যাব, কে যাবি রে আয় রে!"

শৈল বলিল, "এই নাও, ভাই, অমর! স্থাখ, কত শীগ্‌গীর ফুলের হার, ফুলের গহনা তৈয়ার ক'রেছি। এখন তোমার অন্নপূর্ণাকে কেমন ক'রে সাজাবে সাজাও দেখি।"

অম। কেমন ক'রে সাজাব?

সুশী। ও ব্যাটাছেলে, ও সব কি জানে?

শৈল। শুধু ভোলা মহেশ্বর! তবে এই স্থাখ।

শৈল, সুশীলা ও সরলা তিন জনে মিলিয়া অন্নপূর্ণাকে ফুলের অলঙ্কারে সাজাইল। শৈল অমরনাথকে বলিল, "স্থাখ দিকি, কেমন দেখাচ্চে! এখন এই মালাছড়াটি তোমার অন্নপূর্ণাকে পরিয়ে দাও!"

অমর মালা হাতে অগ্রসর হইয়া, যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া, অন্নপূর্ণার দিকে চাহিয়া দেখিল। শৈল তাহার হাত টানিয়া বলিল, "পরিয়ে দে না! ভাবচিস্ কি?—সত্যই যেন ছোঁড়ার আজ অন্নপূর্ণার সঙ্গে মালা বদল হ'য়ে বিয়ে হচ্চে!"

অন্নপূর্ণা একটু পিছনে সরিয়া গেল। অমর আরও অপ্রস্তুত হইয়া, অন্নপূর্ণার গলায় মালা পরাইতে গিয়া, তাহার পায়ের উপর ফেলিয়া দিল। বালিকাগণ হাসিয়া উঠিল। সরলা বলিল, "অমরের

বুঝি অন্নুর পা পূজো কর্‌বার সাধ হ'য়েছিল! এস, অন্নু! আমি পরিয়ে দিই।"

দূর হইতে কে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "অমর!"

অমর বলিল, "কি, গুরোদাদা!"

গুরুচরণ বলিল, "তুই এখানে অন্নুর পা পূজো ক'র্‌চিস, আর ওদিকে যে নেকড়ে তোকে নাড়ুগোপাল খাওয়াবে ব'লে বেত নিয়ে ব'সে র'য়েছে! শীগ্‌গীর চল্‌।"

শৈল বলিল, "ছাখ, গুরোদাদা! আমি যদি গুরু-মশায় হতুম, অমরকে খুব বেত মার্‌তুম। ও কি না অন্নুর গলায় মালা না পরিয়ে, পায়ে পরিয়ে দিলে! গুরু-মশায়কে বলিও, আজ যেন ওকে খুব বেত মারে।"

অন্নপূর্ণা বলিল, "না, গুরোদাদা! অমরের দোষ নেই, ও তো আমার গলাতেই মালা পরাতে এসেছিল। শৈল ওর হাত ধ'রে টান্‌লে, তাইতেই তো আমার পায়ের উপর মালা প'ড়ে গেল!"

পশ্চাৎ হইতে আর একজন কে "হিহি" শব্দে হাসিয়া উঠিল। শশী চাকরাণী বালিকাগণের সম্মুখে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "ওমা! কোথায় যাব মা! এই বয়সেই ছুঁড়িগুলোর এত! অবাক্‌ ক'র্‌লে যে?"

শৈল বলিল, "কি বল গো, শশীমুখি! চাঁদবদনি! মর্‌ পোড়ামুখী! হেসেই যে সারা হ'লি?"

শশীচাকরাণী আবার হাসিতে হাসিতে বলিল, "ওমা! একথা কাকে বলি মা! আর যে হাস্‌তে পারি না! হেসে হেসে যে পেট ফুলে

উঠ্‌ল! ওদিকে কর্ত্তাবাবু তোদের খুঁজে খুঁজে সারা হ'চ্চেন, আর তোদের কি না ফুলবাগানে ছোঁড়া ছুটোর সঙ্গে মালা বদল হ'চ্চে? এ মজার কথা বলি কাকে মা!"

শৈল বলিল, "আর তুই পোড়ারমুখী যে বুড়ো বয়সে গোট ঝুলিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ব্যাড়াচ্চিস্, তার ব্যালা বুঝি হাসি পায় না?"

শশী আরও খানিকক্ষণ হাসিয়া বলিতে লাগিল, "তোদের যখন গোট ঝোলাবার বয়স হবে, তখন কি হবে বল্ দেখি? এই বয়সেই এত! অবাক্ ক'র্‌লে মা! ঐ যে ন্যাপালের পিশি ব'ল্‌ত! 'দেখ্‌ব কত কালে কালে, আঁকৃসি দেবে বেগুন-ডালে!' এ দেখ্‌চি তাই! এখন চল, কর্ত্তাবাবু ডাকৃচেন। এসব কথা আবার হবে।"

বালক-বালিকার বাল্যলীলা সেদিনকার মত শেষ হইল। এ জগতে শিশুর সাধের শৈশব-অভিনয় এমনি করিয়া দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিল্বগ্রাম একটী বহুদূরব্যাপী, বিস্তীর্ণ পল্লী। নগর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন এই গ্রামে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও নানাজাতীয় লোকের বসতি ছিল। যমুনানদীর উপকূলে স্থাপিত হওয়ায়, বিল্বগ্রামে দূরদেশবাসী বণিকগণের সমাগম ছিল। যমুনার ঘাটসমূহে প্রত্যহ বিস্তর নৌকা দেখা যাইত। আজিকার এ যমুনা নহে। যাঁহারা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, ত্রিবেণী-নিঃসৃতা যমুনানদী দেখিয়াছেন, তাঁহারা এখনকার শীর্ণকায়া যমুনার মৃদুমলিন স্রোত দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। এখন যমুনার আর সে লীলাময়ী ক্ষুদ্র বীচিমালা নাই, স্বচ্ছ সলিলোপরি আর সে অসংখ্য শতদলের নৃত্য নাই, ক্ষুদ্র তরঙ্গরাশির সঙ্গে মৃণালদলের আর সে ক্রীড়া নাই, উভয় তটে আর সে নয়ন-বিমোহন তরুরাজির শোভা নাই! এখন দেখিলে বোধ হয়, যেন সে সৌন্দর্য্যময়ী যমুনার কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট আছে। বিল্বগ্রামের বাজারে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে প্রত্যহ অনেক লোক পণ্যসামগ্রী ক্রয় করিতে আসিত। অনেকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে, দূরদেশ হইতে স্বাস্থ্য লাভের আশায় এখানে আসিত। তারানাথ তর্করত্নের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য,

নানাস্থান হইতে ছাত্রমণ্ডলী আসিয়া জ্ঞানলিপ্সা চরিতার্থ করিত। ামের লোক এখনও বলিয়া থাকে, হরমোহন দত্তের সময়ে বিল্বগ্রাম রামরাজার অযোধ্যা ছিল। তাঁহার অতিথিশালায় প্রত্যহ কোথা হইতে দলে দলে অতিথি আসিয়া দেখা দিত। তাঁহার নাট্য-মন্দিরে নিয়ত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর কোলাহল থাকিত। দোল, দুর্গোৎসব রাস, জন্মাষ্টমী ও দত্ত মহাশয়ের বাৎসরিক পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধের সময়, ব্রাহ্মণ-ভোজনে, কাঙ্গালী-বিতরণে, যাত্রা, বাই-নাচ,কীর্ত্তন, কবির গান হাফ্ আকড়াই প্রভৃতিতে প্রচুর অর্থব্যয় হইত। অন্নপূর্ণার জন্মদিন উপলক্ষে, শীতকালে সহস্র সহস্র কাঙ্গালীকে অন্নবস্ত্র ও কম্বল বিতরিত হইত। অনেকের মুখে শুনা যায়, দত্ত-মহাশয়ের বাটীর মত সুরম্য াসাদ দেখা যায় না। প্রাসাদের পশ্চিম ভাগে একটী ক্ষুদ্র পুরাতন অট্টালিকা। সেই অট্টালিকা "যৌতুকাগার" নামে অভিহিত হইত। যৌতুকাগার হইতে প্রায় তিনশত গজ দূরে দেবালয়, নাট্যমন্দির, অতিথিশালা। কিঞ্চিৎ দূরে তর্করত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠী। অপর পার্শ্বে ঘোড়াখানা, হাতীখানা ও চিড়িয়াখানা। তাহাদের নিকটে রামধন সরকারের পাঠশালা। গ্রামের কোন সুরসিক লোক, রামধন সরকার যে একটী বিচিত্র জীব তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য, এই পাঠশালার নাম "রামধনখানা" রাখিয়াছিল!

অন্নপূর্ণা হরমোহন দত্তের একটি মাত্র কন্যা। তাহার যখন দুই বৎসর মাত্র বয়স, তাহার জননীর মৃত্যু হয়। সেই দিন হইতে আজ আট বৎসর বয়স অবধি অন্নপূর্ণা পিতার অসীম যত্নে ও অতুল স্নেহে প্রতিপালিতা। ভার্য্যার পরলোক গমনের পর হরমোহন দত্ত বন্ধুগণের

ও পারিষদবর্গের বারংবার অনুরোধসত্ত্বেও পুনরপি দারপরিগ্রহ করেন নাই। সেই জন্য বিল্বগ্রামের ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের লোক বলিত যে, অশেষগুণসম্পন্ন হরমোহন দত্তের একটীমাত্র দোষ, নিজে যাহা সঙ্কল্প করেন, কাহারও সাধ্য নাই, তাঁহাকে সে সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করে। ভার্য্যাবিয়োগের এক বৎসর পরে, যখন দারপরিগ্রহ সম্বন্ধে যাবতীয় লোকের অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তাহারা সকলে সমবেত হইয়া, তাঁহার কুলপুরোহিত তারানাথ তর্কবাগীশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "আপনিই এখন তাঁকে বিশেষ ক'রে অনুরোধ করুন। আপনার অনুরোধও কি তিনি অবহেলা ক'র্‌বেন? আপনি শাস্ত্রের বচন উল্লেখ ক'রে, তাঁকে বুঝিয়ে দিতে পার্‌বেন যে, পুত্রপিণ্ডের প্রয়োজনেও, বিবাহ করা তাঁর পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। আর বয়সই বা কি এমন অধিক হ'য়েছে? চল্লিশ বৎসরের বড় অধিক নয়। রাজার ন্যায় এত বিভব-সম্পত্তি থাক্‌তে, এ বয়সে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে অসম্মত হয়, এমন কি কাহাকেও দেখেছেন?" শুনিয়াছি, তর্কবাগীশ মহাশয় আর কিছু না বলিয়া কালিদাসের একটি ক্ষুদ্র শ্লোকে এ সকল কথার উত্তর দিয়াছিলেন—

"একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।"

হরমোহন দত্তের নিষ্কলঙ্ক নামে সেই অবধি কেবল একটীমাত্র কলঙ্ক থাকিয়া গেল যে, তিনি কখনও কর্ত্তব্যসাধনসঙ্কল্পে কাহারও অনুরোধে বিচলিত হয়েন না।

আজ প্রভাতে পূজা শেষ করিয়া হরমোহন পূজার দালানে তাঁহার কুলপুরোহিত তারানাথ তর্কবাগীশ ও তাঁহার প্রতিবেশী বেচারাম বাচস্পতির সঙ্গে কথোপকথন করিতেছিলেন। বেচারাম বলিতেছিলেন, "আমি আবার আপনাকে মিনতি ক'র্‌চি, এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন। বালিকাকে লেখাপড়া শেখাবার কোন আবশ্যক নাই।"

হরমোহন বিরক্তি সহকারে বলিলেন, "কিছু ক্ষতি আছে কি?"

বেচা। ক্ষতি না থাক্‌লে, আমি আপনাকে বারংবার নিষেধ ক'র্‌ব কেন? এ শরীর আপনারই অন্নে প্রতিপালিত। আপনার অশুভ সঙ্ঘটনের আশঙ্কায় হৃদয় ব্যাকুল হ'চ্চে!

হর। কি ক্ষতি, স্পষ্ট ক'রে বলুন না। তর্কবাগীশ মহাশয় উপস্থিত আছেন, তিনিই তার উত্তর দিবেন।

বেচা। ক্ষতি এই যে, স্ত্রীশিক্ষা শাস্ত্রবিগর্হিত ও লোকাচারবিরুদ্ধ।

হর। তর্কবাগীশ মহাশয় কি বলেন?

তারা। আমার যা মত, আপনাকে পুনঃ পুনঃ ব'লেছি এবং বাচস্পতিও আমার নিকট হ'তে বারংবার শুনেছেন। তবে উনি এখনও কেন আপত্তি উত্থাপন ক'র্‌চেন, আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি না।

বেচা। আবার শুন্‌চি নাকি এই মেয়েদের আজ "হাতেখড়ি" হবে। ছেলেদেরই হাতেখড়ি হ'য়ে থাকে তাই জানি। কিন্তু মেয়েদের "হাতেখড়ি" হয়, এ কথাতো এ বুড়ো বয়স অবধি কখনও শুনি নাই!

তারানাথ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তোমার এই সকল অমূলক

আপত্তি শুনে মনে হয়, যেন তুমি নেশার ঝোঁকে এই সব কথা ব'লচ। "হাতেখড়ি" কথাটা মনোনীত না হয়, "বিদ্যারম্ভ", "দীক্ষাদান" কিংবা অন্য কোন একটা কথা ব'ল্‌লেই হয়। লোকের মুখে "হাতেখড়ি" কথাটা শুনেছ, এতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছে, তাতো বুঝ্‌তে পারি না!"

বেচা। তবে কি আপনারও ইচ্ছা, আজ হ'তে দত্ত মহাশয়ের কন্যা অন্নপূর্ণাকে লেখাপড়া শেখাতে আরম্ভ করা হবে?

তারা। কেবল দত্ত মহাশয়ের কন্যা অন্নপূর্ণা নহে, আমার কন্যা সরলা, রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা সুশীলা ও তোমার সহধর্ম্মিণীর অনুরোধে তোমার কন্যা শৈলবালারও আজ দীক্ষা দান হবে।

বেচা। এরা তো সকলেই ব্রাহ্মণকন্যা!

হর। আজ যদি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ চন্দ্রচূড় তর্করত্ন এখানে উপস্থিত থাক্‌তেন, আপনার এ ভ্রম বিদূরিত হ'ত। আমি তাঁর মুখে বারংবার শুনেছি, স্ত্রীশিক্ষা কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, সকলের পক্ষে শাস্ত্রসম্মত। তাঁরই প্রসাদে কায়স্থ হ'য়েও সামান্য সংস্কৃত শিক্ষা লাভ ক'রেছিলেম। তিনি নবদ্বীপের আধুনিক পণ্ডিতমণ্ডলীর শিক্ষাগুরু। আপনি তাঁর শিষ্য হ'য়েও কি তাঁর কথা অবজ্ঞা করেন? হায়! যে দিন তিনি তাঁর অশেষগুণসম্পন্ন পুত্রের অপঘাত মৃত্যুতে দেশত্যাগী হ'লেন, সেই দিন যদি তাঁর উপযুক্ত সহোদর, পণ্ডিতপ্রবর তারানাথ তর্কবাগীশ না থাক্‌তেন, এ বিল্বগ্রাম অন্ধকার হ'ত!

অকস্মাৎ বেচারামের মুখমণ্ডলে কালিমা ব্যাপ্ত হইল! তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ পাদচারণা করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন,

"আমাদের শিক্ষাগুরু চন্দ্রচূড় আজ যদি এখানে বিদ্যমান থাকৃতেন, তিনি অন্নপূর্ণার শিক্ষাদানে অনুমোদন ক'র্‌তেন কি না, সে বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সংশয় আছে!"

হরমোহন যেন তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিলেন, "শুনুন, বাচস্পতি মহাশয়!" আমার দুহিতা অন্নপূর্ণা রূপে গুণে লক্ষ্মী-সদৃশা। তাকে উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা দিলে, একাধারে লক্ষ্মীও সরস্বতীর সমাবেশ কি সুন্দর হবে! আমার মৃত্যুর পরে অন্নপূর্ণা আমার যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী হবে। উপযুক্ত শিক্ষালাভ ক'র্‌লে, এই সম্পত্তি কেমন ক'রে রক্ষা ও ব্যয় ক'র্‌তে হবে, তা সে বুঝ্‌তে পার্‌বে। আমি তাকে আপাততঃ অল্পদিনের জন্য রামধন সরকারের নিকট লেখাপড়া শেখাব। কিছু দিন পরেই সে তর্কবাগীশ মহাশয়ের চরণতলে সংস্কৃত অধ্যয়ন ক'র্‌বে। আর স্ত্রীশিক্ষা আমাদের বংশে নূতন প্রথা নহে। আপনার যদি এতই আপত্তি থাকে, আপনার কন্যাকে পাঠশালায় পাঠাবেন না।"

বেচারাম বলিলেন, "যদি আপনার কন্যা ও তর্কবাগীশ মহাশয়ের কন্যার পাঠশালায় যাওয়া স্থির হ'ল, তবে আমার কন্যা যাবে, এতো সামান্য কথা।"

হরমোহন হাসিয়া বলিলেন, "তবে চলুন, আর বৃথা আপত্তি উত্থাপন ক'র্‌বেন না।"

এই সময়ে চাকরাণী শশী আসিয়া, থামের আড়ালে দাঁড়াইল। এখনও তাহার হাসি বন্ধ হয় নাই। সে মুখে কাপড় দিয়া থামের আড়াল হইতে বলিল, "অন্নপূর্ণা আর অন্য সব মেয়েরা এসেছে।"

"তারা কোথায় ?"

"বাড়ীর ভিতরে র'য়েছে।"

"চল, আমিও অন্তঃপুরে গিয়ে, তাদের সঙ্গে ল'য়ে আস্‌চি।"

হরমোহন বালিকাগণকে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্য অন্তঃপুর মধ্যে গেলেন। তারানাথ তখন বাচস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি অন্নপূর্ণার শিক্ষাদানে কেন এত প্রতিবন্ধকতা ক'র্‌ছিলে, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না।"

বেচারাম তারানাথের নিকটে আসিয়া, চারিদিকে দেখিয়া, তাঁহার কর্ণমূলে ওষ্ঠাধর সংলগ্ন করিয়া, ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "আমি কেন প্রতিবন্ধকতা ক'র্‌ছিলেম, শুন্‌বেন ? দেবতুল্য হরমোহন দত্তের মঙ্গল কামনায়! তাঁর কন্যা অন্নপূর্ণার বিষম অনর্থপাতের আশঙ্কায়!"

তারানাথ বলিলেন, "আমি তোমার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। কি ব'ল্‌চ, স্পষ্ট ক'রে বল।"

বেচারাম বলিলেন, "তবে শুনুন! হরমোহন দত্তের এই প্রাসাদের সন্নিকটে, নাট্যমন্দিরের পার্শ্বে, একটী অনেক দিনের পুরাতন ক্ষুদ্র অট্টালিকা আছে জানেন? তার নাম 'যৌতুকাগার।' সেই যৌতুকাগারের অভ্যন্তরে, একত্র সংযুক্ত দুইটী সুবর্ণ প্রদীপ আছে; তার নাম 'যুগল-প্রদীপ'! এই যুগল-প্রদীপের ভিতরে একখানি নারীহস্তলিখিত লিপি"—

তারানাথ চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! তুমি কি প্রকারে জান্‌লে?"

বেচারাম বলিল, "আমি আপনাকে সকল কথা ব'ল্‌চি শুনুন! কিন্তু এখন সময় নয়। চারি দিকে লোকজন র'য়েছে। কি জানি যদি কেহ কিছু শুন্‌তে পায়! অন্য সময়ে কোন নিভৃত স্থানে আপনাকে সমস্ত নিবেদন ক'র্‌ব! ঐ দেখুন, দত্ত মহাশয় বালিকাগণকে সঙ্গে ল'য়ে আস্‌চেন!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রামধন সরকার মাদুরের উপর বেত রাখিয়া ও গুরুচরণের প্রদত্ত তামাক ভস্মাবশেষ করিয়া, ডাবা হুঁকোটী অতি সন্তর্পণে দেওয়ালের গায়ে সংলগ্ন করিলেন এবং বাহিরে আসিয়া কর্ত্তা মহাশয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে দেখিলেন, গুরুচরণ ও অমরনাথ হাত ধরাধরি করিয়া পাঠশালার দিকে আসিতেছে। গুরু-মহাশয়ের ক্রোধানল আবার জ্বলিয়া উঠিল। তিনি আপনা-আপনি বলিলেন, "কাল অমরা ছোঁড়াকে প্রত্যূষে আসতে ব'লে দেওয়া হ'য়েছিল। এতক্ষণ পরে কি না গুরোর সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে হেল্‌তে দুল্‌তে আস্‌চেন! রামধন সরকারের আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'র্‌লে কি শাস্তি পেতে হয়, তা এখনি দেখাচ্চি।" তিনি পাঠশালার ভিতরে আসিয়া, মাদুরের উপর হইতে বেতগাছটা তুলিয়া লইয়া গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইলেন।

গুরুচরণ পাঠশালার নিকট আসিয়া, বেত্রধারী গুরু-মহাশয়ের গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া বলিল, "অমর, এইখানেই দাঁড়া! ভিতরে আসিস্‌নি। ঐ দ্যাখ্! নেকড়ে বেত তুলে নিয়েছে। পালাস্‌নি! এইখানেই দাঁড়িয়ে থাক্। দেখি, নেকড়ে কি ক'রে তোকে মারে!"

"গুরু-মহাশয় বেত শূন্যদেশে ঘুরাইয়া বলিলেন, "কি ব'ল্‌লি, গুরো! 'নেকড়ে'? 'নেকড়ে' ব'ল্‌লি কাকে?"

"আপনাকে। আবার কাকে? আপনি তো আমাকে ব'লেছিলেন, আজ অমরকে মার্‌বেন না। তবে যে আবার মার্‌তে যাচ্চেন?"

"তবে দ্যাখ্, তোর কি দশা করি! যত তোকে ভয় করি, ততই তোর বাড়াবাড়ি! দেখ্‌ব, আজ তোর গায়ে কত জোর আছে। হোরে! রামা! তোরা দুজনে গুরোর হাত দুটো ধর্ দিকি!"

হোরে ও রামা দুজনের মধ্যে কেহই গুরোর হাত ধরিবার উদ্যোগ করিল না দেখিয়া, গুরু-মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "আচ্ছা! গুরো! এখন থাক্! তোকে দেখ্‌ব এর পরে।"

তখন গুরু-মহাশয় অমরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, চীৎকার করিয়া বলিলেন, "হাঁরে ছোঁড়া! তুই যে এখনও ওখানে দাঁড়িয়ে? এগিয়ে আয়!"

গুরুচরণ অমরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি ওকে মার্‌তে দিব না।"

"দেখি, তুই কেমন ক'রে ওকে বাঁচাস্!"

গুরু-মহাশয় দু এক পা আগে বাড়াইয়া আসিয়া আবার বেত উঠাইলেন। গুরুচরণ এক হাতে গুরু-মহাশয়ের কোমর ও অপর হাতে তাঁহার হাত ধরিল। পিছন হইতে হরিদাস তাঁহার কাচা ধরিয়া টানিল। গুরু-মহাশয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "হাত ছাড়্, গুরো! কোমর ছাড়্ ব'ল্‌চি!"

বাহির হইতে কে বলিল, "রাস্তা ছোড়্ লেড়কে! কর্ত্তাবাবু আতেঁ হেঁ!"

গুরু-মহাশয় দেখিলেন, কর্ত্তাবাবুর একজন লালপাগড়ি-বাঁধা সিপাহী! তিনি বলিলেন, "অ্যাঁ! কর্ত্তাবাবু এয়েছেন না কি?"

"হাঁ! অহি দেখো না। লেড়কোঁ কা সাথ কুস্তি লড়্‌তে হো!"

গুরু-মহাশয় বলিলেন, "কোমড় ছাড়্, গুরো! ও ভাই, গুরুচরণ! গুরো দাদা!"

গুরুচরণ বলিল, "অমরকে বেত মার্‌বে না তো?"

"তুমি যেমন পাগল! ঠাট্টা ক'র্‌ছিলেম, বুঝ্‌তে পাচ্চ না?"

গুরুচরণ গুরু-মহাশয়ের কোমর ছাড়িয়া দিল। গুরুমহাশয় বলিলেন, "শীগ্‌গীর তোরা সারবন্দি হ'য়ে দাঁড়া! গুরুচরণ! নামতা পড়াতে আরম্ভ কর। আমি কর্ত্তা-মহাশয়কে অভ্যর্থনা ক'রে সঙ্গে আনি।"

রামধন কর্ত্তা-মহাশয়ের অভ্যর্থনা করিবার জন্য পাঠশালার বাহিরে দৌড়িলেন। গুরুচরণের সঙ্গে মল্লযুদ্ধের সময় হরিদাস যে তাঁহার কাচা খুলিয়া দিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি যখন দৌড়িয়া বাহিরে আসিলেন, তাঁহার খোলা কাচাও সঙ্গে দৌড়িল। কাচা সম্মুখবর্ত্তী বাবলা গাছের নীচে হইতে একটী ছোট রকম বাবলার ডাল কাঁটা সমেত সঙ্গে লইয়া চলিল। বাবলার ডাল গুরু-মহাশয়ের খোঁড়া পায়ের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে চলিল। তিনি ভাবিলেন, বুঝি গুরো তাঁহার পা ধরিয়া পশ্চাদ্ধাবমান হইতেছে! সম্মুখে কর্ত্তাবাবু, পশ্চাতে চাহিতে পারেন না, পাছে কর্ত্তাবাবু তাঁহাকে অসভ্য মনে করেন! তিনি পশ্চাৎ দিকে লাথি ছুঁড়িলেন। কাচা ও বাবলার ডাল সম্মুখে আসিয়া কাঁটা সমেত তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল। গুরু-মহাশয় হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেলেন। পাঠশালার ছেলেরা মহা

আনন্দে করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। গুরুচরণ বলিল, "এস, ভাই, সকলে নামতা পড়। গুরু-মহাশয় আমাকে নামতা পড়াতে ব'লেছেন! বল, ভাই!

"নেকড়ে-খোঁড়া, ফোগলা দাঁত,
বাবলা তলায় কুপো কাৎ।"

বালকেরা উচ্চৈঃস্বরে গুরুচরণের নূতন নামতা পড়িতে লাগিল। গুরু-মহাশয় মহা রোষে পশ্চাতে ফিরিয়া, একবার তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। কর্ত্তামহাশয় বলিলেন, "অত ব্যস্ত হ'চ্চ কেন? ভিতরে চল।" বালিকাগণ পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। গুরু-মহাশয় অতি কষ্টে বাবলার ডালকে দূরীভূত করিয়া, কাচা পরিয়া, বালিকাচতুষ্টয়, কর্ত্তাবাবু, তারানাথ ও বেচারামের সঙ্গে আবার পাঠশালায় আসিলেন।

হরমোহন দত্ত গুরু-মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাঠশালায় ছাত্রের সংখ্যা কত?"

"আজ্ঞে সাতাশ জন।"

"এত অল্প সংখ্যা কেন?"

"আজ্ঞে এবার সান্নিপাতে ও পালাজ্বরে অনেক ছেলে ম'রেছে।"

গুরুচরণ বলিল, "গুরু-মহাশয়ের বেতের ভয়ে কেহ পাঠশালায় আস্‌তে চায় না।"

"উনি কি ছাত্রগণকে বড় প্রহার করেন?"

"সকলের পিঠ দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন। কেবল আমাকে ভয়ে

কিছু ব'লতে পারেন না।—ওরে! তোরা কর্ত্তা-মশায়কে পিঠ দেখা না।"

বালকগণ একে একে সকলে আপন আপন বেত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত শরীরের চিহ্ন, নীল ও রক্তময় দাগসকল দেখাইতে লাগিল। হরমোহন রোষকষায়িত লোচনে রামধনের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কথা কি সত্য ?"

রামধন সরকার কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "সর্ব্বৈব মিথ্যা !"

"তবে বালকদিগের গায়ে এ সকল বেত্রাঘাতচিহ্ন কোথা হ'তে এল ?"

"আজ্ঞে! ওরা সর্ব্বদাই ঝুটোপুটি আর কামড়াকামড়ি করে, তাহাতেই !"

"বালকেরা মিথ্যা কথা বলে না ; আর তোমার মত জঘন্য, পশু-তুল্য লোক, বৃদ্ধ বয়সেও মিথ্যা কথা ব'লতে সঙ্কোচ বোধ করে না ! তোমার নিকট শিক্ষালাভ ক'রে, কালক্রমে এরাও যে মিথ্যা কথা শিখ্‌বে, তাতে আর বিচিত্র কি ? সে যা হ'ক্ আজ থেকে তোমাকে প্রত্যহ একবার তর্কবাগীশ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে যেতে হবে। ছাত্র-গণকে কি প্রকারে বিদ্যাদান ক'রতে হয়, তা শিখ্‌তে পারবে। আর শুন, আমি আদেশ ক'রলেম, আজ থেকে কোন বালককে প্রহার করিও না।"

গুরু-মহাশয় একবার বালকগণের দিকে ও একবার বহুকালের পুরাতন, সাধের বেত্রখণ্ডের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "যে আজ্ঞে !"

হরমোহন বলিলেন "তর্কবাগীশ মহাশয়! তবে এখন বালিকাগণের দীক্ষাদান সম্পন্ন হ'ক্।"

তর্কবাগীশ মহাশয় বালিকাগণের শিরস্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। হরমোহন স্বহস্তে বালক-বালিকাগণকে নানাবিধ মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়া, প্রীতিফুল্ল নয়নে তাহাদিগকে দেখিয়া, গুরু-মহাশয়কে বলিলেন, "আজ এই নিরীহ বালকগণের উপর তোমার নিষ্ঠুরতার পরিচয় না পেলে, তোমাকে কিছু পুরস্কার দিতেম। সে যা হ'ক্, তুমি প্রত্যহ প্রভাতে আমার পূজার দালানে গিয়ে, এক ঘণ্টা কাল এই বালিকাগণকে শিক্ষাদান ক'র্‌বে। আমি কিছুদিন পরেই ইহাদিগকে তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন ক'র্‌তে দিব। আজ থেকে তোমার দেড় টাকা বেতন বৃদ্ধি হ'ল।"

গুরু-মহাশয় তাঁহার অবশিষ্ট দুইটী দাঁতে মধুর হাস্য করিয়া বলিলেন, "যে আজ্ঞা! আপনার দয়া থাক্‌লে, আরও কত বৃদ্ধি হবে!"

হরমোহন অমরনাথকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সুন্দর বালকটী কার ছেলে?"

বেচারাম বলিলেন, "ইটী মাখমপুরের কৃষ্ণকান্ত বসুর পুত্র। প্রায় ছয় সাত বৎসর হ'ল, এরা এই গ্রামে বাস ক'র্‌চে।"

হরমোহন সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি ব'ল্‌লেন? স্বর্গীয় কৃষ্ণকান্ত বসুর পুত্র! এরা ছয় সাত বৎসর এই গ্রামে অবস্থিতি ক'র্‌চে, আর আমি এর কিছুই জানতে পারি নাই? এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়! এদিকে এস, বাবা! তোমার নাম কি?"

অম। শ্রীঅমরনাথ বসু।

হর। তোমার পিতার নাম কি ?

অম। ৺ কৃষ্ণকান্ত বসু।

হর। তোমরা নেপাল থেকে কত দিন এসেছ ?

অম। সাত বছর। আমি তখন চার বছরের।

হর। নেপাল থেকে কেন চ'লে এলে ?

অম। তা জানি না।

হর। বাচস্পতি মহাশয়! মাধবপুরের স্বর্গীয় কৃষ্ণকান্ত বসুর নিকট আমি নানা ঋণে আবদ্ধ। আমার বাল্যকালে আমি একবার তাঁর সৎপরামর্শে ও তাঁরই কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে একটী হকিয়তি মকদ্দমা হ'তে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেম। তাঁর সাহায্য না হ'লে, আমার জমিদারীর অর্দ্ধেক অংশ হ'তে বঞ্চিত হ'তেম। আমি এপর্য্যন্ত তার কিছুই প্রতিদান দিতে পারি নাই। প্রায় বিশ বৎসর হ'ল, তিনি অসাধারণ বুদ্ধিবলে, নেপালের রাজসরকারে উচ্চপদ প্রাপ্ত হ'য়ে, সপরিবারে সেখানে চ'লে গিয়েছিলেন ও শুনেছি, সেখানে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন ক'রেছিলেন। আমার নিকট প্রায়ই তাঁর পত্রাদি আসৃত। নেপালে যাবার দু এক বৎসর পরেই তাঁর ভার্য্যাবিয়োগ হয় ও পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করেন। বাবা অমর, তোমার মা কোথায় ?

অম। মা স্বর্গে গিয়েছেন।

হর। তোমার জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এখন কোথায় ?

অম। আমি জানি না। পিশিমা জানেন।

হর। পিশিমা কে ? কৃষ্ণকান্তের তো সহোদরা ভগ্নী ছিল না ?

গুরুচরণ বলিল, "অমর যাকে পিশিমা বলে।"

হরমোহন বেচারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ছেলেটী কে?"

বেচা। ইটী আমার আত্মীয় মাথমপুরের হরিচরণ ভট্টাচার্য্যের পুত্র। তাঁর বিধবা ভার্য্যা নেপাল থেকে এই দুইটি বালকে সঙ্গে ল'য়ে এখানে এসেছিলেন। আমার বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি আমার বাটিতে বাস ক'র্‌তে সম্মত হ'লেন না। সেই অবধি এই গ্রামের পাশে, নদীর ধারে, একটি মেটেঘর নির্ম্মাণ ক'রে, এ বালক দুটির লালন-পালন ক'র্‌চেন।

হরমোহন দত্ত অমরনাথকে বলিলেন, "দেখ, বাবা! আজ থেকে তোমরা দুজনে আমার বাটিতে থাক্‌বে। আর তোমার পিসিমাকে বলিও, তিনিও যেন আজ থেকে আমার বাটিতে এসে অন্নপূর্ণার রক্ষণাবেক্ষণ করেন।—তর্কবাগীশ মহাশয়! এই বালকদ্বয়ের আর এ পাঠশালায় পড়্‌বার কোন আবশ্যক নাই। কাল থেকে এরা আপনার চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত পড়্‌বে ও কালাচাঁদ মাষ্টারের নিকট ইংরাজী শিক্ষা ক'র্‌বে।—বাচস্পতি মহাশয়! তবে আজই আপনি আপনার আত্মীয়-কন্যাকে আমার বাটিতে সঙ্গে ল'য়ে আস্‌বেন। দেখ্‌বেন, বিস্মৃত হবেন না। আমি বালকদ্বয়কে সঙ্গে ল'য়ে যাচ্চি।—দেখ, মা অন্নপূর্ণা, আজ পাঠশালায় এসে, কেমন তোমার খেল্‌বার সঙ্গী পাওয়া গেল!"

অন্নপূর্ণা বলিল, "বাবা! আমি কি আর ওকে চিনি না? ও যে আমাদের অমর! আর এ আমাদের গুরোদাদা!"

"তা বেশ! এখন চল, অনেক বেলা হ'য়েছে!"

গুরুচরণ রামধন সরকারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া, অমরনাথের হাত ধরিয়া, বালিকাগণের পশ্চাতে চলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সেই দিন প্রদোষকালে সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া, তারানাথ ও বেচারাম গ্রাম হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, নিভৃত যমুনাতটে বসিয়াছিলেন। তারানাথ বলিলেন, "যৌতুকাগারের কথা কি জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছিলে ?"

বেচা। যৌতুকাগার কি, ও তার ভিতরে কি আছে ?

তারা। এই যৌতুকাগার দত্তবংশের পূর্ব্বপুরুষের নির্ম্মিত গৃহ। এই বংশের বহুদিন-প্রচলিত প্রথা অনুসারে, এইখানে অতি বিচিত্র কারুকার্য্যসম্পন্ন বরশয্যা ও কতিপয় মহার্ঘ বরাভরণ আছে। তার সঙ্গে দুইটী রত্নরাজিখচিত সুবর্ণপ্রদীপ একত্র সংযুক্ত আছে। এই "যুগল প্রদীপ" কেবলমাত্র এই বংশের পুত্র অথবা কন্যার বিবাহ সময়ে উন্মুক্ত ও ব্যবহৃত হয়। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে, একবার এই "যুগল প্রদীপ" এক জন কোন অন্য বংশের ধনাঢ্য কায়স্থের পুত্রের বিবাহের সময় ব্যবহৃত হ'য়েছিল। তাতে না কি এই দত্তবংশের বিষম অনর্থ সংঘটিত হ'য়েছিল! এখন তুমি কি ব'ল্‌ছিলে বল।

বেচারাম দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তবে শুনুন! প্রায় আট বৎসর হ'ল, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র নিরঞ্জন কোন অপরিজ্ঞাত কারণবশতঃ আত্মহত্যাবিধান করেন। বোধ করি, আপনার স্মরণ থাক্‌তে পারে, তিনি আমার সহাধ্যায়ী ও পরম বন্ধু ছিলেন। আমি তাঁর আত্মহত্যায় যার-পর-নাই ব্যথিত ও বিষাদিত হ'লেম, আর

তার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হ'লেম। নানা স্থানে, নানা লোককে জিজ্ঞাসা ক'রতে লাগ্‌লেম। এক দিন দত্তবাটীর চাকরাণী শশীর মার সঙ্গে কথোপকথনে আমার মনে সন্দেহ হ'ল যে, সে এই আত্মহত্যার কারণ জান্‌তে পেরেছে। তাকে বারংবার প্রশ্ন ক'রেও তার মনের কথা জানতে পার্‌লেম না। কিন্তু আমার মনে বিশ্বাস জন্মিল, সে সমস্তই জানে, কিন্তু কোন কথা প্রকাশ ক'র্‌তে চায় না। অবশেষে দুই তিন বৎসর পরে, তার মৃত্যুর পূর্ব্বে, সে আমাকে ডেকে পাঠালে। আমি তার নিকট গিয়ে দেখ্‌লেম, তার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই। আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, "শশীর মা! আমাকে কি জন্য ডেকেছিলে?" সে ব'ল্‌লে, "এই দেখুন, আমার মৃত্যু অতি নিকটে। যদি আপনি আমার একটী নিবেদন শোনেন, তা হ'লে আর আমার মৃত্যুতে কোন ক্লেশ হয় না। আপনি আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌তেন, নিরঞ্জন কেন আত্মহত্যা ক'রেছিল। সে কথা এখন আর শুনে কোন লাভ নাই, বল্‌বারও সময় নাই। আমি শপথ ক'রেছিলেম, সে কথা কাহাকেও ব'ল্‌ব না। মরণকালে আর কেন আমাকে পাপভাগিনী ক'র্‌বেন? তবে যে কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক, সেই কথা বল্‌বার জন্য এখনও আমার দেহে প্রাণ র'য়েছে। তাই মৃত্যুকালে আপনার শরণ ল'য়েছি। তবে শুনুন। আগে দেখে আসুন, দুয়ারের কাছে, দেওয়ালের পাশে তো কেহ নাই?" আমি চারিদিক দেখে এসে ব'ল্‌লেম, "কেহ কোথাও নাই। কি ব'ল্‌ছিলে, বল।" শশীর মা বলিল, "আপনি দয়া ক'রে পৈতা ছুঁয়ে শপথ করুন, আর কাহারও নিকট প্রকাশ

ক'র্‌বেন না!" আমি ব'ল্‌লেম, "আচ্ছা তাই ক'র্‌লেম, এখন বল।" সে ব'ল্‌তে লাগ্‌ল, "দত্তবাটীর যৌতুকঘরের ভিতরে চন্দন-কাঠের সিন্দুকে দুটী সোণার প্রদীপ এক সঙ্গে মিলিত আছে। সেই প্রদীপের মধ্যে একখানি মেয়ে মানুষের হাতের লেখা চিঠি আছে। আমি সংক্ষেপে বল্‌চি, কেন না, আমার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই। তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট তার চাবি আছে। তিনি শপথ ক'রেছিলেন, অন্নপূর্ণার বিয়ের আগে সেই চিঠিখানি তিনি তারই হাতে দিবেন, আর তার পূর্ব্বে যৌতুকাগারের চাবি আর কাহারও হাতে দিবেন না। এখন আমার প্রার্থনা শুনুন, দেখ্‌বেন, যেন সে চিঠি, সে সর্ব্বনেশে চিঠিখানা. আমার সোণার পুতুল অন্নপূর্ণা কখনও প'ড়্‌তে না পায়! আর যদি সে চিঠিখানা কোন রকমে বাহির ক'রে নিয়ে ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারেন, তা হ'লে আপনার যে কি পুণ্য হয়, তা আর কি ব'ল্‌ব! আপনি যদি দত্তবংশের শুভাকাঙ্ক্ষী হন, আর আপনার মনে কিছুমাত্র দয়া-ধর্ম্ম থাকে, আমার এই কথা মনে রাখ্‌বেন। তবে যান। আমার মাথায় পায়ের ধূলা দিয়ে বাহিরে যান। আমার মেয়ে শশীকে ডেকে দিন। আর আমার অধিক বিলম্ব নাই।" সেই রাত্রে শশীর মা প্রাণত্যাগ ক'র্‌লে। সেই দিন অবধি এ কথা আর কাহারও কাছে প্রকাশ করি নাই।—বিধাতঃ! যজ্ঞোপবীত স্পর্শ ক'রে, মৃত্যুশয্যাশায়িনী স্ত্রীলোকের নিকট যে শপথ ক'রেছিলেম, আজ তা ভঙ্গ ক'র্‌লেম!—তর্কবাগীশ মহাশয়! এতে যে প্রত্যবায় হ'ল, তার জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক, আমাকে ব'লে দিন!"

তর্কবাগীশ বলিলেন, "আমিও তো এ সকল কথা জান্‌তেম, সুতরাং আমার নিকটে প্রকাশ করায় কোন প্রত্যবায় নাই।"

বেচারাম বলিতে লাগিলেন, "সেই দিন অবধি এই কথাটী আমার মনে দিন রাত জাগ্‌চে! চাবি আপনার কাছে, আর পরের দ্রব্যই বা কি ক'রে অপহরণ ক'রে, শশীর মার প্রার্থনা পূর্ণ করি, এত দিন এই কথা মনে আন্দোলন ক'র্‌ছিলেম। এতে যে কোন ভীষণ রহস্য আছে, আর আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের আত্মহত্যাসম্বন্ধে যে ইহার নিগূঢ় সংশ্রব আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! এখন আপনি কি প্রকারে, কার মুখে একথা শুনেছিলেন, আমাকে বলুন!"

তারানাথ বিষাদে নয়নমার্জ্জনা করিয়া বলিলেন, "হায়! বাচস্পতি! এই কথার আন্দোলনে বহুদিনের শমিত শোকাগ্নি আজ আবার উদ্দীপিত হ'ল! যে দিন আমাদের বংশগৌরব, সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, নিরঞ্জন নবযৌবনের প্রারম্ভে আত্মহত্যা বিধান ক'র্‌লে, তার পিতা, আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর পণ্ডিতপ্রবর চন্দ্রচূড়, অটল, অকম্পিত হিমাচলের ন্যায়, সে প্রচণ্ড অশনিপাত বক্ষে ধারণ ক'র্‌লেন। তাঁর অবিচলিত মুখমণ্ডলে এক দিনের জন্য শোকচিহ্ন প্রকটিত হ'ল না, একবিন্দুও অশ্রুপাত হ'ল না। এক মাস পরে, এক দিন নিশীথে, আমি নিদ্রিত ছিলেম, তিনি আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ ক'রে আমাকে ডাক্‌লেন। তাঁর রুদ্রাক্ষমালামণ্ডিত, চন্দন-চর্চ্চিত, গৈরিক-বসনাবৃত, সন্ন্যাসীবেশ দেখে, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, "কি অনুমতি ক'র্‌চেন?" তিনি করুণ স্বরে উত্তর ক'র্‌লেন, "ভ্রাতঃ! আমাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না। যা ব'ল্‌চি,

অবহিত চিত্তে শুন। আমি আজ হ'তে সংসার পরিত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন ক'র্‌লেম। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি স্বার্থশূন্য সংসারধর্ম্মে দীক্ষিত হ'য়ে, চিরদিন অক্ষয় সুখভোগ কর, আর আমাদের বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ।" আমি সরোদনে তাঁর চরণ ধারণ ক'রে ব'ল্‌লেম, "মিনতি করি, এ অভিসন্ধি পরিত্যাগ করুন।" তিনি ব'ল্‌লেন, আমার এ সংকল্প বিচলিত হবার নয়। এখন তোমার নিকটে আমার একটি অনুরোধ আছে। বিশ্বাস করি, আমার সেই শেষ অনুরোধ রক্ষা ক'র্‌বে। হরমোহন দত্তের যৌতুকাগার মধ্যে যে "যুগল প্রদীপ" আছে, সেই সংযুক্ত দীপদ্বয়ের অভ্যন্তরে, সম্প্রতি একখানি নারীহস্ত-লিখিত লিপি রক্ষিত হ'য়েছে। সেই যৌতুকাগারের ও তাহার অভ্যন্তরস্থ সিন্দুকের চাবি তোমাকে দিচ্চি। অতি সাবধানে, মহামূল্য রত্নের ন্যায়, এই চাবি দুইটী আপনার নিকটে রাখিও। হরমোহন দত্তের যে কন্যা আজ এক মাস হ'ল জন্মগ্রহণ ক'রেছে, তার বিবাহের কিছু দিন পূর্ব্বে, এই লিপিখানি নিজে, তাহার একটী অক্ষরও না পড়িয়া, একটি অক্ষরও আর কাহাকে না দেখাইয়া, স্বহস্তে, অতি গোপনে, অন্নপূর্ণার মাতা অর্থাৎ হরমোহন দত্তের ভার্য্যাকে দিবে। যদি এই কন্যার বিবাহের পূর্ব্বে তার মাতার মৃত্যু হয়, আর বিবাহকালে যদি কন্যা দশ বৎসর বয়স অতিক্রম করে, তবে বিবাহের অল্প দিন পূর্ব্বে এই পত্রখানি, নিজে না পড়িয়া, আর কাহাকেও না দেখাইয়া, গোপনে, স্বহস্তে, কন্যার হাতে দিবে। আর সাবধান! যেন ইহার পূর্ব্বে এই যৌতুকাগারের দ্বার তুমি বই আর কেহ উদ্‌ঘাটন ক'র্‌তে না পারে। আমার চরণ

স্পর্শ ক'রে শপথ কর, আমার এ অনুরোধ রক্ষা ক'র্‌বে ও জীবনসত্ত্বে এ কথা কারও নিকট প্রকাশ ক'র্‌বে না।" আমি তাঁর চরণ স্পর্শ ক'রে শপথ ক'র্‌লেম। অগ্রজ চন্দ্রচূড় মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে, চঞ্চল চরণে প্রস্থান ক'র্‌লেন। তিনি কোথায় গেলেন, বহু অনুসন্ধানে এ পর্য্যন্ত তার কিছুই জান্‌তে' পার্‌লেম না। এই "যুগল প্রদীপের" অভ্যন্তরে যে কোন ভীষণ রহস্য লিপিবদ্ধ আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

বেচারাম উত্তর করিলেন, "সেই জন্যই আমি অন্নপূর্ণার শিক্ষাদানে এত আপত্তি ক'র্‌ছিলেম। এই পত্রমধ্যে বালিকার নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল সংবাদ আছে।"

তারানাথ বলিলেন, "অমঙ্গল সংবাদ কি মঙ্গল সংবাদ, তা পরমেশ্বর জানেন। তিনি মঙ্গলময়। সত্যে হস্তক্ষেপ না ক'রে, তাঁর উপর নির্ভর কর।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অমরনাথ ও গুরুচরণ, তর্কবাগীশ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত পড়িতে লাগিল ও কালাচাঁদ মাষ্টারের নিকট ইংরাজী শিখিতে লাগিল। কিন্তু গুরুচরণের শিক্ষকদ্বয় শিক্ষাদান কালে প্রায়ই তাহার দেখা পাইতেন না। দরোয়ানদিগের কুস্তির আখ্‌ড়ায় ও ঘোড়সওয়ারদিগের ঘোড়াখানায় গুরুচরণের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইত। মধ্যে মধ্যে ঘোড়ার সইশদিগের অজ্ঞাতসারে ঘোড়ার মুখে দড়ির লাগাম দিয়া ও দরোয়ানদিগের নিকট হইতে সড়্‌কি ও তলোয়ার কাড়িয়া লইয়া, বন্যশূকরের শীকারের অন্বেষণে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে চলিয়া যাইত। শুনিয়াছি, বিল্বগ্রামে ও তাহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহে একবার বাঘের ভয় হইয়াছিল। সেই সময় গুরুচরণের আর তিলার্দ্ধ অবকাশ ছিল না। কিছুদিন পরে একজন দরোয়ান একটা প্রকাণ্ড নেকড়ে বাঘ মারিয়া গ্রামের মধ্যে লইয়া আসে। সত্য কি না জানি না, গ্রামে জনরব উঠিয়াছিল যে, গুরুচরণের তরবারি প্রহারে নেকড়ে বাঘ হত হইয়াছিল এবং পুরস্কারপ্রার্থী দরোয়ান কেবল দূরে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিয়াছিল। অন্নপূর্ণাও অতি অল্পদিন মাত্র রামধন সরকারের নিকট তালপাতা লিখিতে শিখিয়া এবং "নামতা পরম গুরু" ও "দাতাকর্ণ" শেষ করিয়া, তর্কবাগীশের নিকট বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পড়িতে লাগিল।

তিন বৎসর পরে এক দিন হরমোহন দত্ত তারানাথ তর্কবাগীশকে বলিলেন, "আমি কয়েক দিন হ'তে আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব মনে ক'র্‌ছিলেম।"

তারা। বলুন।

হর। অমরনাথের কোষ্ঠীপত্র প্রস্তুত হবার কি সম্ভাবনা নাই?

তারা। তাহার জন্মের দিন, মাস ও মুহূর্ত্ত অবগত হওয়া আবশ্যক।

হর। যে ব্রাহ্মণকন্যা এই বালককে প্রতিপালন ক'রেছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বোধ করি সমস্ত জান্‌তে পার্‌বেন। অন্নপূর্ণার কোষ্ঠীপত্র আপনিই প্রস্তুত ক'রেছিলেন। কি জন্য আপনাকে এই বালকের কোষ্ঠীপত্র প্রস্তুত ক'র্‌তে ব'ল্‌চি, বোধ করি, তা আপনাকে ব'ল্‌তে হবে না।

তারানাথ চমকিয়া উঠিলেন। যুগল প্রদীপের অভ্যন্তরস্থ নারী-হস্তলিখিত পত্রের কথা তাঁহার মনে পড়িল। যে দিন সেই লিপিখানি স্বহস্তে বালিকা অন্নপূর্ণার হাতে দিতে হইবে, সেই দিন বুঝি আর অধিক দূর নহে। কি জানি সে পত্রখানিতে সরলা, কোমলপ্রাণা, বালিকার কি অমঙ্গল সংবাদ আছে! সে অনর্থ-সংবাদ পড়াইবার জন্যই কি তিনি তাহাকে এত যত্নে শিক্ষাদান করিতেছেন? তিনি হর-মোহনের কথার কোন উত্তর না দিয়া, চিন্তিত অন্তঃকরণে চলিয়া গেলেন।

যে দিন অমরনাথ ও গুরুচরণ রামধন সরকারের পাঠশালা হইতে বিদায় গ্রহণ করে, সেই দিন হইতে গুরুচরণের মাতা ও দত্তজ মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি প্রথমে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন

ও নানা আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু হরমোহন দত্তের বারংবার অনুরোধে অবশেষে তাঁহাকে সম্মতা হইতে হইল।

অমরনাথ তাঁহাকে "পিশিমা" বলিত, সেই জন্য অন্যান্য সকলে তাঁহাকে বামুনপিশি বলিয়া ডাকিত। আমরাও অন্য সকলের মত তাঁহাকে "বামুনপিশি" বলিব। হরমোহনের অনুরোধে বামুনপিশি তারানাথকে অমরনাথের জন্মদিন, মাস ও মুহূর্ত্ত যতদূর স্মরণ ছিল, বলিয়া দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই অমরনাথের কোষ্ঠীপত্র প্রস্তুত হইল।

হরমোহন বলিলেন, "তর্কবাগীশ মহাশয়! ধৃষ্টতা ক্ষমা ক'র্‌বেন, আমার যেন এক একবার মনে হয়, অন্নপূর্ণার বিবাহের কথা উত্থাপিত হ'লে, আপনি তাদৃশ আগ্রহ প্রকাশ করেন না! বালকবালিকার জন্ম-নক্ষত্রের তুলনায় কি কোন অশুভ লক্ষণ দেখ্‌তে পেয়েছেন? যদি তা হয়, আমাকে স্পষ্ট ক'রে বলুন।

তারা। অন্নপূর্ণার বিবাহ কি শীঘ্রই সম্পন্ন ক'র্‌বেন স্থির ক'রেছেন?

হর। সে বিষয়ে কি আপনি এখনও সন্দেহ করেন? গ্রামের যাবতীয় লোক এ কথা শুনেছে। অন্নপূর্ণাও নিজে জানে যে, অমরের সঙ্গে শীঘ্রই তার বিবাহ হবে। কতস্থান থেকে অন্নপূর্ণার কত সম্বন্ধ এসেছিল, আমি সে সকলি পরিত্যাগ ক'রেছি।

তারা। এত শীঘ্র বিবাহ দিবার কি প্রয়োজন? এরা দুজনেই এখন অতি শিশু; আর কিছু দিন অপেক্ষা ক'র্‌লে ভাল হয় না?

হর। অন্নপূর্ণা একাদশ বৎসর অতিক্রম ক'রেছে, অমরেরও বয়স পঞ্চদশ বৎসর। আর আমি বৃদ্ধ হ'য়েছি। কে জানে, কোন্ সময়

এ ক্ষণধ্বংসী মাটীর দেহ মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে যাবে! সকলের ইচ্ছা, আমি স্বয়ং অতি সমারোহে এ বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করি। তর্কবাগীশ মহাশয়! যে দিন আমি আমার অন্নপূর্ণাকে স্বহস্তে, সৎপাত্রে অর্পণ ক'র্ব, সে আমার কি সুখের দিন!

সুখের দিন! হরমোহন দত্তের শেষ দুইটী কথা যেন তারানাথের হৃদয়ের অন্তস্তলে, প্রচণ্ড বলে প্রতিহত হইল। একখানি ক্ষুদ্র লিপি কি এমন সুখের দিনকে ঘোর দুর্দ্দৈবে পরিণত করিবে? এমন সুখের দিনে, শিশুদ্বয়ের এমন সুখস্পর্শী বসন্তবায়ুসেবিত, আনন্দ-পরিপূরিত, জীবন-প্রভাতে কি তিনি নিজ হস্তে অমানিশার অন্ধকারের সৃষ্টি করিবেন? এমন সুখের দিনে, দেবসদৃশ হরমোহন দত্তের শেষ জীবনের সাধের উৎসবে, এমন স্বর্গীয়, নির্ম্মল, আনন্দস্রোতে, কি বিষাদের তরঙ্গ উত্থিত করিবেন?

তারানাথ উত্তর দিলেন না দেখিয়া, হরমোহন আবার বলিলেন, "আপনাকে নিরুত্তর দেখে, আমার মনে সন্দেহ হ'চ্চে। কোন অমঙ্গল লক্ষণ আছে কি না আমাকে স্পষ্ট ক'রে বলুন।"

তারা। অমঙ্গল! না! বিশেষ কোন অমঙ্গল লক্ষণ নাই। তবে—

হর। তবে কি? স্পষ্ট ক'রে আমাকে ব'ল্‌চেন না কেন?

কি বলিবেন? তারানাথ আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। কি করিবেন? যৌতুকাগারের দ্বার উন্মোচন করিয়া, লিপিখানি সকলের অজ্ঞাতসারে ভস্মীভূত করিবেন? না! তাহা অসম্ভব! জ্যেষ্ঠ সহোদর চন্দ্রচূড়ের চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছিলেন। তবে কি বলিবেন, এ বিবাহে ভবিষ্যতে বরকন্যার ভীষণ অনর্থ সংঘটিত হইবে? কৈতব

বচনে, হরমোহনকে প্রতারিত করিবেন? তাহাও অসম্ভব। তিনি এই শিশুদ্বয়কে শিক্ষাদান কালে, তাহাদের সরল, পবিত্র মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাদের অমৃতময়কণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর আবৃত্তি শ্রবণে বিমোহিত হইয়া, কতবার মনে মনে বলিয়াছিলেন, এ শিশু দুইটির পবিত্র মিলন কি সুন্দর হইবে! আজ কি তিনি এমন মনোহর পারিজাতযুগল স্বহস্তে দলিত করিবেন? তবে কি করিবেন? সহসা হরমোহন দত্তের একটী কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি এইমাত্র বলিয়াছিলেন, "কে জানে কোন্ সময়ে, এ ক্ষণধ্বংসী মাটীর দেহ মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে যাবে?" তাঁহার মনে হইল, হরমোহন দত্তের কেন, কিছু দিনের মধ্যে তাঁহারও তো জীবন শেষ হইতে পারে! তিনিও তো প্রৌঢ়কাল অতিক্রম করিয়া, বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন! আর কিছু দিন অপেক্ষা করিলে, যদি অন্নপূর্ণার বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তো সে পাপ-লিপি আর স্বহস্তে বালিকাকে দিতে হইবে না!

হরমোহন দত্ত বিরক্তি ও ঔৎসুক্য সহকারে বলিলেন, "আজ আপনার ভাব দেখে বড়ই বিস্মিত হ'চ্চি! বারবার কি চিন্তা ক'র্‌চেন, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না।"

তারানাথ উত্তর করিলেন, "আমি আপনাকে অনুরোধ ক'র্‌ছিলেম, এখন এ বিবাহ সম্পন্ন না ক'রে, আর কিছুকাল অপেক্ষা করুন।"

"এ আপনার নিজের মত, কি কোষ্ঠীপত্রের গণনা অনুসারে এইরূপ ব'ল্‌চেন?"

ধার্ম্মিকপ্রবর, সত্যব্রত তারানাথ এত দিনের পরে, তাঁহার জীবনে, এই প্রথম মিথ্যা কথা বলিলেন।

"বালিকা অন্নপূর্ণার জন্ম-নক্ষত্রাদি গণনায় জান্‌তে পার্‌লেম, ইহাদের বিবাহ তিন বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন হ'লে, বিষম অমঙ্গলের সম্ভাবনা। তিন বৎসর এ বিবাহ স্থগিত রাখুন।"

হরমোহন বলিলেন "আমি জানি, আপনি সত্যবাদী, জীবনসত্ত্বে মিথ্যা কথা ব'ল্‌বেন না। আর জ্যোতিষ-শাস্ত্রে যে আপনার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি,তাহাও জানি। আমি এ বিষয়ে আপনাকে কোন প্রশ্ন ক'র্‌তে ইচ্ছা করি না। কিন্তু যথার্থ কথা ব'ল্‌তে কি, আজ আপনার সঙ্গে কথোপকথনে, আপনার পাণ্ডুবর্ণ বদন,আপনার শুষ্ক কণ্ঠ দেখে, আমার মনে সন্দেহ হ'চ্চে, আপনি প্রকৃত কথা গোপন ক'র্‌চেন। সে যা হ'ক্‌ আমি আপনার আদেশ মত এ বিবাহ আপাততঃ স্থগিত রাখ্‌লেম। বালক-বালিকার কোষ্ঠীপত্রদুখানি আজই আমার নিকট পাঠিয়ে দিবেন।"

তারানাথ আর কোন কথা না বলিয়া, বিষণ্ণ মুখে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

যে প্রকোষ্ঠ মধ্যে এতক্ষণ এই সকল কথোপকথন হইতেছিল,তাহার বাহিরে, একজন ভিক্ষুক একটি বেহালা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে অতি নিবিষ্ট চিত্তে সকল কথা শুনিল। তারানাথ চলিয়া গেলে, সে "কর্ত্তাবাবুর জয় হ'ক্‌" বলিয়া বেহালা বাজাইয়া গীত আরম্ভ করিল। হরমোহন পার্শ্ববর্ত্তী ভৃত্যকে বিরক্তি সহকারে বলিলেন, "ভাণ্ডারীকে ভিক্ষা দিতে বল।" ভিক্ষুক একটু হাসিয়া, ভাণ্ডারীর নিকট গিয়া ভিক্ষা লইল ও বেহালা বাজাইয়া গীত গাইতে গাইতে, গ্রাম হইতে কিঞ্চিৎ দূরে যমুনার নিভৃত তটে গিয়া দাঁড়াইল। সেখানে দুই জন লোক

তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কোন নূতন সংবাদ থাকে তো বল।"

ভিক্ষুকবেশী গুপ্তচর তারানাথের সঙ্গে হরমোহন দত্তের কথোপকথন আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিল। শ্রোতৃদ্বয়ের মধ্যে একজন অপরকে বলিল, "শুন্‌লে, দাদা রাইচরণ! এমন সুযোগ আর হবে না। আর বিলম্ব করা উচিত নয়। এখনি বাবুর কাছে খবর পাঠাও।"

রাইচরণ ভিক্ষুকবেশী গুপ্তচরকে বলিল, "তবে তুমি আর বিলম্ব করিও না। এখনি কলিকাতায় বাবুর নিকটে গিয়ে, তাঁকে এই সকল কথা বল। আর তাঁকে বলিও, দুই চারি দিনের মধ্যে আমরাও আস্‌চি।—ঠিকানা মনে আছে তো?"

"৩২ নম্বর নেবুতলা।"

"হাঁ। ৩২ নম্বর নেবুতলা, বৌবাজার! আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাকে পাথেয় ও অন্যান্য খরচ দিচ্চি, আজ রাত্রেই কিন্তু রওনা হওয়া চাই।"

বেহালাধারী ভিক্ষুকবেশী গুপ্তচর বলিল, "তা আর তোমাকে ব'লে দিতে হবে না।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হরমোহন দত্ত আপাততঃ কন্যার বিবাহ স্থগিত রাখিলেন। তিনি অমরনাথকে কলিকাতার নূতন প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য সঙ্গে দিয়া, তাঁহার কলিকাতার বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, গুরুচরণও অমরনাথের সঙ্গে গেল। অন্নপূর্ণা পূর্ব্বের মত তারানাথ তর্কবাগীশের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতে লাগিল।

দুই বৎসর পরে কলিকাতার ৩২ নম্বর নেবুতলায় একটী সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে একজন যুবাপুরুষ তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া বসিয়া, আলবোলায় তামাক খাইতেছিলেন ও ঔৎসুক্য সহকারে এক একবার উন্মুক্ত গবাক্ষ-দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। যুবক কিয়ৎক্ষণ একাগ্রমনে আলবোলায় ধূমপান করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী মোসাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কই, রাইচরণ! তোমার মথুর ঘটকের তো এখনও দেখা নাই। তুমি না ব'ল্‌ছিলে, সে সন্ধ্যার পরেই কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান ঘটক মদনমোহন চূড়ামণিকে সঙ্গে ল'য়ে এখানে আস্‌বে?"

দ্বারদেশে কাহার চটীজুতার শব্দ শুনিয়া রাইচরণ সেই দিকে চাহিয়া বলিল, "এই যে ঘটকরাজ, তুমি অনেক কাল বাঁচ্‌বে! বাবু এইমাত্র তোমারই নাম ক'র্‌ছিলেন।"

মথুর ঘটক বলিল, "বটে! বটে! বলেন কি? বাবু নিজমুখে আমার নাম ক'র্‌ছিলেন? নরেন্দ্র বাবুর কটাক্ষপাতে শুষ্কতরু ফলে ফুলে

শোভিত হয়! আর বাবু যখন স্বয়ং আমার নাম ক'র্‌ছিলেন, আমি অধিক দিন বাঁচ্‌ব কি ব'ল্‌চেন, অমর না হই তো তাই আশ্চর্য্য! তবে মদনমোহন চূড়ামণি মহাশয়কে সঙ্গে আন্‌বার জন্য একটু বিলম্ব হ'য়েছে। তা বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি, শাস্ত্রের বচন!"

"চূড়ামণি মহাশয় কই?"

মথুর ঘটক পশ্চাতে চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "তাইত! তিনি তো এইমাত্র আমার সঙ্গে দুয়ারের নিকটে এসেছিলেন। কি জানি, আবার কোথায় গেলেন! একটু অপেক্ষা করুন, দেখে আসি।"

মদনমোহন চূড়ামণি রাস্তার উপর চৌকাটের আড়ালে দাঁড়াইয়াছিলেন। মথুর ঘটক তাঁহার নিকটে গিয়া চুপি চুপি বলিল, "যা ব'লেছিলেম যেন স্মরণ থাকে। এ চুনো পুঁটি নয়, প্রকাণ্ড কাতলা! অনেক দিন পরে জালে প'ড়েছে! দেখ্‌বেন, খুব সাবধানে জাল তুল্‌বেন।"

চূড়ামণি বলিলেন, "তা আমি বিলক্ষণ বুঝেছি! এখনি দেখ্‌তে পাবে।"

মথুর ঘটক মদনমোহন চূড়ামণিকে সঙ্গে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাইচরণ বলিল, "আসৃতে আজ্ঞে হ'ক্। বাবু আপনারই অপেক্ষায় ব'সে আছেন।"

চূড়ামণির বয়স পঞ্চাশ বৎসরের কিছু অধিক হইবে। তাঁহার মস্তকের অগ্রভাগ কেশশূন্য। পশ্চাৎ দিকে বৃহৎ টীকি দোদুল্যমান। টীকির অগ্রভাগে একটি বেলফুল বাঁধা। দীর্ঘ ললাটে তিনটি শ্বেত-চন্দনের রেখা। উভয় পার্শ্বের গণ্ডস্থলের অংশ দন্তহীন মুখগহ্বরে

প্রবিষ্ট। বর্ণ অতি চিক্কণ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। আলকাতরায় সুইট অয়েল মিশাইয়া, আবলুস্ কাষ্ঠে ঘসিয়া, যেন চূড়ামণি মহাশয়ের রং প্রস্তুত হইয়াছে! শরীর অতি দীর্ঘ, প্রায় সাড়ে ছয় ফুট। পাঁজরার ও কণ্ঠের হাড়গুলি যেন কে বার্ণিস করা চামড়ায় ঢাকিয়া দিয়াছে। গলায় চারগাছা তুলসির মালা। পায়ে কটকের জুতা। স্কন্ধদেশে নামাবলি লম্বিত।

নরেন্দ্রবাবু মদনমোহন চূড়ামণির আপাদমস্তক দেখিতে লাগিলেন। চূড়ামণি, রাইচরণ ও মথুর ঘটকের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "বুঝেছি! বুঝেছি! দেবরাজ দেবেন্দ্র, ওঁ বিষ্ণু! নররাজ নরেন্দ্র, আজ মদনের অপূর্ব্ব, অপরূপ, মোহনরূপ দেখে বিস্মিত ও বাক্‌শূন্য হ'য়েছেন দেখ্‌চি! তা এতে আর বিচিত্র কি? যখন মহাদেবের যোগভঙ্গ কর্‌বার জন্য, দেবরাজ ইন্দ্র রতিপতি মদনকে স্মরণ ক'র্‌লেন, মদনের মোহন রূপ দর্শনে প্রীত হ'য়ে, ইন্দ্র মনে মনে ব'লেছিলেন যে, কার্য্যসিদ্ধির আর বিলম্ব নাই। আর আজ নরেন্দ্র-বাবু কলিকালের মদনকে দেখে, বুঝি মনে মনে ভাবচেন, এ দন্তহীন, গাল-তোবড়া, আঁতেকস্তালে পেট, ঘোর কালোবর্ণ ঘটকশালার তো কাজ নয়! হঃ হঃ হঃ—"

রাইচরণ হাস্য করিয়া বলিল, "বিলক্ষণ! চূড়ামণি মহাশয়। আপনি কি নরেন্দ্রবাবুকে এমনই অরসিক মনে করেন? বসুন, বসুন!"

চূড়ামণি নরেন্দ্রবাবুর সম্মুখে বসিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "নরেন্দ্রবাবু! বলি সে কালের মদন, আর কলিকালের মদন, এ উভয়ের অনেক প্রভেদ! সে মদন পুষ্পধনুতে চূতাঙ্কুরের বাণযোজনা ক'রে,

হরপার্ব্বতীর মিলন সংঘটন ক'র্‌তে গিয়ে—শেষে হরকোপানলে ভস্ম হ'য়েছিলেন। আর এ কলিকালের মদন রসনা-ধনুতে বাক্য-বাণ যোজনা ক'রে, অন্নপূর্ণার সঙ্গে নরেন্দ্রের সম্মিলন সিদ্ধ করার জন্য হরমোহন দত্তের নিকটে গমন ক'র্‌চেন। সে কালের মদনের হরকোপানলে ভস্মীভূত দেহ হ'তে এ কলিকালের মদনের উৎপত্তি হ'য়েছে। এ ঘোরকৃষ্ণ অঙ্গারবৎ দেহ তো আর ভস্ম হবার নয়! দেখুন, যাবামাত্র কার্য্যসিদ্ধি হয় কি না! ঐ যে কালিদাস লিখেছেন যে, যখন দেবেন্দ্র মদনকে স্মরণ ক'র্‌লেন, মদন কি প্রকারে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হ'লেন?

> অথ স ললিতযোষিদ্‌ভ্রূলতাচারুশৃঙ্গং
> রতিবলয়পদাঙ্কে চাপমাসজ্য কণ্ঠে।
> সহচরমধুহস্তন্যস্তচূতাঙ্কুরাস্ত্রঃ
> শতমখমুপতস্থে প্রাঞ্জলিঃ পুষ্পধন্বা॥

আর নরেন্দ্র বাবু যখন কলিকালের মদনকে অন্নপূর্ণার সঙ্গে মিলন সংঘটনের জন্য স্মরণ ক'র্‌লেন, [illegible]হাবড়া, কৃষ্ণবর্ণ মদন কি প্রকারে তাঁর নিকটে উপস্থিত হ'ল?

> (অথ স) দন্তহীন মুখমধ্যে নীত্বা রসনা-ধনুঃ
> গৃহিণী-সম্মার্জ্জনীবিদ্ধে নামাবলিঞ্চ স্কন্ধে।
> শিষ্যমধুরনিক্ষিপ্তং ধৃত্বা জালমমোঘং
> নরেন্দ্রমুপতস্থে ধূর্ত্তঃ বচনায়ুধঃ॥

মথুর ভায়া! শ্লোকটা প্রণিধান ক'র্‌লে কি? হঃ হঃ হঃ।"

মথুর ঘটক বলিল, "এখন নরেন্দ্র বাবুর ইচ্ছা যে, যাতে অবিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি হয়, কলির মদনকে তাই ক'র্‌তে হ'চ্চে।"

নরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "এই হরমোহন দত্ত বড় সহজ লোক মনে ক'র্‌বেন না। এই দুই বৎসর কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানের অনেক ঘটক তার নিকটে যাতায়াত ক'রেছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই কিছু ক'র্‌তে পা'র্‌লে না।"

মদন ঘটক হাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনার সে জন্য কোন চিন্তা নাই। আমি মথুর ভায়ার নিকট সমস্ত শুনেছি। একটা পাড়াগেঁয়ে জমীদারকে বশীভূত ক'র্‌ব, এ আবার কি একটা কঠিন ব্যাপার? যদি এক মাসের মধ্যে কার্য্যসিদ্ধ ক'র্‌তে না পারি, তবে এ ব্যবসা পরিত্যাগ ক'র্‌ব। আজ কার্ত্তিক মাসের সাতই।—মথুর ভায়া! পাঁজিখানা এক-বার খুলে দেখ দিকি, অগ্রহায়ণ মাসের কোন্ তারিখে বিবাহের উৎকৃষ্ট দিন আছে।"

"পাঁজি দেখা আছে। ৯ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার উত্তম দিন।"

মদন ঘটক বলিলেন, "তবে এই ৯ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার অন্নপূর্ণার সঙ্গে নরেন্দ্রবাবুর মাল্যবিনিময়বিধি মহাসমারোহে সম্পন্ন হবে। যদি না হয়, মদনমোহন আর লোকালয়ে মুখ দেখাবে না। তৃতীয়পক্ষের রতির নিকট হ'তে গললগ্নবস্ত্রে বিদায় গ্রহণ ক'রে বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন ক'র্‌বে। আমি কালই বিল্বগ্রামে উপস্থিত হব।"

নরেন্দ্র বলিলেন, "পরিচয় সম্বন্ধে কথাগুলো সমস্ত অবগত হ'য়েছেন কি?"

মদন ঘটক বলিলেন, "আপনার প্রকৃত পরিচয় গোপন ক'র্‌তে হবে, এই না? তা এর জন্য আপনি চিন্তিত হ'চ্চেন? আপনার নাম তো নরেন্দ্র বাবু নয়, পশুপতি বাবু! আপনার পিতার নাম ৺রামসর্ব্বস্ব বসু, আপনার নিবাস মুর্শিদাবাদ। আর যা যা পরিচয় আবশ্যক হবে, আমি সমস্ত আপনাকে লিখে দিব। আর কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় ক'র্‌লেই, কাল থেকে এই কলিকাতার দুই শত লোকের মুখে শুন্‌তে পাবেন, আপনার নাম পশুপতি বাবু, আপনি রামসর্ব্বস্ব বসু মহাশয়ের একমাত্র পুত্র ও তাঁর অতুল সম্পত্তির অধিকারী ইত্যাদি ইত্যাদি।—তবে, মথুর ভায়া! এখন চল, আর বিলম্ব না ক'রে কার্য্যসিদ্ধির উদ্যোগে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।"

মথু। কই রতির অনুমতির কথা কি ব'ল্‌ছিলেন, তা বাবুকে এখনও বলা হয় নাই।

মদ। হাঁ হাঁ! বেশ কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। সাধু! সাধু মথুরনাথ! আমি এমন প্রয়োজনীয় কথাটা একেবারে বিস্মৃত হ'য়েছিলেম।

রাই। কথাটা কি বলুন না?

মদ। কথাটা আর কিছুই নয়, কালতো বিল্বগ্রামে উপস্থিত হব, বাবুর নিকট প্রতিশ্রুত হ'য়েছি। সে বিষয়ে কোন দ্বিধা নাই। তবে কি না মথুর ভায়া যা ব'ল্‌ছিলেন, গৃহিণীর, অর্থাৎ মদনের তৃতীয় পক্ষের রতির অনুমতির অপেক্ষা।

রাই। মদনের যা ইচ্ছা, তাতে কি আর রতির অনিচ্ছা হ'তে পারে?

মদ। এই কলিযুগের, বিশেষতঃ তৃতীয়পক্ষের রতি যে কি বিভীষিকা, তা বোধ হয় আপনি জানেন না। তবে শুনুন, সংক্ষেপে আপনাকে বলি। অনেক দিন হ'তে এই বিড়ালনয়না, বিকটদশনা, তীব্ররসনা, মদনবধূর ইচ্ছা ছিল যে, বিগত দুর্গোৎসবের ষষ্টির দিন সোণার গোট পরিধান ক'র্‌বেন। কিন্তু যথার্থ কথা ব'ল্‌তে কি, আজ তিন মাস মথুর ভায়ার সঙ্গে কয়েক স্থানে জাল ফেলা গেল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, রুই-কাতলা দূরে থাকুক, চুনো-পুঁটিও জালে প'ড়্‌ল না। সুতরাং সপ্তমী পূজার দিন থেকে মদনের রতি ভীষণ চামুণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ ক'র্‌লেন। পূজার তিনটে দিন তো কোন ক্রমে বাক্যবাণ হৃদয়ে ধারণ ক'রে, সম্মার্জ্জনী-চিহ্ন নামাবলির ভিতর লুকায়িত রেখে, কাটিয়ে দিলেম। বিজয়া-দশমীর দিন বাটীতে এসে দেখি, চারিদিক শূন্য, অন্ধকার! রতির শয়নগৃহের দ্বারদেশে প্রকাণ্ড পিতলের তালা লম্বিত! কোথায় বা সে সম্মার্জ্জনীধারিণী, চামুণ্ডারূপিণী গৃহলক্ষ্মী— কোথায় বা তাঁর সে তীব্ররসনানিঃসৃত, মদনের মনোমোহন ঝঙ্কার-ধ্বনি? অবশেষে প্রতিবেশীদিগের নিকট এ রহস্য অনুসন্ধান ক'রে জা'ন্‌তে পার্‌লেম যে, রজনীতিমিরাবগুণ্ঠিতা রতি প্রিয়সহচরী রামমণির করপুট ধারণ ক'রে, কাঁসারিপাড়ার গলিতে খাবরা-রাশিশোভিত পিত্রালয়ে প্রবেশ করেচেন। সেই দিন থেকে রতিশূন্য মদন মণিহারা ফণীর মত ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌ছিল, এমন সময়ে মথুরভায়া উপস্থিত হ'য়ে, বিল্বগ্রাম, হরমোহন, অন্নপূর্ণা ও নরেন্দ্র বাবু প্রভৃতির আদ্যোপান্ত বিবরণ সমস্ত ব'ল্‌লেন ও মদনের বিরহ-সন্তাপ নিবারণ কর্‌বার উপায় দেখিয়ে দিলেন।—মথুর ভায়া!

তুমি যে আমাকে পরিহাস ক'রে ব'লেছিলে, এবার রতির নিতম্বতলে সোণার গোট ঝুলবে: তা কেবল সোণার গোট কেন, মণিমুক্তাময় চন্দ্রহার ঝুল্‌বে! এখন নরেন্দ্রবাবুর দর্শনলাভ ক'রে বুঝ্‌লেম যে, তা পরিহাস নয়, সত্য! আর তা নাই বা হ'ল? আজ যে সাক্ষাৎ মহেন্দ্রসদৃশ রূপ গুণ ও লক্ষ্মীশ্রীসম্পন্ন নরেন্দ্রবাবুর দর্শনলাভ হ'ল, এই পরম লাভ! ঐ যে মহাকবি লিখেছেন—'যাজ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।'—হঃ হঃ হঃ!"

মথুর ঘটক নরেন্দ্রবাবুকে ইঙ্গিত করিলেন। নরেন্দ্র বাবু একটু মৃদু হাস্য করিয়া, সম্মুখবর্ত্তী বাক্স হইতে একমুষ্টি স্বর্ণমুদ্রা লইয়া, মদনমোহন চূড়ামণির পায়ের নিকট রাখিয়া দিয়া বলিলেন, "চূড়ামণি মহাশয়! কার্য্য সম্পন্ন ক'র্‌তে পা'র্‌লে, এর চতুর্গুণ পুরস্কার পাবেন।"

চূড়ামণি মহাশয়ের মুখমণ্ডলে বিস্ময়চিহ্ন প্রকটিত হইল। তিনি এত স্বর্ণমুদ্রা একত্র কখনও দেখেন নাই! কিন্তু মুহূর্ত্ত-মধ্যে সে বিস্ময় আনন্দে পরিণত হইল। তিনি চাকচিক্যময় স্বর্ণমুদ্রাসমষ্টি পুনঃ পুনঃ সপ্রেম দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া, স্কন্ধদেশ হইতে নামাবলি লইয়া, অতি সাবধানে, নানা মুখভঙ্গী সহকারে, নামাবলিতে স্বর্ণমুদ্রা বাঁধিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিল্বগ্রামে হরমোহন দত্তের বৈঠকখানায় মদনমোহন চূড়ামণির সঙ্গে তাঁহার কথোপকথন হইতেছিল। মদনমোহন বলিতেছিলেন, "সে বিষয় আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ধনে মানে, কুলে শীলে ও রূপে গুণে, মুর্শিদাবাদের স্বর্গীয় রামসর্ব্বস্ব বসুর পুত্র পশুপতিবাবুর মত যে দ্বিতীয় পাত্র পাওয়া অসম্ভব, তা আপনি সামান্য অনুসন্ধান ক'র্‌লেই জান্‌তে পার্‌বেন। আপনার পবিত্র বংশের সঙ্গে রামসর্ব্বস্ব বসুর বংশের সম্মিলনে ধরাধামে গঙ্গাযমুনার পুনঃসঙ্গম হবে।"

হর কোষ্ঠীপত্র সম্বন্ধে আপনাকে যা ব'লেছিলেম, তা কি আপনার স্মরণ আছে?

মদ। অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বেন! আমি এতক্ষণ বিস্মৃত হ'য়েছিলেম। গত রাত্রে আমি অতি যত্নে বরকন্যার কোষ্ঠীপত্র দুখানি পর্য্যবেক্ষণ ক'রে দেখেছি। এমন রাজযোটক আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

হর। তবে কি আপনি বলেন, এক বৎসরের মধ্যে বিবাহ হ'লে, কোন প্রকার অশুভ সংঘটনের আশঙ্কা নাই?

মদ। কিছুমাত্র নহে। আপনি ইচ্ছা ক'র্‌লে অগ্রহায়ণ মাসের প্রারম্ভেই বিবাহ দিতে পারেন। ইহাতে কিছুমাত্র আপত্তি হবার সম্ভাবনা নাই।

হর। এ বিষয়ে আপনার কিছুমাত্র সংশয় নাই?

মদ। তিলমাত্র নহে।

হর। জ্যোতিষ শাস্ত্রে আপনার কতদূর অভিজ্ঞতা, তা আমি জানি না। কিন্তু এ বিষয়ে আমি একপ্রকার স্থিরসঙ্কল্প হ'য়েছি যে, এক বৎসরের মধ্যে আমার কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে।

মদ। তার কারণ কি, আমাকে অনুগ্রহ ক'রে ব'ল্‌বেন কি? বিলম্ব হ'লে পাত্র হাতছাড়া হবার সম্ভাবনা। আর এ পাত্র হাতছাড়া হ'লে যে এমন সর্ব্বগুণান্বিত দ্বিতীয় পাত্র আর পাওয়া যাবে না, তা আমি গঙ্গাজলস্পর্শ ক'রে শপথ ক'রতে পারি।

হর। আমার কুলপুরোহিত, পণ্ডিতপ্রবর তারানাথ তর্কবাগীশের মত সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রায় দুই বৎসর হ'ল, তিনি এই বালিকার কোষ্ঠীপত্র দেখে ব'লেছিলেন, তিন বৎসরের মধ্যে তার বিবাহ হ'লে, বিষম অনর্থপাতের সম্ভাবনা। আমার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, অতি অল্প দিনের মধ্যেই কন্যার বিবাহ সম্পন্ন করি; কিন্তু তর্কবাগীশ-মহাশয়ের আদেশমত তিন বৎসরের জন্য বিবাহের সকল উদ্যোগ পরিত্যাগ ক'র্‌তে হ'য়েছে।

মদ। দত্ত মহাশয়! আপনি মহামহিমান্বিত, রাজাধিরাজতুল্য, মহাপুরুষ। আপনি প্রতাপে ইন্দ্র, ঐশ্বর্য্যে কুবের, বুদ্ধিমত্তায় বৃহস্পতি। আমার মত অপদার্থ জীব আপনার পশুশালার উপযুক্ত! ধৃষ্টতা ক্ষমা ক'র্‌বেন, আপনি যে বৃথা বাগাড়ম্বরে প্রতারিত হ'য়েছেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। যিনি আপনাকে এ বিবাহের উদ্যোগ হ'তে নিবৃত্ত ক'রেছেন, তিনি আপনার মিত্র নহেন, পরম শত্রু।

ধূর্ত্ত মদন ঘটকের মানবচরিত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সে হরমোহন দত্তের চরিত্র এখনও ভালরূপ বুঝিতে পারে নাই। সে জানিত না যে, তিনি মিথ্যা কথা ও তোষামোদ অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। অন্যান্য ধনাঢ্য জমীদারের ন্যায় তিনি চাটুকারবর্গে পরিবৃত হইয়া, তাহাদের স্তুতিবাদে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেন না। হরমোহন দত্ত পরুষ বচনে উত্তর করিলেন, "ঘটকরাজ! ক্ষান্ত হউন। তর্কবাগীশ মহাশয় আমার পরম সুহৃৎ! তিনি প্রতারণা কা'কে বলে, জানেন না।"

মদ। তা সত্য, কিন্তু "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ! তর্কবাগীশ মহাশয়েরও তো ভ্রম হওয়া সম্ভব। আমিও বাল্যকাল থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত এই কাজ ক'রে আস্‌চি। সুতরাং তর্কবাগীশ মহাশয়ের মত যে অভ্রান্ত, তা আমি কি প্রকারে স্বীকার করি? তবে আপনাকে এইমাত্র ব'ল্‌তে পারি, আমার কথা যদি সত্য না হয়, তবে আপনার সাক্ষাতে এই নামাবলি, তুলসীর মালা, এমন কি যজ্ঞোপবীত পর্য্যন্ত, নদীর জলে নিক্ষেপ ক'রে, লোকালয় পরিত্যাগ ক'র্‌ব। আপনি হুকুম ক'র্‌বেন, যেন মদন ঘটকের মস্তক মুণ্ডন ক'রে, তার উপর যত ইচ্ছা তত ঘোল ঢেলে, তাকে গাধার উপর বসিয়ে দিয়ে, বিল্বগ্রামের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করান হয়। কলিকাতায় তো তর্কবাগীশ মহাশয়ের চেয়ে বড় বড় পণ্ডিত আছেন, আপনি তাঁদের মধ্যে কাহারও নিকট এই কোষ্ঠীপত্র পাঠিয়ে দিন।

হর। তর্কবাগীশ মহাশয়ের অপেক্ষা বড় পণ্ডিত যে কলিকাতা শহরেও কেহ আছেন, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। তবে

নবদ্বীপের রামমোহন ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হউন, সমকক্ষ হ'তে পারেন।"

মদনমোহনের মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইল। কিন্তু তখনি সে ভাব সম্বরণ করিয়া বলিল, "উত্তম কথা। নবদ্বীপের রামমোহন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট এই কোষ্ঠীপত্র পাঠিয়ে দিন। বুঝ্‌তে পার্‌বেন, মদন ঘটকের কথা সত্য কি না!"

হর। তবে আমার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী গণপতি মুখোপাধ্যায়কে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট পাঠিয়ে দিব।

হরমোহন একজন ভৃত্যকে গণপতিকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। ভৃত্য গণপতিকে সঙ্গে লইয়া আসিল। খর্ব্বাকৃতি, স্থূলকায়, লম্বোদর, গণপতি প্রভুর আদেশাপেক্ষায় সম্মুখে দাঁড়াইলেন। হরমোহন বলিলেন, "গণপতি! ইনি কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটক মদনমোহন চূড়ামণি। ইনি মুর্শিদাবাদের একটী সম্ভ্রান্তবংশীয় বালকের সঙ্গে অন্নপূর্ণার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির ক'রেচেন। তোমাকে কল্য প্রাতে ঘটক মহাশয়ের নিকট হ'তে বালকের কোষ্ঠিপত্র ল'য়ে ও অন্নপূর্ণা ও অমরনাথের কোষ্ঠীপত্র আমার নিকট হ'তে ল'য়ে, নবদ্বীপে রামমোহন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট যেতে হবে। আমি নিজহস্তে তাঁকে একখানি পত্র লিখে দিব। তোমাকে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট হ'তে তাঁর স্বহস্তলিখিত ও স্বাক্ষরিক প্রত্যুত্তর ল'য়ে আস্‌তে হবে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সঙ্গে যদিও আমার কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই, তিনি আমাকে চেনেন।"

মদ। বিলক্ষণ! আপনাকে না চেনে, এ ধরাধামে এমন দুর্ভাগ্য কে আছে? দ্বাপরযুগে দাতাকর্ণের নাম শুন্‌লে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ পুঁথি

বগলে ক'রে নৃত্য ক'রৃত আর কলিযুগে হরমোহন দত্তের নাম ক'রে, কলির ব্রাহ্মণেরা সশরীরে স্বর্গে যাবার আকাঙ্ক্ষা করে।

হরমোহন বিরক্তি সহকারে বলিলেন, "তবে আপনি এখন বিশ্রাম করুন। আগামী কল্য আমি গণপতিকে নবদ্বীপে পাঠিয়ে দিব।"

মদ। আর একটী নিবেদন আছে।

হর। অনুমতি করুন।

মদ। এ সকল শুভকার্য্য উপলক্ষে যা কিছু করা হয়, উত্তম দিন দেখে করা আবশ্যক। আগামী কল্য অমাবস্যা। যাত্রা কর্‌বার উত্তম দিন নয়।

হর। কাল না হয়, গণপতি পরশু যাবেন। তাতে ক্ষতি কি?

মদ। পরশু প্রতিপদ, অশ্লেষা নক্ষত্র। আগামী বুধবার উত্তম দিন।

হর। তবে আগামী বুধবার গণপতি নবদ্বীপে যাবেন। সেই দিনেই আর দুই জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে আমার একজন সম্ভ্রান্ত আত্মীয়ের সঙ্গে কলিকাতায় পাঠাব। তাঁরা কয়েক দিন সেখানে থেকে পাত্রের সম্বন্ধে সমস্ত অনুসন্ধান ল'য়ে আস্‌বেন ও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আস্‌বেন আপনি এখন বিশ্রাম করুন।

হরমোহন ঘটককে প্রণাম করিয়া, অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। ঘটকরাজ চারিদিকে চাহিয়া, কেহ কোথাও নাই দেখিয়া, গণপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তবে, মুখুজ্যে মহাশয়! আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হলেম,তা আর কি ব'লৃব!"

মুখুজ্যে মহাশয় একটু বিস্মিত ও একটু অপ্রস্তত হইয়া বলিলেন, "তা—তা—অবশ্য!"

"এখন কথাটা ব'লুচি কি, কর্ত্তা-মহাশয়ের কন্যার যেমন সম্বন্ধ এনেছি, শুনেছেন তো ? পশুপতিবাবুর মত এমন ধনাঢ্য ব্যক্তি আজকাল বাঙ্গালা দেশে নাই ব'লুলেই হয়। এ কাজ সম্পন্ন হ'লে, আপনার যে যথেষ্ট লাভ হবে, এ কথা আমি আপনার নিকট শপথ ক'রে ব'লুতে পারি।"

"কিসের লাভ ?"

"লাভ আর কিসের হ'য়ে থাকে ? জগতের আদিমন্ত্র অর্থ ! সেই অর্থ লাভের কথাই ব'লুচি, আর কি ?"

মদন ঘটক গণপতি মুখোপাধ্যায়ের বৃহৎ উদরের দুই পার্শ্ব দুই হাতে ধরিয়া, হাস্য করিয়া বলিলেন, "এই রকম একটী প্রকাণ্ড হাঁড়ি ভরা টাকা, আপনাকে পশুপতি বাবুর হাত থেকে দেওয়াব ! এখন বুঝ্‌লেন, কিসের লাভ ? হঃ হঃ হঃ"—

গণপতি অধিকতর বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন, "আপনার কথা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। ভগবানের কৃপায়, আমি যে লোকের নিকট চাকরী করি, আমার কিছুরই অভাব নাই। আর আপনার পশুপতি বাবুর প্রদত্ত অর্থ আমি কেনই বা গ্রহণ ক'র্‌ব ? প্রয়োজন হ'লে আমার প্রভুর নিকট হ'তে যথেষ্ট অর্থ পেতে পারি !"

মদন ঘটকের মুখ মলিন হইল। তিনি একজন সামান্যবেতনভোগী কর্ম্মচারীর নিকট হইতে এরূপ উত্তর পাইবেন, স্বপ্নেও কখন কল্পনা করেন নাই। কিন্তু তিনি অপ্রস্তুত হইবার লোক নহেন। তিনি মুখুজ্যে মহাশয়ের পেট ছাড়িয়া হাত ধরিলেন ও হাস্য করিয়া বলিলেন, "সাধু ! সাধু ! হরমোহন দত্ত যেমন মহাপুরুষ, তাঁর কর্ম্মচারিগণও সেইরূপ কি

না, তাই পরীক্ষা কর্‌বার জন্যই এ কথা উত্থাপন ক'রেছিলেম। আপনি যথার্থ ব'লেছেন, হরমোহন দত্তের কুবেরের ভাণ্ডার অক্ষয় থাকুক। আপনার কিসের অভাব? আজ আপনার কথা শুনে ও আপনার নির্লোভ স্বভাব দেখে, বড়ই তুষ্ট হ'লেম। পরমেশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন! তবে কাল প্রভাতে আবার সাক্ষাৎ হবে। নমস্কার।"

গণপতি চলিয়া গেলে, মদনমোহন মনে মনে বলিল, "এখন দেখ্‌ছি, অন্য উপায় অবলম্বন ক'র্‌তে হবে। যা হ'ক, শরীর পতন কিংবা মন্ত্রের সাধন, এই দুয়ের একটা ক'র্‌তেই হবে!"

নবম পরিচ্ছেদ

নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে মদন ও মথুর ঘটকদ্বয়, রাইচরণ ও পাঠকের পূর্ব্বপরিচিত বেহালাধারী, ভিক্ষুকবেশী, গুপ্তচর অনেক্ষণ হইতে কি পরামর্শ করিতেছিল। মদন ঘটক গুপ্তচরকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে নৌকা ক'রে আস্‌বে, ঠিক জান ত ?"

গুপ্তচর বলিল, "আমি ঘাটে নৌকা বাঁধা দেখে তবে এসেছি।"

মদন ঘটক বলিল, "তবে, মথুরভায়া! আর বিলম্ব করা উচিত নয়। আপন আপন স্থানে গিয়ে প্রস্তুত থাকা উচিত। আবশ্যক হ'লে, রামা ময়রার দোকানে আমার সন্ধান পাবে। তুমি আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বস।—রাইচরণ! তুমি তবে বাঁধা ঘাটে ব'সে থাক। মনে আছে তো, নাম গণপতি মুখুজ্যে, নিবাস রাণাঘাট, আর তার আকার প্রকারের যে সকল বিবরণ দিয়েছি, তাকে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে। দেখিও, দাদা! যেন কোন রকম ভুল না হয়। কলিকাতায় তো সকলি ঠিক ক'রে এসেছি। এখন এই কাজটা সুচারুরূপে সম্পন্ন ক'র্‌তে পার্‌লেই; কার্য্যসিদ্ধি হবার আর কোন সন্দেহ নাই।"

রাইচরণ বলিল, "আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকুন। সন্ধ্যার পরে সংবাদ পাবেন।"

মদন ঘটক গুপ্তচরকে সঙ্গে লইয়া, রামা ময়রার দোকানের দিকে চলিলেন। মথুর ঘটক আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেলেন। রাইচরণ

গঙ্গার বাঁধা ঘাটে বসিয়া বিল্বগ্রামের অভিমুখ হইতে নৌকারোহী গণপতি মুখোপাধ্যায়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। একে একে অনেক নৌকা ঘাটে আসিয়া থামিল ও অনেক রকমের লোক নৌকা হইতে নামিল। কিন্তু রাইচরণ তাহাদের মধ্যে কাহারও সঙ্গে মদন ঘটকের বর্ণিত গণপতি মুখোপাধ্যায়ের কিছুমাত্র সাদৃশ্য দেখিতে পাইল না। ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেল। গঙ্গার শ্বেত তরঙ্গরাশির উপর সন্ধ্যাতিমিরের ছায়া পড়িল। রাইচরণ হতাশ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এমন সময়ে হঠাৎ দেখিল, অনেক দূরে একখানি পান্‌শি অতি বেগে ঘাটের দিকে আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে, নৌকা আসিয়া ঘাটের কাছে থামিল। নৌকার ভিতর দুই জন আরোহী বসিয়াছিল। তাহারা নৌকা হইতে নামিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। রাইচরণ তাহাদিগকে দেখিবামাত্র বলিল, "বাস্‌! আর যাবি কোথায়?" রাইচরণ তাড়াতাড়ি গঙ্গার সিঁড়ির উপর বসিয়া, এক গণ্ডূষ গঙ্গাজল লইয়া, চোক বুজাইয়া সন্ধ্যা আহ্নিকে প্রবৃত্ত হইল ও এক একবার বক্রদৃষ্টিতে আগন্তুকদ্বয়কে দেখিতে লাগিল। আগন্তুকদ্বয়ের মধ্যে একজন মাঝিদিগের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া, রাইচরণের নিকটে আসিল। রাইচরণ হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া, গঙ্গাজল ফেলিয়া দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "একি! মুখুজ্যে মশায় নাকি? এখানে কি মনে ক'রে? ভাল আছেন তো? বাটীর সব মঙ্গল?"

গণপতি মনোনিবেশ সহকারে রাইচরণের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "মহাশয়কে—তাইত!"

রাইচরণ বলিল, "সে কি? আমাকে চিন্‌তে পাচ্চেন না নাকি, মুখুজ্যে মহাশয়?"

"ঠিক স্মরণ হ'চ্চে না। কোথাও দেখে থাক্‌ব, কিন্তু"—

রাইচরণ হাস্য করিয়া বলিল, "বড় আশ্চর্য্যের বিষয়! ভাল ক'রে মনে ক'রে দেখুন দিকি! রাণাঘাটে!—এই বার মনে হ'য়েছে?"

"হাঁ! আমার নিবাস রাণাঘাটে, কিন্তু—"

"তবে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিই। রাণাঘাটের অখিল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে চেনেন কি?"

গণপতি বলিলেন, "বিলক্ষণ! অখিল চাড়ুজ্যে তো আমার প্রতিবেশী, অতি নিকট আত্মীয়! তা তাঁর ওখানে আপনার কি প্রকারে যাওয়া হ'য়েছিল?"

রাই। তাই তো ব'লুচি, আপনার বাটীতে কতবার নিমন্ত্রণ খেয়ে এসেছি। তবুও আপনার স্মরণ হ'চ্চে না? তবে বোধ হয়, পরিচয় দিলে বুঝ্‌তে পার্‌বেন। আমি অখিল চাড়ুজ্যে মহাশয়ের জামাতা, আমার নাম রাইচরণ মুখোপাধ্যায়, আমি ৺ ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। পায়ের ধূলা নিতে ভুলে গিয়েছিলেম, ক্ষমা ক'র্‌বেন।

রাইচরণ গললগ্নবস্ত্রে মুখুজ্যে মহাশয়কে প্রণাম করিয়া, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। মুখুজ্যে মহাশয় অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "তা, বাবা! কিছু মনে করিও না। অনেক দিন অবধি রাণাঘাটে যাওয়া আসা নাই। আর এই সন্ধ্যাকাল, বয়সও অনেক হ'য়েছে, চক্ষের আর সে দীপ্তি নাই। তা বেশ, বাপু! তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল! কিছু মনে করিও না, বাপু!"

রাইচরণ বলিল, "তা হ'ক্‌, সে জন্য আপনি কেন অত কথা

ব'ল্‌চেন ? এখন এখানে মহাশয়ের কি জন্য আসা হ'য়েছে, বলুন দিকি ?"

গণ। এখানকার বিখ্যাত পণ্ডিত রামমোহন ন্যায়রত্নের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ ক'র্‌তে হবে। একটি বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর মতামত গ্রহণ কর্‌বার প্রয়োজন হ'য়েছে। তা তুমি জান কি, বাপু! ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাটী এখান থেকে কত দূর ?

রাই। অতি নিকটে। কিন্তু সেখানে পরে আপনাকে সঙ্গে ল'য়ে যাব। এখন চলুন, আমার বাটীতে একবার পায়ের ধূলা দিতে হবে।

গণ। না, বাপু! অইটী আমাকে মাপ ক'র্‌তে হবে। আমাকে কাল প্রত্যুষেই বিল্বগ্রামে ফিরে যেতে হবে। সেখানে নিতান্ত আবশ্যক কাজসকল ফেলে এসেছি। আবার কোন না কোন সময়ে তোমার বাটীতে যাব।

রাই। তা আপনাকে তো আর অধিক অনুরোধ করা ভাল দেখায় না। তবে চলুন, আপনাকে রামমোহন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট সঙ্গে ল'য়ে যাই।

গণ। চল, বাপু! তোমার সঙ্গে সাক্ষাতে বড়ই সুখী হলেম। আমার সঙ্গে অই যে চাকরটী আছে, ও নৌকাতেই থাকুক।

রাই। আজ্ঞে হাঁ। যখন আমি সঙ্গে যাচ্চি, তখন আর অন্য চাকরের আবশ্যক কি ?

রাইচরণ গণপতিকে কিঞ্চিৎ দূরে সঙ্গে লইয়া গিয়া, একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইল। সেখানে বাটীর সম্মুখে একটী বার

বৎসরের বালক দাঁড়াইয়া, দেওয়ালের উপর কয়লা দিয়া গাছ আঁকিতেছিল। রাইচরণ বলিল, "এই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাটী। ওরে মোহনা! ন্যায়রত্ন মহাশয় বাটী আছেন কি?"

মোহনা বলিল, "তিনি এইমাত্র টোল থেকে ফিরে এসেচেন।"

"তিনি কোথায়?"

"দোতালার ঘরে ব'সে আছেন।"

"আর কেহ সেখানে নাই তো? তবে তাঁকে সংবাদ দিয়ে আয়। বল্ যে, বিল্বগ্রাম থেকে গণপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে এসেছেন।"

মোহনা দৌড়িয়া ভিতরে গেল। রাইচরণ বলিল, "এই মোহনা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বড় প্রিয় ভৃত্য। ছোঁড়া ভারি চালাক! তা আপনি ঠিক সময়ে এসেছেন। নির্জ্জনে সকল বিষয়ের পরামর্শ ক'র্‌তে পার্‌বেন।"

মোহনা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "উপরে চলুন।"

"চলুন তবে।—ন্যায়রত্ন মশায় কি ক'র্‌চেন রে?"

"আজ্ঞে! তিনি একমনে ব'সে পুঁথি প'ড়্‌চেন।"

রাইচরণ বলিল, "ন্যায়রত্ন মহাশয় এই বৃদ্ধ বয়সেও দিনরাত অধ্যয়ন করেন। একটু অবকাশ পেলেই অমনি একাকী অই উপরের ঘরটীতে শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'র্‌তে আরম্ভ করেন। এমন পণ্ডিত কিন্তু পৃথিবীতে আর নাই। আসুন! ভিতরে আসুন!"

ন্যায়রত্ন মহাশয় অতি একাগ্রচিত্তে, যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, সম্মুখবর্ত্তী পুঁথির দিকে চাহিয়াছিলেন। রাইচরণ ও গণপতি ভিতরে

প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিকট বসিল,তথাপি যেন তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা নাই। অবশেষে রাইচরণ বলিল, "ন্যায়রত্ন মহাশয়! আপনার অধ্যয়নে বাধা দিতে এলেম, অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বেন।"

ন্যায়রত্ন রাইচরণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "কস্তং? খগেন্দ্র! ওঁ বিষ্ণু! রাইচরণ! আমি এতক্ষণ পৈতগুলির একটা অতি দুরূহ সূত্রের মীমাংসায় প্রবৃত্ত ছিলেম, তাই তোমাকে দেখ্‌তে পাই নাই। তা এ সময়ে কি অভিপ্রায়ে আসা হ'য়েছে?"

"আজ্ঞে, ইনি বিল্বগ্রাম থেকে কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে এসেছেন। এঁর নাম গণপতি মুখোপাধ্যায়, নিবাস রাণাঘাট, আমার পরম আত্মীয়, সম্পর্কে আমার শ্বশুর হন। ইনি—"

ন্যায়রত্ন বলিলেন, "তা এত পরিচয়ের কি আবশ্যক? 'উদার-চরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।' কি নাম ব'ল্‌লে?—ধনমতি?"

গণ। আজ্ঞে, আমার নাম গণপতি মুখোপাধ্যায়। বিল্বগ্রামের জমীদার হরমোহন দত্ত মহাশয় তাঁর কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে আপনার মত জান্‌বার জন্য আমাকে মহাশয়ের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন; তিনি এই তিনখানি কোষ্ঠীপত্র গণনার জন্য দিয়েছেন। আর আপনার যৎসামান্য প্রণামী, এই চারিটি স্বর্ণমুদ্রা, পাঠিয়ে দিয়েছেন।

গণপতি তিনখানি কোষ্ঠীপত্র, একখানি পত্র ও চারিটি মোহর ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সম্মুখে রাখিয়া, বলিতে লাগিলেন, "আর তিনি আমাকে যে সকল বাচনিক উপদেশ দিয়েছেন, তা ক্রমে নিবেদন ক'র্‌চি।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় মোহর চারিটির প্রতি সতৃষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "বটে? বটে? তা এ স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণের কি প্রয়োজন ছিল? হরমোহন দত্ত মহাশয় যে এত দিন পরে আমাকে স্মরণ ক'রেছেন, এতেই আমি পরম আপ্যায়িত হ'লেম।"

যদি গণপতিকে এই সময়ে কেহ প্রকৃত কথা বলিয়া দিত, তিনি বিস্মিত হইয়া দেখিতেন, ধূর্ত্তচতুষ্টয়ের ঘোর প্রতারণাজালে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু কে তাঁহাকে বলিয়া দিবে যে, রাইচরণ যাঁহাকে অদ্বিতীয় পণ্ডিত রামমোহন ন্যায়রত্ন বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, তিনি ধূর্ত্তচূড়ামণি মদন ঘটকের সহচর মথুর ঘটক! যে বাটিতে বসিয়া আছেন, তাহা নবদ্বীপের রামা ময়রার নিকট হইতে এক মাসের জন্য ভাড়া লওয়া হইয়াছে! যে রাইচরণ তাঁহার আত্মীয় অখিল চাড়ুজ্যের জামাতা বলিয়া এইমাত্র তাঁহার পদধূলি লইয়াছিল, সে কলিকাতার আহিরীটোলার একজন বিখ্যাত জুয়াচোর, আপাততঃ নরেন্দ্র বাবুর মোসাহেব! তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যে কেহ কখনও রাণাঘাটের অখিল চট্টোপাধ্যায়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করে নাই! কিন্তু সাধুপ্রকৃতি, সরলস্বভাব গণপতি মুখোপাধ্যায় এ সকলের বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারিলেন না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত রামমোহন ন্যায়রত্ন-নামধারী মথুর ঘটকের সঙ্গে তাঁহার কথোপকথন হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পরদিন সন্ধ্যার পর গণপতি, রামমোহন ন্যায়রত্ন নামধারী মথুর ঘটকের স্বহস্তলিখিত ও স্বাক্ষরিত লিপি লইয়া, হরমোহন দত্তের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। হরমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল কি?"

"নবদ্বীপে পৌঁছিবামাত্রই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'য়েছিল; প্রায় দেড়প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে নানা কথাবার্ত্তা হ'য়েছিল।"

"সে সকল কথা পরে শুন্‌ব। আমার পত্রের প্রত্যুত্তর এনেছ? আর কোষ্ঠীপত্র কয়েকখানি ফিরিয়ে এনেছ তো?"

গণপতি একখানি পত্র ও কোষ্ঠীপত্র তিনখানি তাঁহার হাতে দিলেন। তিনি পত্র উন্মোচন করিয়া পড়িতে লাগিলেন—

মহামহিম অতুলপ্রতাপ শ্রীযুক্ত হরমোহন দত্ত

মহাশয় মহিমার্ণবেষু—

আপনার প্রেরিত কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত গণপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাতে পরম প্রীতি লাভ করিলাম ও আপনি যে এত দিন পরে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, ইহাতে পরম আপ্যায়িত হইলাম। আপনার পত্র ও তাহার সঙ্গে তিনখানি কোষ্ঠীপত্র প্রাপ্ত হইলাম। একখানি আপনার কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দাসীর, অপর দুইখানি শ্রীযুক্ত অমরনাথ বসুর ও শ্রীযুক্ত পশুপতি

বসুর। কোষ্ঠীপত্র কয়েকখানি অতি যত্নের সহিত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম ও তাহাতে লিখিত তিথিনক্ষত্রাদি গণনা করিয়া দেখিলাম। পশুপতিবাবুর সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ সর্ব্বপ্রকারে বাঞ্ছনীয়। এরূপ রাজযোটক দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু অমরনাথ বসুর সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ কোন প্রকারেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। এ বিবাহ সম্পন্ন করিলে, ভবিষ্যতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের বিষম অনর্থ সংঘটিত হইবে। এমন কি, তাহাদের আত্মীয়-স্বজনেরও ঘোর বিপৎপাতের সম্ভাবনা। আর আপনার পত্রপাঠে অবগত হইলাম যে, কোন পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খ ব্যক্তি আপনাকে বলিয়াছে, আর এক বৎসরের মধ্যে শ্রীমতী অন্নপূর্ণার বিবাহ হইলে, অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে। যে ব্যক্তি এরূপ নিতান্ত অমূলক আশঙ্কায় আপনার সরল হৃদয় বিচলিত করিয়াছে, সে ঘোর মূর্খ অথবা কপটচারী পাষণ্ড। হয়তো সে কোন স্বার্থলাভের জন্য আপনাকে প্রতারিত করিয়াছে। আপনি অকারণ আশঙ্কা পরিত্যাগ করিবেন। ইচ্ছা হয়তো আগামী অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ সম্পন্ন করিতে পারেন। আমার যাহা মত, স্পষ্টাক্ষরে লিখিলাম। এখন আপনি যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন করিবেন। আপনার স্বর্গীয় পিতা আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। বলা বাহুল্য, আপনার নিকটেও সেইরূপ আশা করিয়া থাকি। আমি কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য উপলক্ষে আগামী কল্য কিছু দিনের জন্য ৺গয়াধামে যাইতেছি। নতুবা স্বয়ং আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতাম। ইতি

আশীর্ব্বাদক শ্রীরামমোহন শর্ম্মণঃ।

হরমোহন পত্রখানি একবার আদ্যোপান্ত পড়িয়া, আর একবার তাহার প্রত্যেক অক্ষরগুলি নিবিষ্ট চিত্তে, একাগ্র মনে পাঠ করিলেন। একি! পণ্ডিতপ্রবর তারানাথ তর্কবাগীশ, তাঁহার কুলাচার্য্য, তাঁহার আশৈশব প্রিয় সুহৃৎ, তাঁহার সম্পদে প্রিয় সখা, বিপদে পরম বন্ধু, তাঁহার বৈষয়িক সমস্যাকালে সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী, তাঁহার পরলোকের পথপ্রদর্শক, তারানাথ, তাঁহার মিত্র নহেন, শত্রু? স্বার্থলাভের আশায় তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছেন?—অসম্ভব! তবে কি নবদ্বীপের অদ্বিতীয় পণ্ডিত রামমোহন ন্যায়রত্ন মিথ্যাবাদী?—তাহাও অসম্ভব! যে দিন অন্নপূর্ণার বিবাহসম্বন্ধে তারানাথের সঙ্গে তাঁহার প্রথম কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা মনে পড়িল। সেই দিনই তাঁহার মনে সন্দেহ হইয়াছিল, তিনি প্রকৃত কথা গোপন করিতেছেন। তবে ন্যায়রত্নের উপদেশ অগ্রাহ্য করিবেন কেন? তাঁহার উপদেশ মত পশুপতি বসুর সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিবেন। আর অমরনাথ? তিনি অন্নপূর্ণার দীক্ষাদান দিবসে, যখন সেই সুকুমার বালককে দেখিয়াছিলেন, সেই দিন অবধি তাহাকে আপন পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিয়াছিলেন। মনে আশা করিয়াছিলেন, অন্নপূর্ণার সঙ্গে তাহার পরিণয় সম্পন্ন করিয়া নিশ্চিন্ত হৃদয়ে পরলোকে প্রস্থান করিবেন। এমন সুখের সাধ, এমন বিষাদে পরিণত হইবে, তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। একখানি ক্ষুদ্র লিপি তাঁহার সকল আশা নির্ম্মূল করিল! তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ তাঁহার মনে যেন আশার সঞ্চার হইল। নয়ন উন্মীলন করিয়া গণপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই লিপিখানি কি রামমোহন

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিজের হস্তলিখিত? তিনি কি তোমার সাক্ষাতে এই পত্র স্বাক্ষরিত ক'রেছেন?"

গণপতি উত্তর করিলেন "তিনি আমার সাক্ষাতে এই পত্র লিখেছেন ও পত্রের নীচে নিজের নাম স্বাক্ষরিত ক'রেছেন!"

হরমোহন গণপতিকে বলিলেন, "তুমি এখন স্বকার্য্যে যেতে পার। ভৃত্যগণকে ব'লে দিও, আজ কেহ যেন আমার নিকটে না আসে।"

হরমোহনের মস্তক ঘুরিতে লাগিল, সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া আসিল। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, কিয়ৎক্ষণ পার্শ্ববর্ত্তী উপাধান অবলম্বনে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় থাকিয়া, কাতর স্বরে, করযোড়ে বলিলেন, "বিধাতঃ! শেষ জীবনে আমার অদৃষ্টে এই ছিল?"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ক্রমে মদন ঘটকের উপর হরমোহন দত্তের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। তিনি যে সম্ভ্রান্ত আত্মীয় ও দুইজন পুরাতন কর্ম্মচারীকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারাও ফিরিয়া আসিয়া পশুপতি-নামধারী নরেন্দ্রের রূপ গুণ ও বংশমর্য্যাদার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মদন ঘটক পূর্ব্ব হইতেই এ সকল বিষয় ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। অবশেষে ৯ই অগ্রহায়ণ বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হইল। আপাততঃ পশুপতিবাবু কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধুগণ সঙ্গে লইয়া বিল্বগ্রাম হইতে ক্রোশার্দ্ধ দূরে, বাগানবাটীতে অবস্থান করিবেন। বিবাহের দিনে কলিকাতা ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে বহুসংখ্যক বরযাত্রী আসিবেন। মদন ঘটক বরকে সঙ্গে আনিবার জন্য হৃষ্টচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সেই দিন বিল্বগ্রামে চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল যে, আগামী ৯ই অগ্রহায়ণ অন্নপূর্ণার সঙ্গে মুর্শিদাবাদের একজন রাজপুত্রের বিবাহ হইবে। সন্ধ্যার সময় যমুনার ঘাটে অনেক লোক সমবেত হইয়া, বিবাহসম্বন্ধে নানা তর্ক-বিতর্ক করিতেছিল, এমন সময়ে তারানাথ তর্কবাগীশ যমুনাতটে সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করিতে-ছিলেন। সমবেত গ্রামবাসিগণের মধ্যে একজন বলিল, "মিছে

আর বাগ্বিতণ্ডায় কি প্রয়োজন? ঐ তর্কবাগীশ মহাশয় আস্‌চেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে সকল কথা জান্‌তে পারা যাবে।" কৌতূহল-পরবশ গ্রাম্যমণ্ডলী তারানাথের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! বরের নিবাস কি মুর্শিদাবাদ, না কলিকাতা?"

আর একজন বলিল, "ওরে! কলিকাতা নয়, মুর্শিদাবাদ। আমি জানি! তর্কবাগীশ মহাশয়! শুন্‌লেম, বর না কি রাজপুত্র? তা কোন্ রাজার ছেলে?"

অপর একজন বলিল, "আহা! হরিশ খুড়ো! সে কথা তো জান্‌তেই পারা যাবে! এখন অমরনাথের সঙ্গে বিবাহ কেন হ'ল না, সেই কথাটা জিজ্ঞাসা কর না!"

তারানাথ অতি কষ্টে পাশ কাটাইয়া বলিলেন, "আমি, বাপু! এ সকল সংবাদ কিছুই জানি না।"

গ্রামবাসিগণ তারানাথকে ছাড়িয়া দিয়া, নদীতীরে আসিয়া, আবার পূর্ব্বের মত কোলাহল ও তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিল।

ক্রমে বিবাহের যাবতীয় উদ্যোগ আরম্ভ হইতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে মদন ঘটক পশুপতি-নামধারী নরেন্দ্রবাবুকে দলবলসঙ্গে বাগান-বাটীতে লইয়া আসিলেন। নানাস্থান হইতে আত্মীয় ও কুটুম্বগণকে আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। কলিকাতার বাটী হইতে অমরনাথ ও গুরুচরণকে আনিবার জন্য গদাধর নামে একজন পুরাতন ভৃত্যকে পাঠান হইল।

গুরুচরণ পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়াছিল। আজ কয়েক দিন হইল, ধর্ম্মতলার একজন ফিরিঙ্গির ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া, তাহার পায়ে আঘাত লাগিয়াছিল। অমরনাথ তাহার নিকট বসিয়া পড়িতেছিল। এমন সময়ে বিল্বগ্রাম হইতে গদাধর আসিয়া সংবাদ দিল যে, শীঘ্রই তাহাদিগকে বিল্বগ্রামে যাইতে হইবে, কেন না আগামী ৯ই অগ্রহায়ণ অন্নপূর্ণার বিবাহ! গুরুচরণ সানন্দে পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, "কবে? ৯ই অগ্রহায়ণ? এত শীঘ্র অমরের বিবাহ হবে, তা আমরা কিছুতেই জান্‌তে পারি নাই!"

অমর ম্লান মুখে একটু মৃদু হাসি হাসিয়া, বলিল, "আগে কোথায়, কার সঙ্গে বিবাহ হবে, তাই জিজ্ঞাসা কর।"

গুরুচরণ হাসিতে হাসিতে বলিল, "অন্নপূর্ণার বিবাহ অমরনাথ বই আবার কার সঙ্গে হ'তে পারে! কি বল, গদাধর?"

গদাধর পলিত কেশ কণ্ডূয়ন করিয়া, বলিল, "মোরা তো জান্‌তাম, অন্নোপুন্নোর সঙ্গে অমোরের বেয়া আটকবন্দী হ'য়ে গিয়েছে। তা বড় মানুষের ঝে কি মতি-গতি হয়, তা স্বয়ং ভোগবান ক্যাষ্টো বুছে ওঠ্‌তে পারেন না, মোরা কি বোঝ্‌ব? এক দিন কল্‌কাতা থেকে অ্যাকটা কালো কুচ্‌কুচে ঘটক এসে জোট্‌ল। সেই বিট্‌লে বাম্‌নাডা কত্তা-মশায়ের কাণে কাণে কি মন্‌তোর দেলে, মোরা শোন্‌লাম লউই অগ্‌ঘাণে নাকি কোন্ রাজপুত্তুরের সঙ্গে ওন্নোর বেয়া হবে।"

গুরুচরণ পায়ের বেদনা ভুলিয়া গিয়া, লম্ফ দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি ব'ল্‌লি, গদা! অন্নপূর্ণার সঙ্গে অমরের বিবাহ হবে না? তুই পাগল হ'য়েছিস্ না কি?"

অমর বলিল, "ও পাগল হয়নি, তুমিই পাগল হ'য়েছ। চুপ ক'রে খাটের উপর ব'সে থাক। নহিলে পায়ের বেদনা আরও বাড়্‌বে। বুঝ্‌তে পার্‌চ না, গুরোদাদা! গদা যা ব'ল্‌চে, সমস্ত সত্য। কর্ত্তাবাবু বড় মানুষ, তাঁর রাজার মত মান সম্ভ্রম ও সম্পত্তি, আর আমি গরীব। আমার সঙ্গে অন্নপূর্ণার বিবাহ যে সম্ভব নয়, তা আমি আগেই জান্‌তেম "

গুরুচরণ সরোষে গদার দিকে চাহিয়া বলিল, "তবে আবার কর্ত্তাবাবু আমাদিগকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছেন কেন? আমরা তো কখনই যাব না!"

অমরনাথ বলিল, "গুরোদাদা! তুমি মিছে রাগ ক'র্‌চ। কর্ত্তাবাবু যে দয়া ক'রে আমাদিগকে ডাক্‌তে পাঠিয়েচেন, এই তাঁর যথেষ্ট অনুগ্রহ। তিনি আমাদিগকে প্রতিপালন ক'রেচেন; নিজের বাটীতে রেখে আমাদিগকে, কত খরচ-পত্র ক'রে লেখা-পড়া শিখাচ্চেন। দেখ দিকি, আমাদের উপর তাঁর কত দয়া? আমরা কি এ জন্মে এ সকল ঋণ পরিশোধ ক'রতে পার্‌ব? তবে, তাঁর মেয়ের বিবাহ, তিনি যা ভাল বিবেচনা ক'র্‌বেন, তাই তো ক'র্‌বেন? এতে, দাদা! আমাদের কথা কহিবার কি অধিকার আছে?"

গুরুচরণ বলিল, "তা সত্য। কিন্তু, ভাই! আমি এ বিবাহে কোন মতেই যেতে পার্‌ব না। তোমার যেতে ইচ্ছা হয়, তুমি একলা যাও।"

অমরনাথ বলিল, "একটু ভেবে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে, আমাদের না যাওয়া কত দোষের কথা! কর্ত্তা-মহাশয়ের নিকট অকৃতজ্ঞ হতে হবে। আর হয় তো অন্নপূর্ণারও মনে কত ক্লেশ হবে!"

গুরুচরণ অমরের হাত ধরিয়া বলিল, "ভাই! সত্য ক'রে বল দেখি, তোমার মনে দুঃখ হ'চ্চে না? এমন রূপে গুণে লক্ষ্মী সরস্বতী অন্নপূর্ণা এত দিন পরে তোমার না হ'য়ে, আর একজনের হ'চ্চে, এতে তোমার মনে ক্লেশ হ'চ্চে না?"

অম। এ পৃথিবীর সুখ ও ঐশ্বর্য্য কি সকলের ভাগ্যে ঘটে? তর্কবাগীশ মহাশয় শিক্ষাদান কালে আমাকে ব'ল্‌তেন—'মরীচিকাময় সংসার-মরুভূমি তোমার সম্মুখে। কত বিষাদ, কত বিপদকে আলিঙ্গন ক'র্‌তে হবে, কত আশা, কত সুখের সাধ হ'তে বঞ্চিত হ'তে হবে, কত সাধের ধন, কত হৃদয়ের সামগ্রী, পরিত্যাগ ক'র্‌তে হবে, তার কি সংখ্যা আছে?' তিনি আমাকে ব'ল্‌তেন—'মনুষ্যজীবন হর্ষ ও বিষাদের অবিরাম সংগ্রামের রঙ্গভূমি। সেই সংগ্রামে হৃদয়কে অবিচলিত রাখ্‌বার জন্য প্রস্তুত হও।'

গুরু। ভাই! ধন্য তোমার শিক্ষা!—গদাধর! তুমি সেই কালো কুচ্‌কুচে ঘটক বামুনটাকে, যে কর্ত্তাবাবুর কাণে মন্ত্রণা দিয়েছিল, আমাকে চিনিয়ে দিতে পার্‌বে তো?

গদা। মুই আর সে বিট্‌লে বাম্‌নডাকে চিনি না? মুইতো এখানে আস্‌বার আগে বাম্‌নাকে চেনিরপানা আর জলখাবার খেব্‌য়ে এলাম! বাম্‌না মোরে বল্‌লে, 'গদাধর! তুমি গাছ থেকে গোটাকতক ডাব নার্‌কেল পেড়ে মোরে খাওয়াতে পার্‌বে?' মুই বল্‌লাম, 'ঠাউর! মোর হেঁটোতে কি আর জোর আছে যে, মুই গাছে ওঠবো? মনে মনে বল্‌লাম ঝে, মোর হেঁটোতে ঝদি জোর থাক্‌ত, মুই বাম্‌নার বুকে হেঁটো দিয়ে তাকে নিতাই বদ্দির দশমূল পাঁচন খেব্‌য়ে দেতাম!

গুরু। সে ঘটকটা এখন থেকেই বিল্বগ্রামে বাস ক'র্‌চে নাকি?

গদা। এজ্ঞে, আজ তিন দিন থেকে তারা বরকে সঙ্গে নিয়ে এসে বাগানবাড়ীতে বাসা বেঁধে র'য়েচেন।

গুরু। তবে বরও এর মধ্যে এসেছে? বরকে কেমন দেখ্‌লে বল দিকি?

গদা। সকল লোকে বল্‌চে, বর কোন্ গাঁয়ের, কি জানি, মুকসিধে-বাদ না কোন্ গাঁয়ের রাজপুত্তুর। মোর তো আন্‌জাদ যে সে রাজ-পুত্তুর কখনই না। রাজপুত্তুর কি অমন ক'রে গাঁজা টানে গা? মুই সে দিন স্বকর্ণে দ্যাখ্‌লাম, বর সেই কালো কুচ্‌কুচে বাম্‌নাডার সঙ্গে গাচের আড়ালে দেঁড়্‌য়ে গাঁজা টান্‌চেন!

গুরু। শুন্‌লে, অমর! বরের গুণ শুন্‌লে? সে যা হ'ক্ যদি নিতান্তই আমাদিগকে যেতে হয়, আজ আর নয়, কাল সন্ধ্যার সময় এখান থেকে রওনা হব। কিন্তু, ভাই! বিল্বগ্রামে গিয়ে, সেই কালো ঘটকটার সঙ্গে ভাল রকম বোঝা-পড়া ক'র্‌তে হবে।

অম। শুভ উৎসবের সময় সেখানে গিয়ে যেন কোন গোলমাল বাধিও না। কর্ত্তাবাবু কি মনে ক'র্‌বেন বল দিকি?

অমরনাথ একটু নীরবে চিন্তা করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "বিবাহ হ'য়ে যাক, তার পর যা হয় করিও।"

গুরুচরণ বলিল, "দেখা যাবে, কি হয়? এ বিবাহ যে হবে, তারই বা ঠিক কি?"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অন্নপূর্ণার বিবাহের দিন এত নিকটে, বাহিরে এত কোলাহল, এত আড়ম্বর, কিন্তু বিল্বগ্রামে কাহারও মনে স্ফূর্ত্তি নাই। বিবাহ না হইলেই নয়, তাই যেন অগত্যা সকলকে এ বিবাহে যোগ দিতে হইবে। বিশেষতঃ হরমোহন দত্তের অন্তঃপুর মধ্যে দেখিলে বোধ হয়, যেন কোন ভীষণ শোক-সংবাদে সকলে ব্যথিত ও মর্ম্মাহত। বিবাহের দিন স্থির হওয়া অবধি অন্নপূর্ণার মুখে আর সে হাসি নাই, সে বালিকা-সুলভ চপলতা নাই। বয়স্যাগণের সঙ্গে আর সে ভাল করিয়া কথা কহে না। পালিত হরিণ-শিশুকে আর তেমন করিয়া সাদরে গলা ধরিয়া ফুলের হার পরায় না। পিঞ্জরবদ্ধা শারিকাকে আর তেমন করিয়া রাধাকৃষ্ণের গীত শিখায় না। সর্ব্বদা একাকিনী থাকিতে ভালবাসে। বামুনপিশির সঙ্গে তাহার কত কথা হইত, "রূপকথা" শুনিবার জন্য কত আব্‌দার করিত, এখন না ডাকিলে, আর তাঁহার নিকটে যায় না!

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুশীলা, শৈল ও সরলা অন্নপূর্ণার নিকটে আসিয়া বসিল। অনেকক্ষণ বালিকাগণ বসিয়া রহিল। কে কোন্ কথা বলিবে, যেন কেহই ঠিক করিতে পারিল না। অবশেষে শৈল বলিল, "সুশীলা! কর্ত্তাবাবুর শেষে এমন মত কেন হ'ল, ভাই?"

সরলা। অমর কি অপরাধ ক'রেছে, তাত বুঝ্‌তে পারলেম না।

শৈল। তা, সরলা! তুমি কেন একটা কাজ কর না! তুমি তর্কবাগীশ মহাশয়কে ভাল ক'রে বল। তিনি কর্ত্তাবাবুকে বুঝিয়ে দিন, অমরের সঙ্গেই বিয়ে হ'ক্। এখনও গায়ে-হলুদ হয় নি। তিনি খুব ক'রে ধ'রলে, কর্ত্তাবাবু তাঁর উপরোধ ছাড়াতে পারবেন না।

সুশী। ঠিক কথা ব'লেছ, ভাই! তর্কবাগীশ মশায়ের কথা কর্ত্তাবাবু কখনই অবহেলা ক'রবেন না। বাঁচা যায়, ভাই! যদি এই মিন্‌সের সঙ্গে অন্নুর বিয়ে না হ'য়ে, অমরের সঙ্গে হয়, আমি সপাঁচ আনার সিন্নি দিই।

সর। আমি কি আর বাবাকে ব'লতে বাকী রেখেছি। তিনি বলেন, এখন পর্য্যন্তও কর্ত্তাবাবু তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই।

শৈল। সে কি কথা? কর্ত্তাবাবু নাকি তাঁর মত না নিয়ে কোন কাজ করেন!

সর। তবে এক কাজ করা যাক্ এস, ভাই! চল আমরা সকলে মিলে কর্ত্তাবাবুর কাছে খুব কান্নাকাটি করি।

অন্নপূর্ণা এতক্ষণ কোন কথা না বলিয়া, নীরবে বসিয়াছিল। হঠাৎ তাহার মুখ ফুটিল। সে বলিল, "তোমরা, ভাই! কিসের জন্য এত ভাবনা ক'রচ, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারচি না! বাবা নিজে আমার বিয়ে ঠিক ক'রেচেন, তাতে আবার ভাবনার কথা কি আছে? আমরা কি তাঁর চেয়েও বেশী বুঝি? এ পৃথিবীতে তাঁর চেয়েও কি কেহ আমাকে ভালবাসে? তিনি আমার জন্য যা ক'রচেন, তাতে কি আর আমার ভাল বই মন্দ হ'তে পারে?"

সরলা বলিল, "তা আমরা জানি, কিন্তু আমরা সকলে মিলে তাঁর কাছে খুব কান্নাকাটি ক'র্‌লে, তিনি যদি অমরের সঙ্গে তোমার বিয়ে দ্যান"—

অন্ন। ছি ভাই, সরলা! অমন কাজ ক'র্‌তে আছে? বাবার মনে যে কষ্ট হবে! এই তো সুশীলার বিয়ে হ'য়েছে। ওকি বিয়ের আগে ওর বাপের কাছে গিয়ে আব্‌দার ক'রেছিল? আর, সরলা! তোমারও তো বিয়ের সব ঠিক হ'য়েছে, এই মাঘ মাসে হবে। তা তুমি কি তোমার বাপের কাছে গিয়ে ব'ল্‌তে পার 'ও বর নয়, আর এক বরের সঙ্গে আমার বিয়ে দাও?'

শৈল। তোমাকে তো আর আমাদের সঙ্গে যেতে হবে না! সে কথা আমরা বুঝ্‌ব।

অন্ন। বাবা কি আর বুঝ্‌তে পারেন না, কিসে আমার ভাল আর কিসে আমার মন্দ হবে? তিনি কি তোমাদের কথা শুনে, তাঁর মতে যা ভাল, তা না ক'রে, অন্য রকম ক'র্‌বেন? ভাই, শৈল! বল দেখি, আমার বাবার মত কোন্ বড়মানুষ বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্? আমার বাবার মত এ পৃথিবীতে মনুষ্যদেহে দেবতা, আর কি কেহ কোথাও দেখেছে? আমার বাবা আমাকে যত ভালবাসেন, কার বাপ মেয়েকে তার চেয়ে অধিক ভালবাস্‌তে পারে? আমি অতি শৈশব কালে মাকে হারিয়েছিলেম, কিন্তু আমার বাবার কাছে থেকে, এক দিনের জন্যও মনে হয় নাই যে, আমার মা নাই। তিনিই আমার মা, তিনিই আমার বাবা, তিনিই আমার দেবতা। তোমরা যদি তাঁর নিকট গিয়ে, এ সকল কথা বল, আর তাঁর মনে তিলমাত্র ক্লেশ হয়,

আমার কি জীবন থাকৃতে সে দুঃখ যাবে? ভাই! তোমরা সকলে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, আমার বাবা দীর্ঘজীবী হ'য়ে মনের সুখে থাকুন, তা হ'লে আর আমার কিসের দুঃখ? কিসের বিপদ?

এই সময়ে শশীচাকরাণী দ্রুতগতিতে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "বামুনপিশিমা কোথায় তোমরা ব'লৃতে পার কি গা? ছি! ছি! এমন জানৃলে কোন্ শালী যেত?—বলি ওগো বামুনপিশিমা! আর এখন উত্তর দিচ্চ না যে?"

শৈল বলিল, "কিগো শশীমুখি! আজ যে একেবারে রাগে গর্গর্ ক'রৃচ?"

বামুনপিশি ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "কিরে শশী! আমাকে কেন ডাকৃছিলি?"

শশী বলিল, "কেন ডাকৃচি, তা আবার জিজ্ঞাসা ক'রৃচ? তুমি বুঝি আর আমাকে বই অন্য লোক পাও নি? তাই বুঝি আমাকেই পাঠিয়েছিলে? আগে এমন জানৃলে, আমি তোমার কথা শুনৃতুম? ছি! ছি!"

বামু। তুই কি ব'লৃচিস, আমি যে কিছুই বুঝ্তে পারৃচি না?

শশী। তা এখন বুঝ্বে কেন? তুমি না পাঠালে তো আর আমি যেতুম না! ওমা! কি লজ্জার কথা! হাঁসিও পায়, আবার কান্না আসে!

শৈল। মর্ পোড়ারমুখি! কি হ'য়েছে তাই বল্না! শুধু শুধু ঝগড়া ক'রৃতে ব'সৃলি কেন? কি হ'য়েছে? কোথায় গিয়েছিলি?

শশী। বর দেখ্তে! আর কোথায়? বামুনপিশিমা আমাকে ব'লৃলেন, "বাগান বাড়ীতে অন্নুর বর এসেছে, তুই লুকিয়ে গিয়ে দেখে

আয় না, কেমন বর!—ওমা! আমি কি আগে জানতুম? আমি মনে ক'রেছিলুম, রাজপুত্তুর, কেমন সুন্দর বর, কেমন সোনার মত রং, গোল-গোল গড়ন, অমরের মত কোঁকড়ান কালো কালো চুল, মুক্তোর মত দাঁত! দেখে কত আহ্লাদ হবে এখন! ওমা! কোথায় যাব? বর দেখে যেন আকাশ থেকে আছাড় খেয়ে পড়্লুম!

শৈল। কি রকম বর দেখ্লি, তাই বল্‌না?

শশী। ইচ্ছে হয় তো তুমিই গিয়ে দেখে এস না! আমাকে কেন জিজ্ঞাসা ক'রচ?—ওমা! কি বর গো! ধেড়ে মিন্‌সে! গাল চড়ান! লম্বা লম্বা কটা কটা গোঁপ! লাল লাল চোক! যেন কামড়াতে আস্‌চে!—তা বামুনপিশি! কত্তাবাবুকে বল, এ রাজপুত্তুরে কাজ নেই। আগে যেমন ঠিক হ'য়েছিল, অমরকে কল্‌কাতার বাড়ী থেকে আনিয়ে, তার সঙ্গে বিয়ে দিন।

বামু। কি বলে ছ্যাখ আবাগী! তোর আমার কথাতেই বিয়ে হবে না কি? কত্তাবাবু কি আর না দেখে শুনে বিয়ে ঠিক ক'রেচেন? তুই যেমন পাগল, আমরা তো আর পাগল হই নি!

শশী। না বাপু! আমার কিছুতেই এ বরের উপর মন উঠ্‌চে না!

অন্ন। ছ্যাখ শশী, তোর কি মনে একটু ভয়-ডর নেই? বাবা শুন্‌লে কি মনে ক'র্‌বেন বল্ দিকি? আবার যদি এ সব কথা ব'ল্‌বি, তো দেখ্‌তে পাবি!

শশী। ওমা! অবাক্ ক'র্‌লে যে!—দেখ্‌লে, বামুনপিশিমা! দিদিমণির বিচার দেখ্‌লে? আমি ওঁর জন্য ভেবে ম'র্‌চি, আর

উনি কি না উল্‌টে আমার ওপর রাগ ক'র্‌চেন! অই যে গোলাপীর মা একটা ছড়া ব'ল্‌ত—

"কোকিল বলে, বুঝতে নারি, বিরহিণি! কেমন রীতি তোর!
আমি ডেকে ডেকে হলুম সারা, আর তুই ঘুমিয়ে ক'র্‌লি নিশি ভোর!"

দিদিমণির দেখ্‌চি, তাই!

বামু। তোর ও সকল কথায় কাজ কি? তোর আমার কথায় তো আর বিয়ে হবে না?

শশী। তা আমি আর কি মন্দ কথা ব'ল্‌চি? কর্ত্তাবাবু ইচ্ছে ক'র্‌লে কি আর অই গোমরামুখো রাজপুত্তুরটাকে তাড়িয়ে দিয়ে, অমরকে কল্‌কাতা থেকে আন্‌তে পারেন না?

বহির্ব্বাটীর দ্বারের পার্শ্ব হইতে কে বলিল, "মা! আমরা এসেছি!"

গুরুচরণ অমরনাথের হাত ধরিয়া ভিতরে আসিল। শশী বলিল, "ওমা! এই যে নাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে!"

গুরুচরণ ও অমরনাথ বামুনপিশিকে প্রণাম করিল। গুরুচরণ বলিল, "হ্যাঁ মা! এ আবার কি হ'ল? অমরের সঙ্গে অন্নুর বিয়ে না হ'য়ে, আর একজনের সঙ্গে নাকি ঠিক হ'য়ে গিয়েছে? আমি এ বিয়ে দেখ্‌তে আস্‌ব না ব'লেছিলেম, কিন্তু অমর আমাকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে এল। ব'ল্‌লে, না গেলে অন্নপূর্ণার মনে নাকি কষ্ট হবে!"

বামুনপিশি বলিলেন, "তা সত্যই তো! এর জন্য আবার দুঃখ কি, বাবা? বড়মানুষের মেয়ের বিয়ে, বড় লোকের সঙ্গেই হ'য়ে থাকে।"

অমর অন্নপূর্ণার দিকে চাহিয়া দেখিল। উভয়ের চারি চক্ষু সম্মিলিত হইল। অন্নপূর্ণা মুখ ফিরাইয়া লইল। সহসা তাহার নয়নযুগল হইতে

অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। সে অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সরলা শৈলকে চুপি চুপি বলিল, "ওই দ্যাখ্, শৈল! অনু কাঁদ্‌চে!"
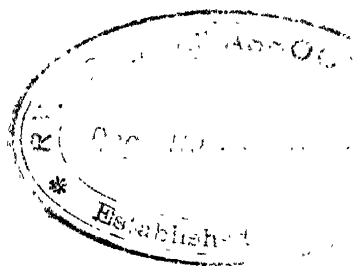
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বেলা এক প্রহর অতীত হইয়াছে। দত্ত মহাশয়ের বাগানবাটীতে সমবেত অভ্যাগতগণের পরিচর্য্যার জন্য নানাবিধ আয়োজন হইতেছে। ভৃত্যগণ নানা স্থানে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত। রামা, গামছা কাঁধে ও গাড়ু হাতে লইয়া, কর্ণাবলম্বিযজ্ঞোপবীতধারী বিপ্রদেবের পশ্চাদ্ধাবমান! গোবে, সদ্যধৃত, রজ্জুবিলম্বিত, রোহিতমৎস্য হস্তে, সহাস্যবদনা, তাম্বুলারক্তদশনা, সদ্যসংহারপরায়ণা, এলোকেশী-নামধারিণী চাকরাণীর শাণিতধার বঁটির সম্মুখে সমুপস্থিত! সদানন্দ, সুরভি তৈলের বোতল খুলিয়া, এদিক ওদিক দেখিয়া, মাথার টাকে ও পেটে তেল মাখিতে মাখিতে আপন মনে, মৃদু স্বরে, "বলি যাচ্চ কোথায়, হৃদয়শশি, মিশি দাঁতে দিয়ে" বলিয়া গীত গাইতেছে! গঙ্গাধর, দাড়ি-পাল্লা হাতে লইয়া, কার্ত্তিকে ময়রার দোকান হইতে আনীত, সন্দেশের হাঁড়া হইতে সন্দেশ লইয়া, ওজন করিতেছে, গণ্‌শা তাহার কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া, হাঁ করিয়া সন্দেশের হাঁড়ার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে! পর্‌শে, দেওয়ালের পাশে একটা ছোট রকম হাঁড়ি হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া, তাহার দশমবর্ষীয় পুত্র চিত্তেকে খাজার হাঁড়িটা আপাততঃ তেঁতুল গাছের আড়ালে লুকাইয়া রাখিবার পরামর্শ দিতেছে! আগন্তুক অভ্যাগত মহাশয়গণও অবকাশ পাইয়া, জলযোগের উপযুক্ত সময়ে সকলে উপস্থিত হইবেন স্থির করিয়া, কেহ

যমুনাবগাহন জন্য, কেহ নৌকারোহণে, কেহ বা ক্ষুধাপরিবর্দ্ধন মানসে পদব্রজে, গ্রামপরিভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। মদনমোহন চূড়ামণি স্বয়ং বরের দানসামগ্রীর তালিকা লইয়া, কর্ত্তাবাবুর নিকট গিয়াছেন।

নরেন্দ্র বাবু (আজিকার পশুপতি বাবু) বাগানবাটীতে, জানালার পার্শ্বে পালঙ্কে শয়ন করিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, আলবোলায় তামাক টানিতেছিলেন। গুরুচরণ ও অমরনাথ বাগানবাটীতে বর দেখিতে আসিল। গুরুচরণ এক জন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "বর কোথায়?" ভৃত্য অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দেখাইয়া দিল। গুরুচরণ ও অমরনাথ জানালার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। বরকে দেখিবামাত্র দুই জনেই চমকিয়া পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইল। গুরুচরণ বলিল, "চিন্‌তে পেরেছ? বল দেখি, কে?"

অমরনাথ বলিল, "ঠিক চিন্‌তে পার্‌চি না, মনে হ'চ্চে যেন কোথাও দেখেছি।"

গুরুচরণ বলিল, "বোধ হয়, বাল্যকালে নেপালে একে দেখেছিলেম। চল দিকি, ভাল ক'রে আবার দেখি!"

কথাবার্ত্তার শব্দ পাইয়া, তন্দ্রাভিভূত নরেন্দ্রবাবু চক্ষু উন্মীলন করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। অমরনাথের দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র, তাঁহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল! কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যেই সে ভাব অন্তর্হিত হইল। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করিল ও শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি পালঙ্কের উপর হইতে ভূতলে দাঁড়াইয়া, জানালার আরও নিকটে আসিয়া, আরক্তনয়নে অমরনাথের দিকে চাহিয়া, উন্মত্তের ন্যায় দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া, আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "মরা মানুষ যমালয়

হ'তে সশরীরে আবার ফিরে আসে, আগে জান্‌তেম না! একি? আমি স্বপ্ন দেখ্‌চি?—না! সত্য! এতে কোন সন্দেহ নাই!"

গুরুচরণ বরকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে, মনে করিয়া, অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু দেখিল, অমরনাথের শরীর কম্পিত হইতেছে, ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিয়াছে। গুরুচরণ অমরনাথের হাত ধরিল। অমরনাথ ধীরে ধীরে বলিল, "গুরোদাদা, শীঘ্র এখান হ'তে চল।"

গুরুচরণ অমরের হাত ধরিয়া, দ্রুতগতিতে তাহাকে নদী-তটে লইয়া গিয়া বলিল, "অমর! ভাই! অসুখ হ'য়েছে কি? এখনও তোমার গা কাঁপ্‌চে, কপালে এখনও ঘাম হ'চ্চে! অমর! কথা কহিছ না কেন, ভাই?"

গুরুচরণ নদী হইতে কাপড় ভিজাইয়া জল আনিয়া, অমরের চক্ষে ও মুখে বারি সেচন করিয়া বলিল, "আমার কোলে শোও। আমি তোমাকে বাতাস করি।"

গুরুচরণ আপন জানুর উপর অমরের মস্তক রাখিয়া, কাপড় দিয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল। অমর সংজ্ঞাহীনের ন্যায় গুরুচরণের কোলে শয়ন করিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে চেতনালাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গুরোদাদা! আমরা কোথায় এসেছি?"

গুরুচরণ বলিল, "এই যে, আমরা যমুনার তীরে ব'সে র'য়েছি। তোমার কি মনে ভয় হ'চ্ছিল, অমর?"

অমর উঠিয়া বসিয়া উত্তর করিল, "ভয় হ'চ্ছিল কি না, কিছুই বুঝতে পার্‌চি না। বরকে দেখে, আর তার কথা শুনে, আমার প্রাণের ভিতর কি যেন হ'তে লাগ্‌ল। ক্রমে চারিদিক অন্ধকার দেখ্‌তে

লাগ্‌লেম। তার পর সে কি ব'ল্‌তে লাগ্‌ল, তুমি আমাকে কোথায় ল'য়ে এলে, তাহার কিছুই মনে নাই।"

"আর ও সকল কথা মনে করিও না। আমার কোলে আর কিছু-ক্ষণ শুয়ে থাক্‌।"

"না। আর আমার কোন অসুখ হ'চ্চে না।"

অমরনাথ উঠিয়া বসিল ও গুরুচরণকে বলিতে লাগিল, "এই কি অন্নুর বর? সত্য সত্যই কি এই বরের সঙ্গে অন্নপূর্ণার বিবাহ হবে?"

"বরকে চিন্‌তে পেরেছ কি?—ওকি, ভাই! তুমি অত বিদ্বান্‌, অত বুদ্ধিমান্‌ হ'য়ে, আবার কাঁদ্‌চ?" গুরুচরণ অমরের চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল, "বরকে চিন্‌তে পেরেছ কি?"

অমর বলিল, "কেবল এইমাত্র জান্‌তে পেরেছি, তাকে পূর্ব্বে যেন কোথাও দেখেছি।"

গুরু। আমিও যেন কোথায় দেখেছি, কিন্তু ঠিক মনে হ'চ্চে না। যদি নেপালে দেখে থাকি, তা হ'লে বোধ হয় মা তাকে দেখ্‌লে চিন্‌তে পারবেন।

অম। আমার যে অসুখ হ'য়েছিল, এ কথা পিশিমাকে কিংবা আর কাহাকেও বলিও না। গুরোদাদা! এখন বুঝ্‌তে পার্‌চি, তোমার কথা না শুনে এখানে এসে, আমি বড়ই অন্যায় ক'রেছি। এই বরের সঙ্গে অন্নপূর্ণার বিবাহ হবে, কেমন ক'রে তা দেখ্‌ব? এমন জান্‌লে, আমি কি তোমাকে জোর ক'রে এখানে সঙ্গে নিয়ে আস্‌তেম?—এখন কি করি, বল দেখি?

গুরু। তবে চল, আবার আমরা কলিকাতায় চ'লে যাই।

অম। কলিকাতায় ফিরে গিয়ে, সেখানে থাক্‌লে আবার তো শীঘ্রই এখানে আস্‌তে হবে! গুরোদাদা! যদি তুমি আমার উপর রাগ না কর, আর পিশিমাকে না বল, তোমাকে একটী কথা বলি।

গুরু। কি, বল না শুনি।

অম। আমি আর এ দেশে থাক্‌ব না। কলিকাতায় কর্ত্তাবাবুর বাটীতেও আর ফিরে যাব না। কোন দূর দেশে, এখান হ'তে যতদূর যেতে পারি, চ'লে যাব। আমার মা-বাপ নাই, আত্মীয়-স্বজন নাই, আমার জন্য ভাবনা করে, এমন কেহই নাই। কেবল পিশিমা! তা তুমি তাঁর নিকটে থেকে, তাঁকে সান্ত্বনা ক'র্‌তে পার্‌বে। গুরোদাদা! আমার মনের কথা তোমাকে স্পষ্ট ক'রে ব'ল্‌লেম। আমাকে কিছু-কালের জন্য বিদায় দাও। আবার হয় তো কোন না কোন সময়ে দেখা হবে।

গুরু। বেশ কথা! তুমি দূর দেশে চ'লে যাবে, আর আমি ঘরে ব'সে থাক্‌ব! তুমি কি জান না, যেখানে অমর, তার গুরোদাদাও সেইখানে?

অম। তাতো জানি। তুমি আমাকে যত ভালবাস, এ পৃথিবীতে কেহ আপনার সহোদরকেও তত ভালবাসে না। কিন্তু কি ক'র্‌ব, দাদা! তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, পিশিমাকে কে দেখ্‌বে? যদি তোমাকে না ব'লে চ'লে যেতেম, তুমি কি মনে ক'র্‌তে বল দিকি?"

গুরু। মনে আর কি ক'র্‌তেম, তুমি যেখানে যেতে, সেখান হ'তে

তোমাকে ধ'রে আন্‌তেম। আর মার কথা যা ব'ল্‌ছ, সত্য ; কিন্তু তিনি এখন কর্ত্তাবাবুর আশ্রয়ে আছেন। এই যে আমরা এতদিন কলিকাতায় ছিলেম, তাঁকে কে দেখ্‌ত? তোমার মন ভাল হ'লে, আবার আমরা তাঁর কাছে ফিরে আস্‌ব।

অম। যদি তুমি আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও, দিনকতক পরে, আমি ফিরে আসি, আর নাই আসি, তুমি পিশিমার কাছে ফিরে আস্‌বে, তা হ'লে আমি তোমাকে সঙ্গে ল'য়ে যাই।

গুরু। আচ্ছা তাই হবে। কিন্তু মাকে এ সকল কথা কিছুই বলা হবে না। কবে যেতে হবে, তা বল।

অমর। আজ রাত্রেই। এখন এখান হ'তে চল, অনেক বেলা হ'য়েছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অমরনাথ ও গুরুচরণ পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, তাহারা দুইজনে রজনী অবসানের পূর্ব্বে, বামুনপিশির অজ্ঞাতসারে, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, বিল্বগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে চলিয়া যাইবে। অপরাহ্নে গুরুচরণ বামুনপিশির নিকটে গিয়া বলিল, "মা! আজ আমরা বর দেখ্‌তে গিয়েছিলেম।"

"কেমন দেখ্‌লে; বাবা?"

"আমার বোধ হয়, যেন তাকে ছেলে ব্যালা নেপালে দেখেছিলেম। তা যদি হয়, তুমি তাকে দেখ্‌লেই চিন্‌তে পার্‌বে।"

বামুনপিশি হাসিয়া, সাদরে গুরুচরণের গাল টিপিয়া, বলিলেন, "ছেলেটা যেন পাগল! তুমি যখন নেপাল থেকে এখানে এসেছিলে, তোমার পাঁচ বছর বয়স। পাঁচ বছর বয়সের কথা তোমার মনে আছে? তা আমি আজ যখন সন্ধ্যার সময় যমুনায় স্নান ক'র্‌তে যাব, লুকিয়ে বরকে দেখে আস্‌ব।"

গুরুচরণ তাহার মাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মা! আমার সে সোনার আংটীটা কোথায়?"

বামুনপিশি বলিলেন, "বেশ কথা মনে ক'রে দিয়েছ! আমিও মনে ক'র্‌ছিলেম। কত লোকজন আস্‌বে, আংটীটা হাতে দিয়ে রাখ, আর বেশ ভাল কাপড়-চোপড় পর। আর অমরের জন্য তার সোনার হার

দিচ্চি, তাকে পরিয়ে দিও। অমরকে অনেকক্ষণ দেখিনি, সে কোথায়?"

"তার মাথা ধ'রেছে, তাই শুয়ে র'য়েছে।"

বামুনপিশি আংটী ও অমরের হার গুরুচরণের হাতে দিয়া বলিলেন, "মাথা ধ'রেছে? আর তো কোন অসুখ হয় নাই? আহা! বাছার আমার মনে হয় তো কষ্ট হ'য়েছে! তা তুমি তাকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিও, যেন কোন দুঃখ করে না। বেঁচে থাকুক, তার ভাবনা কি? আর সে যে বিদ্বান্ হ'য়েছে শুনেছি, কত বড়মানুষ মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিবার জন্য খোষামোদ ক'র্‌বে।"

গুরুচরণ আবার তাহার মাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আচ্ছা, মা! যাই তবে।"

বামুনপিশি বলিলেন, "ওকি? বার বার প্রণাম ক'র্‌চ কেন? সে দিনকার মত আজ আবার সিদ্ধি খাওনি তো?"

গুরুচরণ বলিল, "না, মা! ভুলে গিয়েছিলেম! তা এখন যাই, অমরকে হার পরিয়ে দিই গে।"

পরদিন প্রত্যূষে অমরনাথ ও গুরুচরণ বিল্বগ্রাম হইতে চলিল। যমুনানদীর অপর পারে আসিয়া, অমরনাথ একবার দাঁড়াইয়া, যমুনা ও বিল্বগ্রামের দিকে চাহিয়া দেখিল। উষার সমীরণস্পর্শে পুলকিতা, মুখরিতা, যমুনা সুমধুর কলনিনাদে, সাদর তরঙ্গ-প্রহারে সুপ্ত সরোজ-দলকে জাগাইয়া দিতেছে! হরমোহন দত্তের বিপুল প্রাসাদের উন্নত মস্তক উষার অস্পষ্ট আলোকে, গিরিশৃঙ্গের ন্যায় দেখাইতেছে! অন্নপূর্ণার শয়ন-কক্ষের ছাদে, কপোতদম্পতী আনন্দে নৃত্য করিতেছে! সেই

কক্ষের উন্মুক্ত গবাক্ষপার্শ্বে, যেন একটী বালিকার আলুলায়িত কুন্তল অনিলস্পর্শে দুলিতেছে! আর সেই বালিকা, বুঝিবা অন্নপূর্ণা, যেন বিশাল বিস্ফারিত লোচনে, অমরনাথের দিকে চাহিয়া, ললিতাঙ্গুলি সঞ্চালনে ইঙ্গিত করিয়া, তাহাকে কি বলিতেছে! অকস্মাৎ নিস্তব্ধ আবাস প্রতিধ্বনিত করিয়া, যমুনাজল কল্লোলিত করিয়া, গ্রামবাসিগণকে জাগাইয়া দিয়া, অন্নপূর্ণার পরিণয়-উৎসব ঘোষণা করিয়া, হরমোহন দত্তের প্রাসাদসমীপে ঘোর নিনাদে নহবত বাজিয়া উঠিল। তাহার সঙ্গে নহবতের সানাই উচ্চরবে গাইল, "প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি আর বলা হ'ল না!"

অমরনাথ চঞ্চল চরণে অগ্রসর হইয়া বলিল, "দেখ ব, গুরোদাদা! আজ কতদূর যেতে পার!"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

প্রভাত সময়ে হরমোহন দত্ত চিন্তিত অন্তঃকরণে পদচারণা করিতেছিলেন। এমন সময়ে একজন চাকরাণী আসিয়া বলিল, "কাল সন্ধ্যার সময় হ'তে বামুনপিশির কি অসুখ হ'য়েছে, তাই তিনি একবার আপনাকে কি ব'ল্‌তে ইচ্ছা করেন।"

হরমোহন অন্তঃপুরে গিয়া, বামুনপিশির কক্ষসমীপে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি অসুখ হ'য়েছে ?"

বামুনপিশি কক্ষের বাহিরে আসিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! আপনি কার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্চেন ? এযে ডাকাত !"

"আপনি কি ব'ল্‌চেন ? এঁর নাম পশুপতি। এঁর নিবাস মুর্শিদাবাদ। ইনি অতি সম্ভ্রান্তবংশীয়।"

বামুনপিশি বলিলেন, "কে আপনাকে মহাদেবের মতন দেখে, আপনার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে ব'সেছে ? আমি যে একে খুব জানি ! এ নেপালের ডাকাত ! কত যে খুন ক'রেছে, তার সংখ্যা নাই ! এর কোন পুরুষে মুর্শিদাবাদের পশুপতিবাবু নয়। আমি কাল সন্ধ্যার পরে যমুনায় স্নান কর্‌বার সময়ে তাকে দেখে এসেছি।"

"তবে বলুন, ইনি কে ?"

"আমি তো ব'ল্‌লেম, এ ডাকাত। আপনি ভাল ক'রে দেখুন,

এখনি জান্‌তে পার্‌বেন। মাথমপুর তো এখান হ'তে অধিক দূর নয়! সে গ্রামের সকলেই একে চেনে। আপনি সেখান থেকে পাঁচ জন লোক ডাকিয়ে এনে একে দেখিয়ে দিন। তার পর এর পরিচয় সমস্ত আপনাকে ব'ল্‌ব।"

হরমোহন বাহিরে আসিয়া, তারানাথ তর্কবাগীশকে ডাকাইয়া, তাঁহাকে একটী নিভৃত কক্ষমধ্যে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আমি এ পর্য্যন্ত অন্নপূর্ণার বিবাহ সম্বন্ধে কি জন্য আপনার পরামর্শ গ্রহণ করি নাই, এই পত্রখানি পাঠ ক'র্‌লে, সমস্ত জান্‌তে পার্‌বেন।"

হরমোহন নবদ্বীপের ন্যায়রত্নের পত্র তারানাথের হাতে দিলেন। তারানাথ পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পত্র আপনার নিকটে কে ল'য়ে এসেছে?"

"গণপতি।"

"গণপতিকে এখানে আস্‌তে বলুন। এ পত্র জাল! এর একটী অক্ষরও রামমোহন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের হাতের লেখা নহে।"

ভৃত্য গণপতিকে সঙ্গে লইয়া আসিল। তারানাথ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পত্র আপনাকে কে দিয়েছিল?"

"ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বয়ং আমাকে দিয়েছিলেন।"

"আপনি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে পূর্ব্ব হ'তে জান্‌তেন?"

"না।"

"কে আপনাকে তাঁর সঙ্গে পরিচিত ক'রেছিল?"

"নবদ্বীপনিবাসী রাইচরণ মুখোপাধ্যায়।"

"রাইচরণের সঙ্গে পূর্ব্বে কখনও আপনার সাক্ষাৎ হ'য়েছিল?"

"আজ্ঞে না। নবদ্বীপের ঘাটে পৌছিবামাত্র সেই দিন প্রথম তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'য়েছিল।"

তারানাথ হরমোহনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এখন বোধ করি বুঝ্‌তে পার্‌চেন, গণপতি কি প্রকারে প্রতারিত হ'য়েছেন? নবদ্বীপের রামমোহন ন্যায়রত্নের সঙ্গে আমার বাল্যকালাবধি আলাপ। তাঁর অনেকগুলি পত্র এখনও আমার নিকটে আছে। এই জাল পত্রে লেখা আছে, তিনি দুই এক দিনের মধ্যে গয়াধামে যাবেন। কিন্তু আজ তিন দিন হ'ল, তাঁর স্বহস্তলিখিত ও স্বাক্ষরিত একখানি পত্র পেয়েছি। তাতে তিনি আমাকে আগামী ২০শে অগ্রহায়ণ শান্তিপুরে একটী অধ্যাপকমণ্ডলীর সভায় উপস্থিত হ'তে অনুরোধ ক'রেছেন।"

হরমোহন বলিলেন, "তবে এখন কি কর্ত্তব্য, বলুন। এ পত্রখানি যে জাল, তা প্রমাণ করা আবশ্যক। গণপতি যে প্রতারিত হবে, তাতে আর বিচিত্র কি? আমি নিজেই এত দিন এ সকল বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করি নাই। এইমাত্র একটী স্ত্রীলোকের কথা শুনে আমার মনে সন্দেহ হ'ল।"

বামুনপিশি তাঁহাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, হরমোহন সমস্ত বলিলেন। তারানাথ বলিলেন, "তবে আপনি এখনি একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে মাধবপুরে পত্র লিখে পাঠিয়ে দিন, যেন সেখান হ'তে তিন-চারি জন সম্ভ্রান্ত লোককে সঙ্গে ল'য়ে আসে। আর আমি এখনি গণপতিকে সঙ্গে ল'য়ে, একখানি দ্রুতগতি পান্‌সি ও আট জন মাঝি সঙ্গে নবদ্বীপে যাচ্চি। কাল প্রভাতেই রামমোহন ন্যায়রত্ন স্বয়ং এখানে উপস্থিত হবেন। পত্রখানি তিনি এখানে এলে তাঁকে দেখাবেন।

আর এ সকল কথা আপাততঃ কাহারও নিকট প্রকাশ কর্‌বার কোন আবশ্যক নাই।”

বেহালাধারী, ভিক্ষুকবেশী গুপ্তচর কক্ষ-প্রাচীরে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া, অতি নিবিষ্ট মনে সকল কথা শুনিল। সে সেখান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া, বেহালা বাজাইতে আরম্ভ করিল ও বাগানবাটীর দিকে চলিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে তারানাথ ও গণপতি, নবদ্বীপের ন্যায়রত্ন মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া, বিল্বগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। মাখমপুর গ্রাম হইতেও পাঁচ জন সম্ভ্রান্ত গ্রামবাসী আসিয়া, হরমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ন্যায়রত্ন পত্রখানি পাঠ করিয়া হাস্য করিলেন ও অনেকবার নস্য গ্রহণ করিয়া, আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “দত্ত মহাশয়! এমন স্পষ্ট জাল আপনার ন্যায় বিবেচক ও বিজ্ঞ ব্যক্তি যে কিছুমাত্র বুঝ্‌তে পারেন নাই, এই অতি আশ্চর্য্যের বিষয়! সে যা হ’ক্, এমন ভয়ঙ্কর প্রতারণা আমি পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। প্রতারকগণকে উপযুক্ত শাস্তি দান করা নিতান্ত আবশ্যক।”

হরমোহন গণপতিকে বলিলেন, “তুমি একবার বাগানবাটীতে এই কয়েকজন মাখমপুরনিবাসী ভদ্রলোককে সঙ্গে ল’য়ে গিয়ে, পশুপতি-বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে আন। আর মদনমোহন চূড়ামণিকে আমার নিকটে ল’য়ে এস।—মহাশয়! আপনারা যে এত ক্লেশ স্বীকার ক’রে, মাখমপুর হ’তে এতদূর এসেছেন, এতে আপনাদের নিকট আমি চিরঋণে বদ্ধ হ’লেম। এখন একবার অনুগ্রহ ক’রে গণপতির সঙ্গে গিয়ে, আমার ভাবী জামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক’রে আসুন।”

কিয়ৎক্ষণ পরে গণপতি ও মাথমপুরবাসিগণ ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, বাগানবাটী শূন্য! কেহ কোথাও নাই। তাহারা সকলেই গত রাত্রে পলায়ন করিয়াছে। ভৃত্যগণ চারিদিকে তাহাদের অন্বেষণ করিতেছে, কিন্তু কাহারও কোন সন্ধান নাই। জিনিস-পত্র কিছুই নাই, কেবল মদন ঘটক তাহার নামাবলিখানি ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছে!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

এ পৃথিবীতে মনুষ্য-সমাজে জনরবের যেমন আধিপত্য, এমন আর কিছুরই নাই। লোকসমাজের সৃষ্টিকাল হইতে আজিকার বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ অবধি জনরবের প্রতাপ চিরদিন অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত। জনরবের নির্য্যাতনে, সীতাদেবীকে বনবাসে গিয়া পুত্র প্রসব করিতে হইয়াছিল! আয়ান ঘোষকে বাঁশের লাঠি হাতে লইয়া, নির্জ্জন নিধুবনে ধাবমান হইতে হইয়াছিল! সভ্যসমাজ এক স্থানের সংবাদ অন্য স্থানে পাঠাইবার জন্য, এক জনের কথা অন্য জনকে তড়িৎবেগে জানাইবার জন্য, অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে; "টেলিগ্রাফ", "টেলিফোন" প্রভৃতি অনেক কল-কৌশলের আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু এক কথা হইতে একান্ন কথার সৃষ্টি করিতে "হাঁ"কে "না" করিয়া দিতে, মিথ্যাকে সত্য করিতে, তিলকে তাল করিয়া তুলিতে, জনরবের মত আর কি আছে? জনরবের আর একটী বিশেষ মহিমা যে, কখন কাহার স্কন্ধে আরোহণ করেন, তাহার ঠিক নাই।

মদন ঘটক নরেন্দ্রবাবু ও তাঁহার দলবলকে সঙ্গে লইয়া বাগানবাটী হইতে পলায়ন করিবার পর, বিল্বগ্রামে ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে জনরব আপনার আধিপত্য বিস্তার করিলেন এবং প্রথমে গণপতি মুখুজ্যের ও তার পর বামুনপিশির স্কন্ধে আসিয়া চাপিলেন। পথে, ঘাটে,

নদীতটে, গবেশ বাবুর বৈঠকখানায়, নবীন চাড়ুজ্যের শানবাঁধান ঘাটে, যেখানে যাও, অন্য কোন কথা নাই।—"কর্ত্তাবাবু যা হ'ক্ ডাকাতের হাত থেকে খুব বেঁচে গেছেন!"—"তা যাই হ'ক্ না কেন, গণপতি মুখুজ্যের ব্যাভারটা দেখ্‌লে তো?"—"সত্য-সত্যই কি অই ব্যাটা ডাকাতদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল?"—"তা আবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌চ? অই ব্যাটাই তো প্রথমে কলিকাতায় গিয়ে সব ঠিক ক'রে আসে! তার পর নবদ্বীপে গিয়ে চিঠি জাল করিয়ে নিয়ে এল!" "যা হ'ক্ এমন নিমকহারাম চাকরকে যে কর্ত্তাবাবু এখনও বাড়ীতে রেখেচেন, এই আশ্চর্য্য!"

পর দিন বসন্ত স্যাকরার দোকানে কয়েকজন গ্রামবাসী বসিয়া, গণপতির সঙ্গে এই ডাকাতদের কতদিন পূর্ব্বে আলাপ হইয়াছিল ও কি প্রকারে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল, ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিতেছিল। এমন সময়ে গুরু-মহাশয় রামধন সরকার গামছা কাঁধে লইয়া, যমুনায় স্নান করিতে যাইতেছিলেন। বসন্ত স্যাকরা বলিল, "আসুন, গুরু-মহাশয়! তামাক খেয়ে যান।"

গুরু-মহাশয় দোকানে আসিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মহাশয়দের সেই গণপতি মুখুজ্যের কথা হ'চ্চে বুঝি?"

নিবারণ বলিল, "আর ও ডাকাতটার নাম ক'র্‌বেন না। এখন বলুন দেখি, সেই ছোঁড়া দুটোর কি খবর শুনেচেন?"

গুরু-মহাশয় বলিলেন, "গুরো আর অমরের কথা ব'ল্‌চেন? আপনারা কি শুনেচেন, আগে বলুন দিকি? তারপর আমি যা জানি, তা ব'ল্‌ব।"

"আমরা তো শুনেছি, ছোঁড়া দুটো ডাকাতদের সঙ্গে চ'লে গিয়েছে। হরিশ-খুড়ো ব'ল্লেন, তিনি স্বচক্ষে দেখেচেন।"

রামধন সরকার এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলেন। নিবারণের কথা শুনিয়া, "তবে হুঁকোটা দাও" বলিয়া, হুঁকো হাতে লইয়া, বক্রচরণ সোজা করিয়া, মাদুরের উপর নিবারণের নিকটে গিয়া বসিলেন ও বলিতে লাগিলেন, "বলি, নিবারণ বাবু! তোমার হরিশ-খুড়োও সেখানে ছিলেন না, আর কেহই ছিলেন না। এ গোপনীয় কথাটা তবে নিতান্তই শুন্‌বে? আমি কাহাকেও ব'ল্‌ব না মনে ক'রেছিলেম। দেখিও, যেন কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না। আসল কথাটা কি জান, শুরো ছোঁড়া ছেলেব্যালা থেকেই বিষম গোঁয়ার। সে দিন রাত্রে অমরকে সঙ্গে নিয়ে, ডাকাতদের আট্‌কাতে গিয়েছিল। অন্ধকার রাত্রি, চারিদিক শোঁ শোঁ ক'র্‌চে, কেউ কোথাও নাই, আমি একলা গাড়ু হাতে নিয়ে, নদীর ধার থেকে ফিরে আস্‌ছিলেম। এমন সময়ে দেখ্‌লেম, ডাকাতেরা ছোঁড়া দুটোকে একটা লম্বা দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে, সঙ্গে নিয়ে যাচ্চে! আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে শুরো অনেক কাকুতি-মিনতি ক'র্‌তে লাগ্‌ল আর ব'ল্‌তে লাগ্‌ল, 'গুরু-মহাশয়! আমাকে ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচান!' আমি ব'ল্লেম, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! তুই ছোঁড়া ডাকাত আট্‌কাতে এসেছিলি কেন? আমি তো আর কিছু না ব'লে, সেখান থেকে চ'লে এলেম। আর ডাকাতেরা ছোঁড়া দুটোকে পিছ্‌মোড়া ক'রে বেঁধে মার্‌তে মার্‌তে নিয়ে চ'ল্‌ল। আসল কথাটা হ'চ্চে এই। তা তোমার অনুরোধে, এ গোপনীয় কথাটা চুপি চুপি তোমাকে

ব'লূলেম। এখন দেখিও, নিবারণ বাবু! আর কাহাকেও যেন এ কথাটা বলিও না। আমি, বাপু! পাঠশালায় একলা থাকি, কি জানি, ডাকাতেরা জান্‌তে পার্‌লে আমার কি দশা ক'র্‌বে!"

রামধন সরকার তাহার গোপনীয় কথাটা এমন চুপি চুপি নিবারণকে বলিলেন যে, সেখানে যত লোক উপস্থিত ছিল, তাহারা সকলেই তাঁহার প্রত্যেক কথা শুনিতে পাইল। সুতরাং রামধনের শ্রোতৃগণও তখনি উঠিয়া গিয়া, তাঁহার গোপনীয় কথাটা, যাহার সঙ্গে দেখা হইতে লাগিল, তাহাকেই চুপি চুপি বলিতে আরম্ভ করিল। তাহারাও সকলে রামধনের সংবাদ নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া, অন্য সকলকে বলিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 'স্বচক্ষে দেখিয়াছি' বলিয়া, বাহাদুরী লইল। দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত বিল্বগ্রামে ও নিকটবর্ত্তী কয়েকটী গ্রামে জনরব উঠিল যে, অমরনাথ ও গুরুচরণকে দত্ত মহাশয়ের কন্যার পাণিগ্রহণপ্রার্থী ডাকাতেরা পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া, বন্দুকের খোঁচা মারিতে মারিতে কলিকাতা অভিমুখে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু পুরুষগণের মধ্যে জনরব রাষ্ট্র হইবার পূর্ব্বেই নারীমহলে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। কেন না, নিবারণ, রামধনের গোপনীয় সংবাদ শুনিবামাত্র, বাটী পৌঁছিয়া তাহার গৃহিণীর কাণে কাণে সকল কথা বলিল ও তাহাকে বলিয়া দিল, 'এ গোপনীয় কথা আর কাহাকেও বলিও না।' নিবারণের ভার্য্যা তখনি যমুনায় স্নান করিতে গিয়া, তাহার "বকুল-ফুলের" দেখা পাইয়া, গোপনে সকল কথা বলিল ও তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়া, বলিয়া দিল, 'এ গোপনীয় কথা আর কাহাকেও ব'ল না, ভাই!

উনি মাথার দিব্যি দিয়ে আমাকে ব'লেছিলেন।' "বকুল-ফুল" তাড়াতাড়ি স্নান সমাপন করিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে দেখিল, রমেশ বাবুর ঝি কলসি কাঁকালে যাইতেছে। "বকুল-ফুল" তাহাকে চুপি চুপি সংবাদটী বলিয়া দিয়া, ভট্‌চায্যিদের বাটী গিয়া, শৈলের দিদিমাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া, সংবাদটী তাহাকে শুনাইল। শৈলের দিদিমা শৈলকে বলিয়া দিল। শৈল তখনি অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে অন্নপূর্ণার নিকটে গেল। কিন্তু অন্নপূর্ণা নিদ্রা যাইতেছে শুনিয়া, বামুনপিশির নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। বামুনপিশি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মা, শৈল! কাঁদ্‌চ কেন?"

শৈল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "সকলে ব'লুচে যে গুরোদাদা আর অমরকে ডাকাত-বরেরা নাকি পিছমোড়া ক'রে বেঁধে, বন্দুকের খোঁচা মার্‌তে মার্‌তে ধ'রে নিয়ে গিয়েছে!"

বামুনপিশি ভূমিতলে লুটাইয়া অনেকক্ষণ রোদন করিয়া, হরমোহন দত্তের নিকট গিয়া, তাঁহাকে এই নূতন কাহিনী শুনাইলেন। হরমোহন ইতিপূর্ব্বে অমর ও গুরুচরণের অন্বেষণের জন্য অনেক স্থানে অনেক লোক পাঠাইয়াছিলেন। বামুনপিশির অনুরোধে, তিনি তখনি কলিকাতায় আরও দুই জন লোক পাঠাইলেন। তিনি অনেক করিয়া বামুনপিশিকে বুঝাইতে লাগিলেন, এ সংবাদ সম্পূর্ণ অসত্য ও অমূলক। কিন্তু বামুনপিশি কিছুতেই প্রবোধ মানেন না। হরমোহন বিষম সমস্যায় পড়িলেন। এমন সময়ে ডাকযোগে দুইখানি পত্র আসিয়া, আপাততঃ তাঁহাকে এ ঘোর সমস্যা হইতে মুক্ত করিল। একখানি তাঁহার নিজের নামে, আর একখানি বামুনপিশির নামে।

তিনি ঔৎসুক্য সহকারে নিজের নামের পত্রখানি উন্মুক্ত করিয়া পাঠ করিলেন ও সহর্ষে বামুনপিশিকে বলিলেন, "আর কোন চিন্তা ক'র্বেন না। এই দেখুন, গুরুচরণ ও অমরনাথের পত্র এসেছে। তারা ভাল আছে, অল্প দিন মধ্যেই. এখানে ফিরে আস্বে। আপনি পত্র দু'খানি অন্নপূর্ণার নিকটে ল'য়ে গিয়ে তাকে প'ড়্তে বলুন, সমস্ত বুঝ্তে পার্বেন।"

হরমোহন পত্র দুখানি বামুনপিশির হাতে দিলেন। বামুনপিশি যেন এক সঙ্গে যুগল-শশী হাতে পাইলেন! তিনি সহাস্য-মুখে অন্তঃপুরে আসিয়া শৈলকে ডাকিয়া বলিলেন, "শৈল! আর কেন কাঁদ্‌চিস্, মা? এই গ্যাখ্, তোর গুরোদাদা আর অমরের চিঠি এসেছে। তারা ভাল আছে। অন্নুকে ডেকে এনে চিঠি দুখানি পড়।"

শৈল বলিল, "আগে আমি পড়ি, তার পর অন্নুকে দেখাব।"

শৈল চিঠি খুলিয়া পড়িল ও বলিল, "তারা দু'জনেই ভাল আছে। শীগ্‌গির ফিরে আস্বে।"

বামুনপিশি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পত্র কোথা থেকে এসেছে?"

শৈল বলিল, "রাণীগঞ্জ লেখা র'য়েছে। তবে অন্নুকে ডেকে আনি।"

শৈল পত্র দুখানি লইয়া, হাসিতে হাসিতে অন্নপূর্ণাকে জাগাইতে গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

একদিন দ্বিপ্রহরে হরমোহনের শয়ন-কক্ষে অন্নপূর্ণা আসিয়া দেখিল, তিনি একাকী শয়ন করিয়া আছেন। আজ তাঁহার মুখমণ্ডল অতীব প্রফুল্ল; যেন কোন নূতন সুখের সংবাদ পাইয়া, তিনি মনে মনে হাস্য করিতেছেন! অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! আমাদের যে তীর্থদর্শনে যাবার কথা ছিল, তা কবে যাওয়া হবে?"

হরমোহন বলিলেন, "মা অন্নপূর্ণা! আমি মনে মনে কল্পনা ক'রেছিলেম, দুর্গোৎসবের পরে তোমাকে সঙ্গে ল'য়ে পশ্চিম দেশে গিয়ে তীর্থদর্শন ক'র্‌ব, আর অমরনাথের অন্বেষণ ক'র্‌ব। তর্কবাগীশ মহাশয়ের উপদেশ মত তিন বৎসর তোমার বিবাহ স্থগিত রেখেছিলেম। এখন তিন বৎসর অতীত হ'য়েছে। আমার ইচ্ছা ছিল, পশ্চিম দেশ হ'তে অমরনাথকে সঙ্গে ল'য়ে এসে, তোমার বিবাহ সম্পন্ন ক'র্‌ব। কিন্তু শারদীয়া পূজার এখনও এক মাস বিলম্ব আছে। পরমেশ্বরের কি ইচ্ছা, কে ব'ল্‌তে পারে? মানুষের জীবনের এক মুহূর্ত্তেরও স্থিরতা নাই। শারদীয়া পূজা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত যে এ পৃথিবীতে থাক্‌ব, কে ব'ল্‌তে পারে?"

অন্নপূর্ণা সজল-চক্ষে বলিল, "বাবা! অই কথাটী আমাকে বলিও না। ওকথা শুনলে, আমার প্রাণ অস্থির হয়, আমি চারিদিক অন্ধকার দেখি!"

হরমোহন বলিলেন, "বৎসে! তুমি এতদিন তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট কত অমূল্য উপদেশ লাভ ক'রেছ, কত নীতি-গর্ভ পুস্তক প'ড়েছ। এ জগতে মানুষ কি চিরদিন বেঁচে থাকে? পরমেশ্বরের যা ইচ্ছা, তাহাতেই নির্ভর ক'র্‌তে অভ্যাস কর। এর অপেক্ষা ভাল উপদেশ আর কি আছে, আমি জানি না। লোকের বাপ-মা কি চিরকাল বেঁচে থাকে?"

অন্নপূর্ণা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবা! আজ এসব কথা আমাকে কেন ব'ল্‌চ, আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি না।"

হরমোহন বলিলেন, "তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব মনে ক'র্‌ছিলেম।"

অন্ন। কি বল, বাবা! কিন্তু ওকথাটী আর আমাকে বলিও না।

হর। আমার নিতান্ত ইচ্ছা, এ বৎসর দুর্গোৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়।

অন্ন। কোন্ বছর না সমারোহ হয়?

হর। এ বৎসর তার অপেক্ষা আরও অধিক সমারোহ হবে। এ বৎসর তোমার নামে দুর্গোৎসব হবে। অন্নপূর্ণার দুর্গোৎসব, সুতরাং এবার হাজার হাজার কাঙ্গালীকে প্রচুর অন্ন-বস্ত্র বিতরণ ক'র্‌তে হবে। তুমি এখন বড় হ'য়েছ, তুমি নিজে আপন তত্ত্বাবধারণে এমন একটী বৃহৎ ব্রত সম্পন্ন ক'র্‌তে পার কি না, দেখ্‌বার জন্য আমার মনে বড়ই সাধ হ'য়েছে।

অন্ন। কেন পার্‌ব না, বাবা! তুমি দেখিও, আমি নিজেই সব কাজ ক'র্‌ব। তোমাকে কিছুই দেখ্‌তে হবে না।

হয়। তোমার লোক-জনের অভাব নাই। কিন্তু তোমাকে দেখ্‌তে হবে, যেন কোন বিষয়ের অপ্রতুল না হয়, অথচ কিছুমাত্র অপব্যয় না হয়। তবে আজ থেকে সকল উদ্যোগ ক'র্‌তে আরম্ভ কর। কর্ম্মচারিগণকে যা যা ক'র্‌তে হবে আদেশ কর।

অন্নপূর্ণা সহর্ষমনে চলিয়া গেল।

সেই বৎসর বিল্বগ্রামে অন্নপূর্ণার দুর্গোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। বিল্বগ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের লোক মুক্ত কণ্ঠে অন্নপূর্ণাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতে লাগিল, এমন সমারোহের দুর্গোৎসব কেহ কখনও দেখে নাই।

বিজয়ার দিন সন্ধ্যাকালে, প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর হরমোহন সানন্দ-চিত্তে অন্নপূর্ণাকে সঙ্গে লইয়া, আপন শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "অন্নপূর্ণা! আজ যাবতীয় লোক মুক্ত কণ্ঠে তোমাকে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌চে শুনে, এত বৃহৎ আয়োজনে তিলমাত্র ত্রুটী হয় নাই দেখে, আমার হৃদয়ে যে আনন্দ হ'চ্চে, বোধ হয় এ জন্মে এমন পবিত্র আনন্দ আর কখনও উপভোগ করি নাই। এখন, বৎসে! আশীর্ব্বাদ করি, ভবিষ্যৎ-জীবনে চিরদিন যেন লোকে তোমাকে এমনি ক'রে আশীর্ব্বাদ করে!"

অন্নপূর্ণা বলিল, "বাবা! এবার আমি কত রকম মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়েছিলেম; এতদিন তুমি ব্যস্ত ছিলে ব'লে তোমাকে খাওয়াতে পারি নাই। আজ আমি নিজের হাতে তোমাকে খাওয়াব।"

হরমোহন হাস্য করিয়া কন্যার আব্‌দারে সম্মত হইলেন। অন্নপূর্ণা বিবিধ উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী তাহার পিতাকে নিজ হস্তে খাওয়াইতে

লাগিল। হরমোহন বলিলেন, "মা অন্নপূর্ণা! অনেক দিন পরে আমার বাল্যজীবনের একটী কথা আজ মনে প'ড়্‌চে। তুমি যেমন আমার মা, শৈশবকালে আমার ঠিক এই রকম আর একটী মা ছিলেন! তিনি এখন স্বর্গে আছেন। আমার যখন পাঁচ বৎসর বয়স, আমার সেই মা, ঠিক আমার এই মার মত ক'রে, ঠিক এমনি আদর ক'রে, এক দিন এই রকম বিবিধ উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী আমাকে খাইয়েছিলেন।"

অন্নপূর্ণার মনে বুঝি একটু ঈর্ষা হইল! সে বলিল, "বাবা! এবার থেকে দেখ্‌তে পাবে, আমি তোমার সে মার চেয়ে তোমাকে আরও অধিক আদর ক'র্‌ব!"

হরমোহন বলিলেন, "তবে এখন যাও, মা! বিশ্রাম কর। এত দিনের পরিশ্রমে, না জানি তোমার কত ক্লেশ হ'য়েছে। আমিও বিশ্রাম করি।"

হরমোহন অন্য দিনের মত পালঙ্কের উপর শয্যায় শয়ন না করিয়া, মর্ম্মরপ্রস্তরাবৃত ভূতলে শয়ন করিলেন। অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "আজ পালঙ্কে না শুয়ে মাটিতে কেন শুচ্চো, বাবা?"

হরমোহন বলিলেন, "আজ অত্যন্ত গ্রীষ্ম। এ ভূমিশয্যা কেমন শীতল!"

অন্নপূর্ণা প্রভাতে উঠিয়া, তাহার পিতার পূজার জন্য ফুল, চন্দন ও বিল্বপত্র প্রভৃতিতে পুষ্পপাত্র সাজাইয়া, তাঁহার অপেক্ষা করিতে লাগিল। সে প্রত্যহ প্রভাতে এমনি করিয়া, নিজ হস্তে পিতার পূজার আয়োজন করিয়া দিত। যখন তাহার পিতা আসিয়া, সহাস্য-মুখে পূজা করিতে বসিতেন, তখন সে অন্য কার্য্যে চলিয়া যাইত। আজ

অন্নপূর্ণা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল, কিন্তু তাহার পিতা আসিলেন না। সে চিন্তিত অন্তঃকরণে তাঁহার শয়ন-গৃহের জানালা-সমীপে গিয়া দেখিল, তিনি এখনও ভূশয্যায় শয়ান। অন্নপূর্ণা তাহার পিতাকে কতবার, কত আদর করিয়া, কত মিনতি করিয়া ডাকিল, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না দেখিয়া, সে ক্রন্দন করিতে করিতে, বামুনপিশির নিকট গেল। ভৃত্যগণ চারিদিকে দৌড়িল। তারানাথ তর্কবাগীশ নিত্যানন্দ কবিরাজকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন।

কবিরাজ হরমোহনের দক্ষিণ বাহু স্পর্শ করিয়া, বিষণ্ন মুখে তারানাথের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। কবিরাজের মুখ দেখিয়া, তারানাথ রোদন করিয়া উঠিলেন। অন্নপূর্ণা চেতনা হারাইয়া, পিতার চরণতলে লুণ্ঠিতা হইল। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। দীন-দুঃখিগণের আর্ত্তনাদে বিল্বগ্রাম প্রতিধ্বনিত হইল। মনুষ্যলোকে স্বর্গের দেবতা, সত্যের সজীব মূর্ত্তি, হরমোহন দত্ত ইহলোকের অতুল সুখ-সম্পত্তি, বিপুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া, আবালবৃদ্ধ গ্রামবাসিগণকে কাঁদাইয়া, বালিকা অন্নপূর্ণাকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া, পাপ মর্ত্ত্য-লোক ছাড়িয়া শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ তিন মাস হইল, অমরনাথ ও গুরুচরণ লক্ষ্ণৌ-নগরে অবস্থান করিতেছে। প্রায় দুই বৎসর হইল, তাহারা বিল্বগ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছে। তখনও পশ্চিম দেশে রেল হয় নাই ; তাহারা পদব্রজে নানাস্থানে প্রকৃতির নানা মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, কত বিপুলকায়া স্রোতস্বতী পার হইয়া, কতদিন কত উন্নতশৃঙ্গ নির্জ্জন গিরির পদমূলে বিশ্রাম করিয়া, কত মানবসমাগমশূন্য অরণ্যানী অতিক্রম করিয়া, কত বার কত বিপৎপাত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, অবশেষে পশ্চিম প্রদেশের বহুসমৃদ্ধিশালী মুসলমান-রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, বোধ হয় সে সময়ে লক্ষ্ণৌয়ের মত সুন্দর নগর, কেবল ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীতে অতি বিরল। নগরের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত অবধি, উপবনমধ্যবর্ত্তী সুরম্য প্রাসাদশ্রেণীতে সুশোভিত। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, মানুষের স্থাপিত নগর নহে, অপ্সরাগণের প্রমোদভবন !

অমরনাথ সম্প্রতি মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে নবাব আবদুল রহমান নামক এক জন ধনাঢ্য মুসলমানের পুত্রকে ইংরাজী শিখাইবার চাকরী পাইয়াছিল। সে সময়ে লক্ষ্ণৌ-নগরে এখনকার মত ভারতব্যাপী

দুর্ভিক্ষের সমাগম হয় নাই। এই সামান্য বেতনের চাকরী পাইয়া অমরনাথ দেখিল, আপাততঃ তাহাদের দুজনের আবশ্যকীয় ব্যয়-নির্ব্বাহের কিছুই অপ্রতুল হইবে না।

একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহারা দুজনে গোমতী-তটে পর্য্যটন করিতেছিল। নিদাঘ-প্রদোষের বায়ুসেবন জন্য অনেক লোক নদী-তীরে বিচরণ করিতেছিল। একজন ইংরাজ সস্ত্রীক টম-টম গাড়ি আরোহণে ধীরে ধীরে যাইতেছিলেন। হঠাৎ দূর হইতে কে সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িল। কিন্তু গুলি সাহেবকে আঘাত না করিয়া, তাঁহার হাতের উপর দিয়া চলিয়া গেল। সাহেব পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, বন্দুকধারী ব্যক্তি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আবার বন্দুক ছুঁড়িবার উপক্রম করিতেছে। তিনি মেমের হাতে লাগাম দিয়া, গাড়ি হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন ও বন্দুকধারী ব্যক্তিকে ধরিবার জন্য ছুটিলেন। আবার বন্দুকের গুলি মেমসাহেবের দক্ষিণ বাহুর পার্শ্বদেশে আসিয়া ঘোড়ার লাগামের উপর লাগিল। মেমের হাত হইতে লাগাম পড়িয়া গেল। টম-টমের ঘোড়া দ্রুতবেগে ছুটিল। গাড়ির পশ্চাতে যে লালপাগ্ড়ি বাঁধা সইশ বসিয়াছিল, সে সভয়ে গাড়ী হইতে লম্ফ দিয়া, পশ্চাত দিকে পলাইল। মেম সংজ্ঞা-হীনার ন্যায় গাড়ির উপরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া রহিলেন। চারি-দিকে লোক অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল, মেমসাহেবের ও তাঁহার ঘোড়ার মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। কিঞ্চিৎ দূর অগ্রসর হইলেই ঘোড়া গাড়িসমেত নদীগর্ভে প্রবেশ করে! গুরুচরণ বিদ্যুৎগতিতে দৌড়িয়া আসিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিল। তেজস্বী ক্ষিপ্তপ্রায় অশ্ব গুরুচরণের

হাত ছাড়াইয়া নদীর দিকে ধাবিত হইবার জন্য লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল। কিন্তু গুরুচরণ তাহাকে এক পা অগ্রসর হইতে দিল না। সমবেত দর্শকমণ্ডলী তাহার অপরিমিত বল ও অসাধারণ সাহস দর্শনে বিস্মিত হইয়া, উচ্চ চীৎকারে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। সাহেব বন্দুকধারীর অনুসরণ ত্যাগ করিয়া, গুরুচরণের নিকটে আসিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিতে গেলেন। গুরুচরণ বলিল, "সাহেব! আমাকে সাহায্য কর্‌বার প্রয়োজন নাই। আমি জীবনসত্ত্বে ঘোড়াকে এক পা অগ্রসর হ'তে দিব না। আপনি টম-টম থেকে ঘোড়া খুলে দিন।"

সাহেব গুরুচরণের কথা বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু তাহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া, টম-টম হইতে ঘোড়া খুলিয়া দিলেন। ঘোড়ার সইশ অনেক দূর পলায়ন করিয়া, পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল যে, আর এখন কোন বিশেষ আশঙ্কার কারণ নাই। সে তখন ঘোড়া ধরিতে আসিল। মেম, সাহেবের হাত ধরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া, গুরুচরণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ইংরাজী ভাষায় বলিলেন, "আজ এই বীর যুবা আমার জীবনরক্ষা ক'রেছে!"

সাহেব গুরুচরণের করস্পর্শ করিয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সাহেব হিন্দি ভাষায় কথা কহিতেছিলেন, গুরুচরণও হিন্দি ভাষায় উত্তর দিতে লাগিল। কিন্তু সাহেব গুরুচরণের একটী কথাও বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "বাবু! অ্যাপ ক্যা কয়টে হো, হামারা সমজ্‌মে নেহি আটা হ্যায়।"

গুরুচরণ বলিল, "সাহেব! হাম বোল্‌তা এই যে, আপ কাহে ওয়াস্তে আমাকে একশোবার ধন্যবাদ দেতা হ্যায়। হামতো নিজের

কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর্‌তা হ্যায়, সে জন্য আপ কাহে ওয়াস্তে ধন্যবাদ দেতা। এই মেমসাহেব পরস্ত্রী হ্যায়, তাই হামারা মা হ্যায়। হামতো আপনার জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান কর্‌তা হায়।"

সাহেব কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "Oh! dear me! it's a pity!"

মেমসাহেব বলিলেন, "How very silly of you, James! He calls me mother!"

গুরুচরণ ইংরাজী কথা শুনিয়া, হিন্দি ছাড়িয়া, ইংরাজীতে কথা আরম্ভ করিল ও বলিল, "The madam told true. She my mother indeed!"

সাহেব আপন পকেট হইতে একখানা পাঁচশত টাকার নোট বাহির করিয়া গুরুচরণের হাতে দিলেন। এবার গুরুচরণের বড়ই রাগ হইল। সে নোটখানি সাহেবের পকেটে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "You perhaps in mind do, that I is beggar, therefore giving beg for money!" (অর্থাৎ "তুমি হয় ত মনে ক'র্‌চ, আমি ভিক্ষুক; তাই ভিক্ষাস্বরূপ আমাকে টাকা দিচ্ছ।")

সাহেব আবার নোট বাহির করিয়া বলিলেন, "Never mind."

গুরুচরণ আরও গরম হইয়া বলিল, "Five hundred rupees what you tell? You giving five lak rupees that I touch not! You not know that we is brahmin! Larger than kings! Are we care for rupee?" (অর্থাৎ, "পাঁচশত টাকা কি ব'ল্‌চ, পাঁচ লক্ষ টাকা হলেও আমি তা স্পর্শ করি

না। তুমি জান না, আমরা ব্রাহ্মণ, রাজার চেয়েও বড়! আমরা কি টাকাকে গ্রাহ্য করি?)

সাহেব মেমের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "That's Babu English, dear!"

সাহেব হিন্দির মত ইংরাজীও কিছুই বুঝিল না দেখিয়া, গুরুচরণ অমরনাথকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "You then tell my brother; he understand you my speak. He read many English from the Kalachand master and Calcutta college." (অর্থাৎ "তুমি আমার অই ভাইকে বল। ও আমার কথা তোমাকে বুঝিয়ে দিবে। ও কালাচাঁদ মাষ্টারের নিকট ও কলিকাতা কালেজে অনেক ইংরাজী শিখেছে।")

সাহেব অমরনাথকে দেখাইয়া বলিলেন, "Is he your brother?"

গুরুচরণ বলিল, "Not one mother's belly's brother true, but like my small brother." ("অর্থাৎ এক মার পেটের ভাই নয় বটে, কিন্তু আমার ছোট ভাইয়ের মত।")

অমর অদূরে দাঁড়াইয়া, গুরুচরণের অপূর্ব্ব হিন্দি ও ইংরাজী শুনিয়া হাসিতেছিল। সে সাহেবের নিকট আসিয়া সাহেব ও মেমকে পরিষ্কৃত, উচ্চারণ-বিশুদ্ধ, ইংরাজী ভাষায় গুরুচরণের সকল কথা বুঝাইয়া দিল। সাহেব ও মেম যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইয়া, অমরনাথকে ধন্যবাদ দিয়া, তাহার ও গুরুচরণের নাম লিখিয়া লইলেন। সাহেব অমরনাথকে নিজের কার্ড দিয়া, কল্য প্রভাতে তাহাদের দুজনকে

তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলেন। অমরনাথ সাহেবের নিকট প্রতিশ্রুত হইল যে, কাল প্রভাতে গুরুচরণকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। সাহেব ও মেম সানন্দে তাহাদের করস্পর্শ করিয়া চলিয়া গেলেন। অমরনাথ কার্ড পড়িয়া দেখিল, তাহাতে লেখা রহিয়াছে—

Sir James Outram

Lucknow.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব দিবসের অঙ্গীকারমত অমরনাথ ও গুরুচরণ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেল। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পরে সাহেব বলিলেন যে, গুরুচরণের জন্য আপাততঃ কানপুরে মাসিক একশত টাকা বেতনের একটী চাকরী স্থির করিয়াছেন। আগামী কল্য তাহাকে তাঁহাদের সঙ্গে কানপুরে যাইতে হইবে। গুরুচরণ সাহেবের প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া, অমরনাথকে বলিল, সাহেবকে বুঝাইয়া দেয় যে, তাহার ইংরাজী ভাষায় কত ব্যুৎপত্তি, সাহেব তো কাল বেশ জানিতে পারিয়াছেন। ইংরাজী আফিসে চাকরী করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সাহেব বলিলেন, সে বিষয়ের জন্য তাহাকে চিন্তিত হইতে হইবে না, কেন না তাঁহার নিজের লোক তাহাকে সমস্ত কাজ শিখাইয়া দিবে। গুরুচরণ বলিল, সে তাহার "Small brother" অমরনাথের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সন্ধ্যার সময় তাঁহাকে সংবাদ দিবে।

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া অনেক তর্ক-বিতর্কের পর গুরুচরণ সাহেবের সঙ্গে কানপুরে গিয়া চাকরী করিতে সম্মত হইল ও পরদিন প্রভাতে অমরনাথকে অনেক উপদেশ দিয়া ও তাহাকে খুব সাবধানে থাকিতে অনুরোধ করিয়া, সাহেবের সঙ্গে চলিয়া গেল। কিন্তু গুরু-চরণকে অধিক দিন চাকরী করিতে হইল না। ইংরাজী ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে

যে প্রচণ্ড অনল ব্রিটিশ-ভারতে অনেক দিন হইতে প্রধূমিত হইতেছিল, তাহা অকস্মাৎ এক দিন কানপুর-নগরে প্রচণ্ডশিখা ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সিপাহি-বিদ্রোহ কানপুরে যেরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে কাহার না হৃদয়ে আতঙ্ক হয়? বিদ্রোহিগণ ইংরাজরাজের ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া ইংরাজী বিচারালয়ের যাবতীয় কাগজপত্র ভস্মসাৎ করিয়া, ইংরাজগণকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং তাঁহাদের নিরপরাধা রমণী ও শিশুগণের শোণিতে ভারতভূমি কলঙ্কিত করিয়া, নৃশংসতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিল!

সাহেব ও মেম গুরুচরণকে ডাকাইয়া বলিলেন, তাঁহাদের নিকটে থাকিলে, প্রতিমুহূর্ত্তে জীবনের আশঙ্কা। এ স্থান পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। গুরুচরণ যে আফিসে কাজ করিতেছিল, সেখানে আর এক জন বাঙ্গালী অনেক দিন হইতে কেরাণীগিরির চাকরি করিতেন। গুরুচরণের কথা বুঝিবার জন্য ও নিজের কথা তাহাকে বাঙ্গালা ভাষায় বুঝাইবার জন্য, সাহেব কেরাণী-বাবুকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাবু! তুমি বোধ হয়, এখন কানপুর পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন ক'র্‌বে?"

বাঙ্গালী-বাবু বলিলেন, "না, সাহেব! পলায়ন ক'র্‌লেও পথে বিপদের আশঙ্কা। আমি একজন এদেশীয় বন্ধুর বাটীতে, যত দিন বিদ্রোহ শেষ না হয়, লুকিয়ে থাক্‌ব।"

সাহেব গুরুচরণকে বলিলেন, "তবে তুমিও হয় পলায়ন কর, না হয় এই বাবুর সঙ্গে লুকিয়ে থাক।"

গুরুচরণ হাসিয়া উত্তর করিল, "সাহেব! পলায়ন করা কিংবা লুকিয়ে থাকা তো আমার কুষ্ঠীতে লেখা নাই!"

সাহে। তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্চ না, আমাদের জীবনরক্ষার আর উপায় নাই ব'ল্‌লেই হয়? তুমি কেন আমাদের সঙ্গে থেকে প্রাণ হারাবে?

গুরু। সাহেব! আপনি কি মনে করেন, আমারই জীবন এত অমূল্য যে, তাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য পলায়ন ক'র্‌ব, কিংবা লুকিয়ে থাক্‌ব?

সাহে। তুমি আমার যে উপকার ক'রেছ, তার জন্য আমরা তোমার নিকট চিরবাধিত। তোমার যাতে ভাল হয়, তারি চেষ্টা কর্‌বার জন্য তোমাকে জন্য তোমাকে এখানে এনেছিলেম; আর তুমি আমাদের সঙ্গে থেকে প্রাণ হারাবে, এই কি প্রত্যুপকার? তোমার যত টাকার আবশ্যক হয়, আমি তোমাকে দিচ্চি, তুমি বাঙ্গালা দেশে চলে যাও। বিদ্রোহের শান্তি হ'লে, যদি আমরা বেঁচে থাকি, নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হবে।

গুরু। আপনি নিজে কেন পলায়ন ক'র্‌চেন না?

সাহে। তোমার ও আমার অবস্থার অনেক প্রভেদ। আমি গবর্ণমেণ্টের নিকট হ'তে কিসের জন্য মাহিনা পাই জান? প্রয়োজন হ'লে, যুদ্ধ ক'র্‌ব, শত্রুর হাতে প্রাণ দিব, ব্রিটিশজাতির মানরক্ষা ক'র্‌ব, সেই জন্য। তা না হ'লে আমিও এত দিনে এখান থেকে চ'লে যেতেম।

গুরু। তবে শুনুন, সাহেব! আমি আপনাকে মনের কথা খুলে

বলি। হয়তো আপনি আমাকে মূর্খ ব'লে উপহাস ক'র্‌বেন, কিন্তু তাতে আমার ক্ষতি নাই। আপনি আর আমি, দুজনেই, পরমেশ্বরের চাকর, তা বোধ হয় স্বীকার করেন। আর এ কথাও বোধ করি স্বীকার করেন যে, আজিকার এ ভয়ঙ্কর বিদ্রোহের একটী কারণ এই যে, আপনার স্বজাতীয় অনেক স্বার্থপর অর্থলোলুপ ব্যক্তি স্বার্থ-সাধনের জন্য এদেশীয় লোকের প্রতি অনেক দিন থেকে অনেক প্রকার অত্যাচার ক'রে আস্‌চে। সে যা হ'ক্, যদি আজিকার এ যুদ্ধ ধনমান কিংবা রাজ্যলাভের জন্য হ'ত, যদি জান্‌তেম, এ যুদ্ধ শাদা ইংরাজ আর কালা নেটিভ, এই দুয়ের মধ্যে হ'চ্চে, আমি আপনার পরামর্শ মত অনায়াসে চোক বুজিয়ে চ'লে যেতেম। কিন্তু আজ কদিন থেকে দেখছি, এই পাষণ্ড বিদ্রোহিগণ অবলা ইংরাজরমণী ও নিরীহ ইংরাজ-শিশুগণের প্রতি বীভৎস পাশব অত্যাচার ক'র্‌চে! বলুন, সাহেব! এ পাপিষ্ঠ বিদ্রোহিগণ কি পরমেশ্বরের শত্রু নয়? আর আমি যদি পরমেশ্বরের চাকর হই, এরা কি আমার শত্রু নয়? আপনি ব'ল্‌চেন, আপনি গবর্ণমেণ্টের চাকর, তাই আপনার কর্ত্তব্য কাজ ক'র্‌চেন। আর আমি এই পাষণ্ডদলের অবলা রমণীগণের উপর, অবোধ শিশুগণের উপর, লোমহর্ষণ নিষ্ঠুরতা স্বচক্ষে দেখে, নিজের প্রাণ ল'য়ে পলায়ন ক'র্‌ব, এই কি আমার কর্ত্তব্য কাজ? যদি একটী ইংরাজ-নারীকে, একটী ইংরাজ-শিশুকে, এই নররূপী হিংস্র পশুগণের হাত থেকে রক্ষা ক'রে, নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিই, তা হ'লেও পরমেশ্বর আমার উপর প্রীত হবেন।"

সাহেব বিস্মিত নেত্রে, গুরুচরণের বলিষ্ঠ উন্নত বীরদেহ নিরীক্ষণ

করিয়া, তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে মেকলে-সাহেব বাঙ্গালী-চরিত্রের সার সংগ্রহ করিয়া, সভ্যজগতে যে অপূর্ব্ব প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, বোধ করি সাহেব তখনও তাহা পড়েন নাই। সুতরাং তিনি বাঙ্গালীকে আলিঙ্গন করিতে ঘৃণা বোধ করিলেন না।

গুরুচরণ কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া, সাহেবকে বলিল, "কিন্তু, সাহেব! আমার একটীমাত্র ভাবনা আছে। আমার বন্ধু অমরনাথ এ সময়ে একাকী র'য়েছে। কি জানি সে কখন্ কোন্ বিপদে পড়ে। আপনি অনুগ্রহ ক'রে, লোক পাঠিয়ে তাকে এখানে আনাতে পারেন?"

সাহেব উত্তর করিলেন, "আমি আজ লাটসাহেবের নিকট হ'তে হুকুম পেয়েছি, আমাকে আরও কয়েকটী স্থানে যেতে হবে। অল্প দিনের মধ্যেই লক্ষ্ণৌ-নগরে যাব। সেই সময়ে অমরনাথের সঙ্গে আবার তোমার সাক্ষাৎ হবে।"

যে সময়ে গুরুচরণের সঙ্গে সাহেবের কথোপকথন হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে লক্ষ্ণৌ-নগরে নবাব আবদুল রহমান অমরনাথকে বলিতেছিলেন, "আপনি দেখ্তে পাচ্চেন, এখানে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত! এখন আর এখানে আমাদের ধনমান ও জীবনের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। আপনি যত শীঘ্র পারেন, বঙ্গদেশে চ'লে যান।"

অমরনাথ দেখিল, নবাব-সাহেবের পরামর্শ যুক্তিসিদ্ধ। সে বলিল, "কানপুরে আমার বন্ধু আছেন, আমি আপাততঃ সেইখানে যেতে ইচ্ছা করি।"

"আমার একজন আত্মীয় শীঘ্রই কানপুরে যাবেন। আপনি ইচ্ছা ক'র্লে, তাঁর সঙ্গে যেতে পারেন।"

অমরনাথ নবাব-সাহেবের আত্মীয়ের সঙ্গে কানপুরে পৌঁছিয়া গুরুচরণ ও সাহেবের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। অনেক অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিল, সাহেব গত রাত্রে সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে, আগ্রা অভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন ও গুরুচরণ তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। অমরনাথ হতাশ হইয়া, গুরুচরণের অন্বেষণে আগ্রা অভিমুখে পদব্রজে চলিল। দেখিল, পথিমধ্যে চারিদিকে বিদ্রোহিগণের কোলাহল, গ্রামবাসিগণের হাহাকার ও স্থানে স্থানে, নিরীহ নরনারীর উপর নায়কশূন্য, উচ্ছৃঙ্খল, উন্মত্তপ্রায়, বিদ্রোহিগণের নৃশংস পাশব অত্যাচার! দেখিল, নবাব-সাহেব যাহা বলিয়াছিলেন, সত্য। এখন আর কাহারও ধনমান ও জীবনের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। অমরনাথ চঞ্চল হৃদয়ে, ব্যথিত প্রাণে, কণ্টকিত শরীরে, গ্রাম, নগর, নদী, অতিক্রম করিয়া, কেবলমাত্র পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া, গুরুচরণের সাক্ষাৎ পাইবার আশায় একাকী যাইতে লাগিল।

1932.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বহুদিনের পথশ্রান্ত, সুপ্তোত্থিত অমরনাথ নয়নমার্জ্জনা করিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, উভয় পার্শ্বে ও পশ্চাতে জনসমাগমশূন্য, বিস্তীর্ণ প্রান্তর; সম্মুখে যমুনানদী। প্রাবৃটসমাগমেবিপুলকায়া যমুনা ভীষণ তরঙ্গ-রঙ্গে প্রবাহিতা। অনন্তব্যাপী জলদজালে সমাবৃত, কালো আকাশের করাল ছায়া ও তাহার সঙ্গে তটশোভী, পবনান্দোলিত মহীরুহদলের বিশাল, ভৈরবী মূর্ত্তি বক্ষে ধারণ করিয়া, কালরূপিণী কালিন্দী ঘোর নিনাদে, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিতেছে। অমরনাথের মনে হইল, বিল্বগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তিনী, মধুরভাষিণী, নীরজমালাশোভিনী, মৃদুকল্লোলে ও সাদর হিল্লোলে শৈবালদলের সঙ্গে অবিরামলীলাময়ী, সেই ক্ষুদ্র যমুনার সঙ্গে, এই পূর্ণযৌবনমদে উন্মাদিনী, সাগরসঙ্গম-লালসায় অধীরা, চঞ্চলপ্রাণা, বিপুলকায়া, কালরূপিণী যমুনার কত প্রভেদ! তখনও সূর্য্য অস্ত যাইতে অনেক বিলম্ব আছে; কিন্তু আকাশের দিকে দেখিলে বোধ হয়, যেন রজনীসমাগমের আর বিলম্ব নাই। দেখিতে দেখিতে, কালো আকাশে গাঢ়তর কালিমা ব্যাপ্ত হইল। যমুনার উত্তাল ঊর্ম্মিমালায় সৌদামিনীর চপলা মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইল ও তাহার ঘোর কল্লোলের সঙ্গে অশনির ভৈরব নিনাদ ও প্রবল পবনের ভীষণ ধ্বনি মিশিল। ভয়বিহ্বলা প্রকৃতির অশ্রুপাতের ন্যায় বারিবিন্দু অমরনাথের

কপোলদেশে পড়িল। সে সেখান হইতে চলিয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। সহসা নদীতরঙ্গের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল।—একি! অমরনাথ দেখিল, একটী রমণীদেহ ভাসিয়া যাইতেছে ও এক একবার তরঙ্গের ভিতর ডুবিয়া, আবার উপরে উঠিতেছে! রমণী এখনও জীবিতা। যেন এক একবার বাহুদ্বয় সঞ্চালনে ও তরঙ্গের উপর চরণ আঘাতে সাঁতার দিয়া, জীবনরক্ষার প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু বৃথা প্রয়াস! যমের অনুজা যমুনা তাহাকে অতি প্রবল বেগে, ভ্রাতৃসদনে লইয়া যাইতেছে! অমরনাথ ক্ষিপ্রহস্তে চর্ম্মপাদুকা ও উত্তরীয় প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া, লম্ফ দিয়া নদীজলে ঝাঁপ দিল। বহু ক্লেশে, ভীষণ নদীস্রোতের সঙ্গে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া, বহুদূর সন্তরণ করিয়া, অবশেষে রমণীর আলুলায়িত কেশদাম ধরিতে পারিল ও অনেক কষ্টে তাহাকে নদীতটে লইয়া আসিল। অমরনাথ দেখিল, রমণী সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীনা, এখনও মৃত্যু হয় নাই; কিন্তু উপযুক্ত শুশ্রূষা না হইলে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। কি করিবে, স্থির করিতে না পারিয়া, অমরনাথ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তাহাকে সাহায্য করে, এমন কেহ কোথাও নাই। সে আবার রমণীর দিকে চাহিয়া দেখিল। রমণী নহে, বালিকা। অথবা অর্দ্ধেক রমণী, অর্দ্ধেক বালিকা। সবেমাত্র যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছে। চিকুরদামে শশাঙ্ককলার ন্যায় ললাট, মৃণালসুকুমার গ্রীবা, ক্ষীণ কটি ও বিপুল শ্রোণি অর্দ্ধাচ্ছাদিত। সদ্যস্ফুট গোলাপ-কলিকার ন্যায় ওষ্ঠাধর কিঞ্চিন্মাত্র বিভিন্ন। ক্ষুদ্র শুভ্র মুক্তাদশন ঈষৎ প্রকাশিত। রুদ্ধ শ্বাসপ্রশ্বাসে উন্নত উরস এক একবার কম্পিত হইতেছে। অমরনাথ ভাবিল, কি করিবে? ইহার জীবনরক্ষার কি

কোন উপায় নাই? অকস্মাৎ তাহার মনে পড়িল, যখন সে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িত, বিজ্ঞ ইংরাজ-চিকিৎসকগণ কয়েক প্রকার প্রণালী অবলম্বনে জলমগ্ন মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসা করিতেন। তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পায়াসসাধ্য প্রণালী অবলম্বনে রমণীর শুশ্রূষা করিলে, ইহার জীবন রক্ষা হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অমরনাথ ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া, আবার তাহার চরণতলে লুণ্ঠিতা, অতুলসৌন্দর্য্যময়ী রমণীর দিকে চাহিয়া দেখিল। একবার মুদ্রিত নয়নে পরমেশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, রমণীর দুই হস্ত আপন বাহুযুগলে বেষ্টন করিয়া, তাহার মস্তক আপন উরুদেশে রাখিয়া, তাহাকে ভূপৃষ্ঠে শয়ন করাইল। তার পর রমণীর বাহুদ্বয় উভয় পার্শ্ব হইতে উর্দ্ধে উঠাইয়া মস্তকের উপরিভাগে সংলগ্ন করিল। আবার তখনি দুই বাহু দুই হাতে ধরিয়া নীচে নামাইতে লাগিল। এইরূপ বারংবার ক্ষিপ্রহস্তে অথচ অল্প বলপ্রয়োগে নিম্ন হইতে উর্দ্ধে ও উর্দ্ধ হইতে নিম্নদেশে বাহু সঞ্চালনের পর অমরনাথ রমণীর নাসারন্ধ্রে অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া দেখিল, অল্প নিশ্বাস-প্রশ্বাস আরম্ভ হইয়াছে। অমরনাথের মনে আশার সঞ্চার হইল। সে সপুলকে রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার গণ্ডযুগল আরক্তিম বর্ণ ধারণ করিয়াছে, ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতেছে। অমরনাথ আপন উত্তরীয় প্রভৃতি শুষ্ক বসনে তাহার দেহ আবৃত করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে রমণী চেতনা লাভ করিয়া কাতর স্বরে বলিল, "একি! আমি কোথায় এসেছি?"

অমরনাথ বলিল, "ভয় নাই! আপনার জীবন রক্ষা হ'য়েছে। আপনি উঠ্‌বার চেষ্টা ক'রবেন না। বিশ্রাম করুন।"

রমণী অমরনাথের উরুদেশ হইতে মস্তক তুলিয়া, উঠিয়া বসিল ও অমরনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি কে? কেন আমার জীবন রক্ষা ক'র্‌লে? হায়! তুমি কি নিষ্ঠুর!"

অমরনাথ ভাবিল, এত কষ্টে, আপন প্রাণ তুচ্ছ করিয়া, রমণীর জীবনরক্ষা করিলেন, এই কি তাহার প্রতিশোধ? রমণী বলিতে লাগিল, "কেন আমাকে স্বর্গসুখ হ'তে বঞ্চিত ক'রে, আবার এ যন্ত্রণাময় মর্ত্ত্যলোকে আন্‌লে?"

অমরনাথ চমকিয়া রমণীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি কি আত্মহত্যা ক'র্‌বেন, মনস্থ ক'রেছিলেন?"

রমণী বলিল, "আত্মহত্যা? আত্মহত্যা যে মহাপাপ!"

"তবে আপনি অকারণ আমাকে তিরস্কার ক'র্‌চেন। এখন আপনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন।"

রমণী আবার কিয়ৎক্ষণ নীরবে অমরনাথের উরুদেশে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমি একাকিনী নদীতীর হ'তে ফিরে যাচ্ছিলেম, এমন সময়ে পাপিষ্ঠ বিদ্রোহিগণ আমাকে আক্রমণ ক'র্‌তে এল। আমি সে নররূপী হিংস্র পশুগণের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য নদীতীরে গিয়ে দাঁড়ালেম। তারা বিকট মুখভঙ্গী ক'রে আমার দিকে অগ্রসর হ'চ্চে দেখে, আমি জ্ঞানহারা হ'য়ে প'ড়ে গেলেম। আবার যখন চেতনা লাভ ক'র্‌লেম, দেখ্‌লেম, প্রবল নদীস্রোতে ভেসে যাচ্ছি! সাঁতার দিয়ে প্রাণরক্ষা কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌লেম, কিন্তু আবার চেতনা হারালেম। আমার বোধ হ'ল, কে যেন আমাকে সাদর-সম্ভাষণে অমরলোকে ল'য়ে এল! সেখানে বিচিত্র পারিজাতলতা

মলয়মারুতে সঞ্চালিত, অপ্সরীগণের গীতিরবে চারিদিক নিনাদিত! আমার অন্তর যেন পুলকে অধীর হ'ল! এমন সময় কে যেন সেই পুলকময় স্বর্গলোক হ'তে, পদাঘাতে আমার হৃদয় চূর্ণ ক'রে, এইখানে আমাকে নিক্ষেপ ক'র্‌লে! সেই জন্য আমি তোমাকে তিরস্কার ক'রেছিলেম। আমার এখন মোহ ভঙ্গ হ'য়েছে। আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি, আমি কটু বচনে, তোমার অন্তর ব্যথিত ক'রেছি। তুমি কত ক্লেশে আমার জীবন রক্ষা ক'রেছ, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া দূরে থাকুক, আমি তোমাকে তিরস্কার ক'র্‌ছিলেম, তুমি কি আমার অপরাধ ক্ষমা ক'র্‌বে না?"

বালিকা উঠিয়া বসিয়া, স্থির নেত্রে, উত্তরের প্রতীক্ষায়, অমরনাথের দিকে চাহিয়া রহিল। অমরনাথ কি উত্তর দিবে? সে তখন মুগ্ধ বিস্মিত ও বাক্‌শূন্য হইয়া ভাবিতেছিল, ইনি কি দেবনারী না অপ্সরী? দেবনারী অথবা অপ্সরীর কণ্ঠস্বরেও কি এমন অমৃতধারা বর্ষণ করে? রমণী উত্তর না পাইয়া, আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কি ক্ষমা ক'র্‌বে না?"

অমরনাথ আবার তাহার দিকে চাহিল। আবার তাহার মনে হইল, কি সুন্দর! এ নয়ন—এ বিশাল উজ্জ্বল বঙ্কিম নয়ন, এ প্রীতি-মাখা, সুধাময়, স্নিগ্ধ কটাক্ষ কি এ মর্ত্ত্যলোকে সম্ভব?

রমণী সজললোচনে বলিল, "বুঝেছি, আমার অপরাধ অতি গুরুতর। তুমি আমাকে ক্ষমা ক'র্‌বে না!"

অমরনাথ চমকিয়া উত্তর করিল, "আপনি আমার নিকট কিসের ক্ষমা চাইচেন? আমিই আপনার কাছে করযোড়ে

ক্ষমা ভিক্ষা ক'র্‌চি। আপনি আমাকে ক্ষমা ক'র্‌বেন কি না, বলুন।"

রমণী হাসিয়া উত্তর করিল, "তুমি আমার জীবনরক্ষার জন্য অই নদীর ঘোর তরঙ্গে, ভয়ঙ্কর তুফানের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে, নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিচ্ছিলে, এই তোমার প্রথম অপরাধ! তুমি দয়া ক'রে আমার জীবন রক্ষা না ক'র্‌লে, আমি এতক্ষণ যমসদনে যেতেম, এই তোমার দ্বিতীয় অপরাধ! এমন অপরাধের কি ক্ষমা আছে?"

অমরনাথ বলিল,"আপনি দেবনারী,কি অপ্সরী,জানি না! আমি এ পাপ নরলোকের নিকৃষ্ট জীব, অই অনিন্দ্যশ্রী কনকপারিজাত স্পর্শ ক'র্‌তে সাহস ক'রেছিলেম, তার জন্য যুক্ত করে ক্ষমাপ্রার্থনা ক'র্‌ছি!"

রমণীর মুখমণ্ডল উষাপদ্মের ন্যায় আরক্তিম হইল। ওষ্ঠাধর ঈষৎ স্ফুরিত হইল। সে ভূতলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। সেই তরঙ্গসমাকুলা, ভীষণাকায়া যমুনার সম্মুখদেশে, জনশূন্য প্রান্তরে, মেঘমালাময় আকাশ-তলে, দুজনে অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। অবশেষে রমণী বলিল, "সন্ধ্যা হ'য়ে এল। আমার গুরুদেব আজিকার এ সকল ঘটনা কিছুই জানেন না। তিনি তোমাকে দেখ্‌লে কতই সুখী হবেন। চল, তোমাকে তাঁর নিকটে ল'য়ে যাই। আর তুমি আমাকে "দেবনারী" "অপ্সরী" এ সকল কথায় সম্ভাষণ করিও না। আমি যোগাশ্রমবাসিনী দুঃখিনী রমণী, ও সকল কথা শুন্‌লে আমার লজ্জা করে!"

অমরনাথ বলিল,"তবে আপনাকে কি ব'লে সম্ভাষণ ক'র্‌ব?"

রমণী বলিল, "আমার নাম—ছায়া।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবনের পশ্চিম পার্শ্বে যমুনা-পুলিনে, কৃষ্ণানন্দ স্বামীর যোগাশ্রম। "যোগাশ্রম" কুসুমলতাপরিবৃত ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর মাত্র। সেই কুটীরের অভ্যন্তরে একটী অনতিদীর্ঘ, অনুচ্চ, প্রস্তরনির্ম্মিত বেদিকা। বেদিকার চারিপার্শ্বে নানাদেশ হইতে সংগৃহীত, নানা ভাষায় লিখিত, অতি যত্নে সংরক্ষিত, গ্রন্থরাশির মধ্যস্থলে বসিয়া, বৃদ্ধ যোগী কৃষ্ণানন্দ স্বামী অতুল আনন্দে, সস্মিতবদনে, কখনও সেই অমূল্য গ্রন্থরাশি অধ্যয়ন করেন, কখনও বা স্তিমিত নয়নে ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া থাকেন। যোগাশ্রমের পার্শ্বদেশে কৃষ্ণানন্দ স্বামীর সংসারাশ্রম। তিনি স্বয়ং ইহাকে "সংসারাশ্রম" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। সংসারাশ্রম একটি ক্ষুদ্র ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকা। তাহার সম্মুখে একটি পূজার দালানে রাধাকৃষ্ণের পাষাণনির্ম্মিত যুগলমূর্ত্তি। দালানের সম্মুখে ও পার্শ্বদেশে ফলফুলের উদ্যান। কৃষ্ণানন্দের তিন জন মাত্র শিষ্য এই সংসারাশ্রমে বাস করেন। রাধিকাদাস নামে একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব, কাত্যায়নী নামে একটী প্রৌঢ়া রমণী ও একটী ষোড়শবর্ষীয়া বালিকা, তাহার নাম ছায়া। ছায়াকে পাঠক দেখিয়াছেন। স্বামীজী প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় একবার এই সংসারাশ্রমে আসিয়া রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির পূজা ও আরতি প্রভৃতি সমাপন করিয়া, অন্তঃপুর মধ্যে কিঞ্চিৎ পান ভোজন করিয়া ও

তাঁহার প্রিয়শিষ্যা ছায়ার সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া, আবার আপন যোগাশ্রমে চলিয়া যান ও সেই খানে রাত্রি যাপন করেন। ছায়া প্রত্যহ প্রভাতে তাঁহার নিকটে গিয়া, তাঁহার নির্ব্বাচিত কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করে, তাঁহার পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করে ও কাত্যায়নীকে গৃহস্থাশ্রমের যাবতীয় কার্য্যে সাহায্য করে।

আজ তিন দিন হইল, অমরনাথ এই গৃহস্থাশ্রমে আসিয়াছে। অমরনাথ ছায়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এমন বিশুদ্ধ বাঙ্গালাভাষায় কথা কহিতে কেমন ক'রে শিক্ষা ক'রেছিলে?"

ছায়া বলিল, "গুরুদেবের নিকট বাঙ্গালা দেশের ভাষা শিখেছিলেম। বঙ্গদেশের কত লোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে আসে, তিনি তাদের সঙ্গে বাঙ্গালাভাষায় কথা কহেন। তিনি তোমারও সঙ্গে তো সে দিন বাঙ্গালাভাষায় কথা ক'য়েছিলেন! আমার গুরুদেব কোন্ দেশের ভাষা না জানেন? মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, গুজরাট প্রভৃতি দেশের লোক এলে, তিনি তাদের সঙ্গে তাদেরই স্বদেশীয় ভাষায় কথা কহেন। তিনি বাঙ্গালাদেশের ভাষা বড় ভালবাসেন। আমাকে শৈশবকালে বাঙ্গলাদেশের ভাষা শিখিয়েছিলেন।"

অমরনাথ ছায়ার পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, "তিনি বোধ হয় বাঙ্গালাদেশের পরিচ্ছদ ভালবাসেন না।"

ছায়া বলিল, "আমাদের দেশের পরিচ্ছদ অপেক্ষা কি বাঙ্গালা দেশের পরিচ্ছদ ভাল? গুরুদেব বলেন, এদেশের স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদের মত সুন্দর পরিচ্ছদ পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই। সে যা হ'ক, আমি তোমাকে কতবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব মনে ক'রেছিলেম,

কিন্তু ভুলে গিয়েছিলেম, তুমি এ দেশে কেন এসেছিলে? শুনেছি, বাঙ্গালা দেশ এখান হ'তে অনেক দূর। এখানে তোমাদের দেশের কত লোক তীর্থ ক'র্‌তে আসে। তারা বলে, বাঙ্গালা দেশ এখান হ'তে না কি দুই মাসের পথ।"

বিল্বগ্রাম হইতে চলিয়া আসা অবধি অমরনাথ সেখানকার কোন সংবাদ এ পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই। সে সংক্ষেপে আপন জীবন-বৃত্তান্ত ছায়াকে শুনাইল। বিল্বগ্রাম, হরমোহন দত্ত, পিশিমা, গুরুচরণ, অন্নপূর্ণা, পশুপতি বাবুর সঙ্গে অন্নপূর্ণার বিবাহ,—একে একে সকল কথা বলিল। ছায়া অতি মনোযোগের সহিত সকল কথা শুনিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "যদি পশুপতি বাবুর সঙ্গে অন্নপূর্ণার বিবাহ না হ'ত, তাহ'লে এজন্মে আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হ'ত না।—এতদিনে আমার মৃতদেহ যমুনার স্রোতে কতদূর ভেসে যেত!"

ছায়া তাহার গুরুদেবের সান্ধ্য আরতির উদ্যোগ করিতে চলিয়া গেল। অমরনাথ প্রফুল্ল হৃদয়ে পদচারণা করিতে করিতে, চিরপ্রীতিময় বৃন্দাবনের শ্রাবণের দিবাবসানের আনন্দ-উৎসব দেখিতে গেল। অমরনাথ দেখিল, চারিদিকে আনন্দ-কোলাহল। নরনারী প্রীতি-উৎসবে উৎফুল্ল। যুবা, বৃদ্ধ ও শিশু আনন্দে উন্মত্ত। চারিদিকে শঙ্খ-ঘণ্টার বিজয়-নিনাদ, বাদ্যযন্ত্রসমূহের মধুর শব্দ, গায়কগণের উচ্চ গীতিধ্বনি! অমরনাথের মনে হইল,—একদিন এ আনন্দধামে, রাধাশ্যামের প্রেমনিকেতন বৃন্দাবনে, নররূপী নারায়ণের যে প্রেম-লীলায় জগৎ মুগ্ধ হইয়াছিল, যে অমৃতধারা ধরাধামে প্রবাহিত

হইয়াছিল, তাহার পবিত্র স্মৃতি আজ এ উনবিংশ শতাব্দীর উত্তপ্ত কিরণে, জীবন-সংগ্রামের হাহারবে, অতীতের অন্ধতামসে বিলীন! কিন্তু আজিও এ শান্তিনিকেতনে সে প্রেমধারা সহস্র ধারে হৃদয় প্লাবিত করে! অমরনাথের হৃদয়ে প্রেম-প্রবাহ ছুটিল। আর সে প্রেম-স্রোতের উপর, পরিমলে প্রাণ পুলকিত করিয়া, হৃদয় মুগ্ধ করিয়া, অন্তরের অন্তস্তল আলোড়িত করিয়া, মন্দাকিনীস্রোতে প্রফুল্ল পারিজাতের ন্যায়, মানস-সরোবরে বিকচকমলের ন্যায়, একটী স্বর্গীয় সৌরভময়, সুরলোকের সৌন্দর্য্যময়, পূর্ণবিকসিত শতদল প্রেম-হিল্লোলে নাচিতে লাগিল! সে শতদল—অপ্সরীরূপিণী ছায়া! অমরনাথের মনে হইল, এ পৃথিবী কি সুন্দর! মনে হইল, এ মর্ত্ত্যলোকে, যেখানে এমন পবিত্র আনন্দ-কোলাহল, এমন প্রীতিধ্বনি, আর যেখানে অমরলোকবাসিনী ছায়ার সজীব মূর্ত্তি বিরাজিত, সে কি সুখের স্থান! যদি মানুষের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ঘোর তিমিরে আবদ্ধ না হইত, তবে এ নরজীবনে কত আশার উল্লাস বিষাদে পরিণত হইত!

দেখিতে দেখিতে এক মাস অতীত হইল। এই এক মাসের ভিতর ছায়া আর একদিনও অমরনাথের নিকট আসিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহে নাই। ছায়ার মুখমণ্ডলে আর সে স্ফূর্ত্তি নাই, তাহার ললাটে যেন কোন গভীর চিন্তারেখা প্রকটিত! অমরনাথ তাহার নিকট গেলে, সে সেখান হইতে চলিয়া যায়; তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ভূতলে শূন্য দৃষ্টিতে দেখিয়া, দুই একটী কথায় তাহার উত্তর দেয়। অমরনাথ ভাবিতে লাগিল, ইহার কারণ কি? ছায়ার কি কোন অসুখ হইয়াছে? অমর একদিন ছায়াকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহার

কি কোন অসুখ হইয়াছে? তাহাতে ছায়া ম্লান মুখে, "কিসের অসুখ" এই দুইটী মাত্র কথায় তাহার উত্তর দিয়া, অমরের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিল। তবে কি কোন অজ্ঞাত অপরাধে সে ছায়ার বিরাগ-ভাজন হইয়াছে?

একদিন প্রভাতে ছায়া উদ্যানমধ্যে তাহার গুরুদেবের পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করিতেছিল। কাত্যায়নী যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছে। রাধিকাদাস অন্যান্য দিনের মত মন্দিরসমূহে দেবদর্শনে গিয়াছে। অমরনাথ ছায়ার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ছায়া! তুমি কি আমার উপর রাগ ক'রেছ?"

ছায়া করস্থিত শেফালিকা ফুলের দিকে চাহিয়া উত্তর করিল, "কই, না?"

অমর বলিল, "শুন, ছায়া! আজ তোমাকে মনের কথা খুলে ব'ল্‌ব ব'লে, তোমার কাছে এসেছি। তোমাকে দেখে অবধি এ জগতের আর সকলকে ভুলে গিয়েছি। তুমি বই আর কোন চিন্তা এক নিমেষের জন্য হৃদয়ে স্থান পায় নাই। নিকটে কিংবা দূরে, সম্মুখে অথবা অসাক্ষাতে, জাগ্রতে অথবা স্বপ্নে, এই এক মাস তোমার এই পবিত্র প্রতিমা আমার অন্তরে দিন-রাত বিরাজ ক'র্‌চে!"

ছায়ার করস্থিত কুসুম ভূতলে পড়িয়া গেল। সে বলিল, "আমি তোমার কথা বুঝ্‌তে পার্‌চি না। তুমি কেন আমাকে এ সকল কথা ব'ল্‌চ?"

অমর বলিল, "আজ আমি তোমার গুরুদেবের নিকট গিয়ে, তাঁর কাছে প্রার্থনা ক'র্‌ব, তিনি আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিন।"

ছায়া বলিল, "তুমি কি জ্ঞানশূন্য হ'য়েছ? তুমি বাঙ্গালী—আমি হিন্দুস্থানী!"

অম। তোমার গুরুদেব মহাযোগী। তিনি বাঙ্গালী হিন্দুস্থানীতে প্রভেদ জ্ঞান করেন না। তিনি লোকাচার ও দেশাচার গ্রাহ্য করেন না।

ছায়া। তিনি নিজের সম্বন্ধে না করুন, আমার সম্বন্ধে এ সকল বিষয়ে প্রভেদ জ্ঞান করেন। আর তাঁর শিষ্যা, আমিও, দেশাচার ও লোকাচারের সম্মান করি। কি লজ্জার কথা! তিনি তোমার প্রস্তাব শুনে কি মনে ক'র্‌বেন?

অম। তবে তোমার ইচ্ছা নহে, আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়?

ছায়া। আমার ইচ্ছা থাক্‌লেও আমার সঙ্গে বিবাহে তোমার সম্মত হওয়া উচিত নয়। লোকে তোমাকে নিন্দা ক'র্‌বে; তুমি বাঙ্গালী হ'য়ে হিন্দুস্থানীর মেয়েকে বিবাহ ক'রেছ বলে, তোমাকে ঘৃণা ক'র্‌বে। তুমি দেশে ফিরে যাও। সেখানে তোমার আত্মীয়-স্বজন আছেন। তোমার ভাবী-জীবনে কত সুখ-সম্পত্তির আশা আছে। তুমি বিদ্বান্, রূপবান্। কত সুন্দরী নারীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হ'তে পারে। আমি দুঃখিনী, আশ্রমবাসিনী বালিকা, আমাকে জন্মের মত বিস্মৃত হও।

অম। হায়! ছায়া! তোমাকে বিস্মৃত হব? অসম্ভব! যদি আমার এ হৃদয় চূর্ণ হ'য়ে, তোমার অই চরণতলস্থ বালুকারাশির মত পরমাণুসমূহে পরিণত হয়, তাহ'লেও তোমার অই অপ্সরীমূর্ত্তি, আমার সেই চূর্ণ হৃদয়ের প্রতি পরমাণুতে চিরদিন বিরাজ ক'র্‌বে!

ছায়া সজল-নয়নে, রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "হায়! তুমি কি নিষ্ঠুর! তুমি কেন আমাকে আসন্ন মৃত্যুর গ্রাস হ'তে রক্ষা ক'রেছিলে? তোমাকে মিনতি করি, অমরনাথ! আর তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিও না। আর তুমি আমাকে দেখা দিও না।—এখান হ'তে তোমার দেশে ফিরে যাও!"

অমরনাথ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "ছায়া! তবে আমি চ'ল্‌লেম। এ জন্মে আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। তুমি যে পাষাণী, আগে জান্‌তেম না!"

অমরনাথ সেখান হইতে চলিয়া গেল। কৃষ্ণানন্দ স্বামীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য, সে তাঁহার যোগাশ্রমে গেল। দেখিল, যোগিরাজ নিমীলিত লোচনে, নিশ্চল দেহে "অবৃষ্টিসংরম্ভ অম্বুবাহের" ন্যায় যোগাসনে উপবিষ্ট! অমরনাথ তাঁহার যোগভঙ্গ না করিয়া,তাঁহাকে সসম্ভ্রমে প্রণিপাত করিয়া, যমুনার পার্শ্বদেশ দিয়া চলিল। পশ্চাতে, পার্শ্বে, যমুনাজলের দিকে, ছায়ার দিকে, একবারও না চাহিয়া, চঞ্চল-পদবিক্ষেপে, অকস্মাৎ কমলবনে উন্নতফণা ফণিনী দেখিয়া পথভ্রান্ত পথিক যেমন সভয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে, অমরনাথ তেমনি দ্রুতপদ-সঞ্চালনে চলিতে লাগিল।

আর ছায়া একাকিনী সেই পুষ্পোদ্যানে দাঁড়াইয়া, অনিমেষ নয়নে অমরনাথের দিকে চাহিয়া রহিল। অমরনাথ তাহার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল, ছায়া আর কাহাকে দেখিতে পাইল না। তখন বালিকা সঞ্চিত কুসুমরাশি পুষ্পপাত্র সমেত দূরে নিক্ষেপ করিয়া, ভূমিতলে লুটাইয়া, অশ্রুপ্রবাহে ক্ষিতিতল সিক্ত করিয়া, বলিতে লাগিল, "কোথায় যাও,

অমর! অমর! তুমি কি, সত্য-সত্যই জন্মের মত বিদায় গ্রহণ ক'র্লে? একবার এই বাহুযুগলে তোমার কণ্ঠধারণ ক'রে, তোমাকে একবার 'অমর' ব'লে ডাক্‌তে পেলেম না! আমি পাষাণী কেন যে তোমাকে জন্মের মত বিদায় দিলেম, সে কথা একবার তোমার কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে তোমার চরণ-যুগল নয়ন-জলে সিক্ত ক'রে, তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পার্‌লেম না! হায়! তুমি তো জান্‌তে পার্‌লে না, তোমাকে দেখে অবধি আমি যে উন্মত্তা হ'য়েছিলেম! সেই দিন অবধি তোমার চরণ বক্ষে ধারণ কর্‌বার জন্য প্রতিমুহূর্ত্তে, প্রতি নিমিষে, প্রাণ যে আকুল হত, পাগল প্রাণকে শান্ত কর্‌বার জন্য এত দিন যে হৃদয় বিদীর্ণ ক'রেছি, প্রাণ চূর্ণ ক'রেছি, তা তো তুমি জান্‌তে পার্‌লে না? তোমাকে দেখ্‌তে পেলে হৃদয়ে ধর্‌বার জন্য, তুমি নিকটে থাক্‌লে, আরও নিকটে এসে প্রাণের সঙ্গে প্রাণ মিশাবার জন্য, প্রাণ যে অধীর হত, আবার তুমি নিকটে না থাক্‌লে যে পলকে প্রলয় জ্ঞান হত, সে কথা তোমাকে ব'ল্‌তে পার্‌লেম না! একদিন অনেক রাত্রিতে, অশেষ যাতনা সহ্য ক'রে, অবশেষে যথন নিদ্রা এল, স্বপ্ন দেখ্‌লেম,—যেন আর ধৈর্য্য ধারণ ক'র্‌তে না পেরে, পাগলিনীর মত দৌড়ে গিয়ে, সকলের সাক্ষাতে তোমাকে আলিঙ্গন ক'র্‌লেম! যেন পুরুষগণ পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে, হাস্‌তে লাগ্‌ল, যেন নারীগণ আমাকে কলঙ্কিনী ব'লে উপহাস ক'র্‌তে লাগ্‌ল, যেন গুরুদেবের প্রসন্ন বদন গম্ভীর হল! লজ্জায়, ঘৃণায়, আর তোমাকে স্পর্শ ক'র্‌ব না বলে, যেন যমুনার জলে ঝাঁপ দিতে গেলেম, এমন সময় তুমি যেন কোথা হতে এসে, বাহুপ্রসারণ ক'রে, আমাকে বক্ষে ধারণ ক'র্‌লে, আর তথনি ঘুম ভেঙ্গে গেল! তথন তোমাকে দেখ্‌তে না পেয়ে, কত

কাঁদ্‌লেম, সে সকল কথা তো তোমাকে বলা হ'ল না! তুমি আপন প্রাণ তুচ্ছ ক'রে, ঘোর তুফানে, ভীষণ তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে,আমার জীবন-দান ক'রেছিলে, আর আমি, নির্জ্জনে, নিভৃতে, পরমেশ্বরের নিকট শপথ ক'রে, তার যে প্রতিদান তোমাকে দিয়েছি, যে, আমার এ জন্মে, আর জন্মজন্মান্তরে তুমি আমার হৃদয়ের একমাত্র অধীশ্বর হ'য়ে চিরদিন এ হৃদয়ে বিরাজ ক'র্‌বে, সে কথা তোমাকে তো বলা হ'ল না! তুমি আজ-আমাকে তোমার মনের কথা খুলে ব'লেছিলে! একবার ফিরে এস, অমর!—আমার অমর!—আমার প্রাণেশ্বর!—আমার ইহলোকের ইষ্টদেবতা!—আমার পরলোকের প্রাণের সখা!—একবার ফিরে এস, আমিও তোমাকে আমার প্রাণের কথা খুলে বলি! তখন বুঝ্‌তে পার্‌বে, কে কাহাকে অধিক ভালবাসে!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অমরনাথ দেখিল, তাহার সুখের স্বপ্ন ফুরাইয়া গেল! যেমন অকস্মাৎ মেঘময় আকাশে, ক্ষণপ্রভা চমকিয়া, দিগন্তে উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিয়া, আবার তখনি যখন জলদক্রোড়ে বিলীন হয়, দশদিক গাঢ়তর তিমিরে ডুবিয়া যায়; যেমন দীপমালাময়, প্রীতিময় নাট্যশালা সার্দ্ধযামমাত্রব্যাপী অভিনয়কাল সমাপ্ত হইলে, নিবিড়তর নিস্তব্ধ অন্ধকারে পরিণত হয়; যেমন তমোময়, বিষাদময় বঙ্গভূমি, শারদীয় উৎসবের তিন দিন ফুরাইয়া গেলে, আবার বিষাদের ঘোরতর অন্ধকারে পতিত হয়; অমরনাথ তেমনি আশার আলোকে বঞ্চিত হইয়া, ছায়ার প্রেমস্বপ্ন হইতে জাগরিত হইয়া, চারিদিকে পূর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতর অন্ধকার দেখিল! বৃন্দাবন হইতে, কৃষ্ণানন্দের যোগাশ্রম হইতে অনেক দূরে পলায়ন করিয়া, নির্জ্জন যমুনাতটে বসিয়া, ভাবিতে লাগিল, এখন কি করিবে? কোথায় যাইবে?

অন্নপূর্ণা অমরনাথকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত; কিন্তু ছায়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে বাস্তবিক প্রেম কি তাহা অমরনাথ জানিত না। হরমোহন দত্ত যে তাঁহার অতুলরূপগুণশালিনী কন্যাকে তাহার মত দরিদ্রের সঙ্গে পরিণীতা করিবেন, এ কথা বিশ্বাস করিতে

যেন তাহার সাহস হইত না। তাহার পর যখন সে অন্নপূর্ণার বিবাহের পূর্ব্বে স্বচক্ষে দেখিল যে, অন্নপূর্ণার বর তাহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, তখন তাহার হৃদয় ব্যথিত হইল। অচিরাৎ সে মর্ম্মবেদনা ঘোর নৈরাশ্যের অন্ধকারে পরিণত হইল। সেই নৈরাশ্যের অন্ধতামস-মধ্যে যখন অমরনাথ সহসা দিব্যালোকময়ী ছায়ার দর্শন লাভ করিল, তাহার হৃদয়-মধ্যে অকস্মাৎ প্রচণ্ড অনল জ্বলিয়া উঠিল। সে উন্মত্তের মত ছায়ার রূপের অনলে ঝাঁপ দিল। অন্নপূর্ণার প্রতি অমরনাথের ক্ষীণ অনুরাগ সে প্রচণ্ড অনলে ভস্মীভূত হইল।

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া, অমরনাথ অবশেষে স্থির করিল যে, গুরু-চরণের অন্বেষণ করিয়া, একবার তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, তাহাকে কোন উপায়ে দেশে পাঠাইয়া দিয়া, সে জনসমাগমশূন্য পার্ব্বত্যপ্রদেশে যোগিবেশে বিচরণ করিয়া, নশ্বর নরলীলা সমাপ্ত করিবে। কিন্তু গুরুচরণ কোথায়? অমরনাথ আবার নানা নগরে, নানা গ্রামে Outram সাহেবের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অবশেষে সংবাদ পাইল, সাহেব বারাণসী নগরে গিয়াছেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া শুনিল, কয়েক দিবস হইতে সাহেব সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন সত্য, কিন্তু আজ তিন দিন হইল, তিনি সৈন্য সঙ্গে গোরক্ষপুর অভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন। গুরুচরণ তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে কি না, কেহই বলিতে পারিল না। অমরনাথ গোরক্ষপুরে গিয়া সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, গুরুচরণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। সাহেব বলিলেন, "সে লক্ষ্ণৌ নগরে এসে, তোমাকে দেখ্‌তে না পেয়ে, তোমার অন্বেষণে কানপুরে গিয়েছিল। সেই অবধি আর তার কোন সংবাদ পাই নাই। বোধ

করি, এখনও সে তোমারই অনুসন্ধান ক'র্‌ছে। এখন সিপাহি-বিদ্রোহ শেষ হ'য়েছে। আর এখন গুরুচরণের কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। সে শীঘ্রই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌বে প্রতিশ্রুত হ'য়েছিল।"

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "সিপাহি-বিদ্রোহ শেষ হ'য়েছে, তবে আপনি সৈন্যদল সঙ্গে ল'য়ে, যুদ্ধসজ্জায় দেশ-বিদেশে ভ্রমণ ক'র্‌চেন কেন?"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "রাজনৈতিক রহস্য কাহারও জান্‌বার অধিকার নাই। বিদ্রোহ শেষ হ'য়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতে ইংরাজ-রাজত্বকে দৃঢ়মূল করবার জন্য বিদ্রোহিগণের দণ্ডবিধান আবশ্যক। অনেক বিদ্রোহীর উপযুক্ত দণ্ডবিধান করা করা হ'য়েছে। এখানে আস্‌বার সময় পথিমধ্যে অনেক বৃক্ষশাখায় বহুসংখ্যক রাজশত্রুর দেহ দোদুল্যমান দেখে থাক্‌বে। সে যা হ'ক্, তোমাকে একটী গোপনীয় রাজনৈতিক সংবাদ জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে ইচ্ছা করি। আমি এখন গবর্ণমেণ্টের আদেশমত কয়েকজন বিদ্রোহি-নায়কের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত আছি। তাদের মধ্যে এক জন তোমাদের বঙ্গদেশনিবাসী। তুমি লালা সম্পৎ রায়ের নাম শুনেছ কি?"

অম। না। কিন্তু লালা সম্পৎ রায় বোধ করি বাঙ্গালী নহে। আপনার ভ্রম হ'য়ে থাক্‌বে।

সাহে। সে ব্যক্তির প্রকৃত নাম সম্পৎ রায় নহে। সে স্থানবিশেষে ও অবস্থাবিশেষে নাম পরিবর্ত্তন ক'রে থাকে। তুমি যশোহর জিলার অন্তর্গত মাধমপুরগ্রামের নাম কখনও শুনেছ কি? সেখানকার নরেন্দ্রনাথ বসুকে জান?

অম। মাধমপুর গ্রাম জানি, কিন্তু নরেন্দ্র বসুর নাম কখনও শুনি নাই।

সাহে। আচ্ছা মাধমপুর, নেপাল, কলিকাতা ৩২ নম্বর নেবুতলা, এই তিনটী স্থানের মধ্যে কোন স্থানের লালা সম্পৎ রায়, নরেন্দ্রনাথ বসু অথবা পশুপতি বসু,—এই কয়েকটী নামের মধ্যে কাহারও নাম শুনেছ ?

শেষ নাম নাম শুনিয়া অমরনাথ চমকিয়া উঠিল।

সাহেব বলিলেন, "এ ব্যক্তির আকার-প্রকারের আভাস পেলে, বোধ হয় ভালরূপ বুঝ্‌তে পার্‌বে।"

সাহেব একখানি ক্ষুদ্র পকেট বুক বাহির করিয়া, পশুপতি বসুর আকার-প্রকারের বিবরণ পড়িয়া, অমরনাথকে শুনাই-লেন। অমরনাথের বুঝিতে বিলম্ব হইল না, সাহেব কাহার অন্বেষণ করিতেছেন। এতো অন্নপূর্ণার বর পশুপতি বাবু! অমরনাথ ভাবিল, এখন সাহেবকে কি উত্তর দিবে ?

সাহেব বলিলেন. "আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি এ ব্যক্তিকে চিন্‌তে পেরেছ। আমি গোপনে সংবাদ পেয়েছি, এই ব্যক্তি এই প্রদেশে পলায়ন ক'রে এসেছে। আমি কয়েকজন সৈন্য ল'য়ে নেপালের অভিমুখে যাচ্ছি। অল্পদিনের মধ্যেই এখানে ফিরে আস্‌ব। তারপর তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে আরও পরামর্শ ক'র্‌ব। আপাততঃ তুমি এইখানেই থাক। আমার সহচরগণকে আদেশ ক'র্‌ব, যেন তোমার কোন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অপ্রতুল না হয়। আর আমার সঙ্গে থাক্‌লে, তোমার বন্ধু গুরুচরণের সঙ্গে শীঘ্র সাক্ষাৎ হবে।"

কয়েক দিন পরে অমরনাথ গোরক্ষপুর নগরের বহির্দেশে রাজপথে একাকী পদচারণা করিতে করিতে চিন্তা করিতেছিল, এখন কি করিবে? সাহেবের অনুরোধ অবহেলা করিয়া, এখান হইতে চলিয়া যাইবে? এই দুর্বৃত্ত, দস্যুনায়ক পশুপতির সঙ্গে যদি অন্নপূর্ণার বিবাহ না হইত! অমরনাথ চিন্তা করিতে করিতে, নগরের প্রান্তভাগ হইতে দূরে আসিয়া পড়িল। হঠাৎ দেখিতে পাইল, রাজপথের পার্শ্বদেশে একটী রমণী একাকিনী দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছে। রমণী যুবতী ও সুন্দরী। পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হইল, রমণী সম্রান্তবংশীয়া; কিন্তু অনশনে অথবা কোন নিদারুণ চিন্তায়, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ। অমরনাথ তাহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি কোন বিপদে প'ড়ছেন?"

প্রশ্ন শুনিয়া, রমণী চমকিয়া অমরনাথের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। উত্তর না পাইয়া, অমরনাথ আবাব জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে? এখানে একাকিনী দাঁড়িয়ে রোদন ক'রুচেন কেন?"

রমণী অঞ্চলে অশ্রুমোচন করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় উত্তর করিল, "কি বিপদে প'ড়েছি, তা তোমাকে কি ব'লব? কিন্তু তোমার পরিচ্ছদ দেখে বোধ হ'চ্চে, তুমি বাঙ্গালী। আমি জানি, বাঙ্গালীরা বড় বিশ্বাস-ঘাতক। তাই আমার মনে আশঙ্কা হ'চ্চে, যদি তোমাকে আমার বিপদের কথা বলি, হয়তো তুমি আমাকে আরও বিপদে ফেলবে।"

অমরনাথ দেখিল, রমণীর অশ্রু প্রবলতর বেগে বহিতে লাগিল। সে বলিল, "আপনার কোন ভয় নাই। আমি সাধ্যমত আপনার সাহায্য ক'রব।"

রমণী বলিল, "তবে শোন, তোমাকে বলি। আমার অদৃষ্টে যা আছে, হবে। আমার স্বামী পীড়িত ও শয্যাগত। আমি একাকিনী তাঁর সঙ্গে। আমরা বিদেশী। আমাদের সঙ্গে অনেক লোক ছিল; কিন্তু আমার স্বামীকে পীড়িত দেখে, তারা একে একে সকলেই পালিয়েছে। শেষে আমাদের একজন অনেক দিনের পুরাতন চাকর ছিল। অনেকক্ষণ হ'ল, সে আমার স্বামীর জন্য দুধ আন্‌তে গিয়েছিল, কিন্তু আর ফিরে এল না। তিনি দুধ বই আর কিছু খেতে পারেন না। আমি তাঁকে একলা ফেলে এসেছি। তাঁকে এক বিন্দু জল দেয়, এমন কেহ নাই।"

অমরনাথ বলিল, "আমি এখনি আপনাকে দুধ এনে দিচ্চি।"

রমণী অমরনাথের হাতে একটী মোহর দিয়া বলিল, "দুধের কত দাম লাগে, আমি তা জানি না। এই মোহরটী ভাঙ্গিয়ে, আধ সের দুধ এনে দাও।"

অমরনাথ মোহরটী ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "আধ সের দুধের দাম এখানে এক পয়সা। আমি এখনি আপনাকে দুধ এনে দিচ্চি।"

অমরনাথ দ্রুতপদে নিকটবর্ত্তী একটী গ্রাম হইতে দুধ আনিয়া দিল। রমণী বলিল, "তবে আমি যাই।

অমরনাথ বলিল, "আপনার স্বামী এখান থেকে কতদূরে থাকেন?"

রমণী আবার সন্দিগ্ধ নয়নে অমরকে দেখিয়া বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে আস্‌বে? তবে চল, সে স্থান অধিক দূর নয়। কিন্তু তোমাকে মিনতি করি, আমাকে যেন আবার কোন নূতন বিপদে ফেলিও না!"

শৈব। আবার অই কথা? কি জানি, বাঙ্গালীজাতি পরচর্চ্চা কেন এত ভালবাসে! তিনি বাঙ্গালী, আমি নেপালী। তিনি কায়স্থ আর আমি ক্ষত্রিয়-কন্যা। তাঁর সঙ্গে আমার দেশাচারসম্মত বিবাহ কি প্রকারে হ'তে পারে? এই সকল কথা ল'য়ে, তোমদের দেশের লোক কত রকম নিন্দা ও কুৎসা ক'রে থাকে; তাঁকে কত কটূকথা বলে। আমার আত্মীয়-স্বজনের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করে, তিনি আমাকে জোর ক'রে সঙ্গে ল'য়ে এসেছিলেন, এই জন্য লোকে এখনও সেই কথার উল্লেখ করে, তাঁকে দস্যু বলে, তাঁর সম্বন্ধে কত রকম কথা আমাকে বলে। তিনি দস্যু হন, আর সাধু হন, তাতে তাদের কি ক্ষতিবৃদ্ধি, তা আমি বুঝ্‌তে পারি না। তিনি আমাকে কখনও কখনও প্রহার করেন ব'লে, তারা সকলে তাঁকে নিষ্ঠুর, পাষণ্ড বলে। আমি দোষ ক'র্‌লে তিনি আমাকে মারেন, তাতে তাদের কি ক্ষতি হয়, আমি বুঝ্‌তে পারি না। সংপ্রতি বাঙ্গালাদেশে একজন বড়মানুষের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ স্থির হ'য়েছিল। তিনি লোকজন সঙ্গে ল'য়ে, কি একটা গ্রামে, তার নাম মনে পড়্‌চে না, বিবাহ ক'র্‌তে গিয়েছিলেন। শেষে সে বিবাহ হল না। কি জানি, একটা গোলমাল হ'য়ে বিবাহ ভেঙ্গে গেল। এই কথা ল'য়ে, তোমাদের বাঙ্গালা দেশের লোক, কত রকম কথায়, অকারণ তাঁর কত নিন্দা ক'র্‌তে লাগ্‌ল, কত উপহাস ও বিদ্রূপ ক'র্‌তে লাগ্‌ল। শেষে আমাদিগকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে আস্‌তে হল।"

অমরনাথ চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে গ্রামের নাম আপনার মনে নাই?—বিল্বগ্রাম নয়তো?"

শৈবা। হাঁ—বিল্বগ্রাম। তুমি দেখ্‌চি, এত দূরদেশেও নিন্দকদের মুখে এসব কথা শুনেছ। সেই মেয়েটীর নাম অন্নপূর্ণা। জমীদারের নাম, কি দত্ত।

অম। হরমোহন দত্ত। তা সে বিবাহ কি ভেঙ্গে গিয়েছিল? হরমোহন দত্তের কন্যা অন্নপূর্ণার সঙ্গে কি আপনার স্বামীর বিবাহ হয় নাই?

শৈবা। চুপ কর! অত উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিও না। আমার স্বামীর ঘুম ভেঙ্গে যাবে। আমি তো ব'লেম, কি একটা গোলমাল হ'য়ে সেই অন্নপূর্ণার সঙ্গে আমার স্বামীর বিবাহ হ'ল না।

অমরনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, যুক্ত করে, ঊর্দ্ধে চাহিয়া, বলিল, "পরমেশ্বর! তুমি ধন্য!—আপনি কি ব'ল্লেন, আর একবার বলুন! আপনার স্বামীর সঙ্গে অন্নপূর্ণার বিবাহ হয় নাই? আজ যে আপনার মুখে এ সুখের সংবাদ শুন্‌ব, স্বপ্নেও জান্‌তেম না।"

শৈবা। ওকি! আবার অত উচ্চৈঃস্বরে কথা কইছ? অই শুন, আমার স্বামীর বুঝি ঘুম ভেঙ্গে গেল! তিনি বুঝি আমাকে ডাক্‌চেন!"

রুগ্নশয্যাশায়ী পশুপতি ক্ষীণ স্বরে ডাকিল, "শৈবাল! কোথায় তুমি?"

"এই যে আমি!" বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া, শৈবাল জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কি ব'ল্‌চ?"

পশুপতি বলিল, "আমি স্বপ্ন দেখ্‌চি, না সত্য? আমার বোধ হ'ল, যেন ভীষণকায় যমদূতগণ প্রকাণ্ড লৌহমুদ্গর হাতে ল'য়ে, আমার চারিদিকে দাঁড়াল, আর আমাকে ব'ল্‌তে লাগল, অই ছাখ্‌! কি

সুন্দর, সুকুমার শিশু! ও না তোর ভাই? ওর প্রতি এ অত্যাচার? কই—শৈবাল! আমার ভাই কোথায়?"

শৈবাল বলিল, "শান্ত হও, নাথ! কুস্বপ্ন দেখেছিলে। আর ওকথা মনে করিও না। এই আমার হাতের উপর মাথা দিয়ে শুয়ে থাক।"

পশুপতি বলিল, "তুমি কার সঙ্গে কথা কইছিলে?"

"একজন বিদেশী বাঙ্গালীর সঙ্গে এইমাত্র দেখা হ'য়েছিল।"

"তাকে আমার নিকট ল'য়ে এস।"

শৈবাল বাহিরে আসিয়া, অমরনাথকে সঙ্গে লইয়া পশুপতির শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইল। পশুপতি বলিল, "এই যে! এই যে আমার ভাই! ব'ল্‌ছিলে, আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেম? স্বপ্ন নয়—সত্য! ভাই, অমর! তুমি কি আমাকে চিন্‌তে পেরেছ?"

অমরনাথ বলিল, "আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি আপনাকে চিন্‌তে পেরেছি। আপনি মুর্শিদাবাদের পশুপতি বাবু।"

পশুপতি বলিলেন, "হাঃ! তবে তুমি এখনও কিছুই জান না। আমি নরেন্দ্রনাথ বসু। মাধবপুরের কৃষ্ণকান্ত বসুর জ্যেষ্ঠপুত্র। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।"

অমরনাথ শিহরিয়া উঠিল। পশুপতি বলিতে লাগিল, "এখনও বুঝ্‌তে পার নাই? তবে সংক্ষেপে তোমাকে সকল কথা বলি। অধিক বল্‌বার সময় নাই।—অই যে! অই যে! যমদূতগণ আবার আস্‌চে, ভাই, অমর! ওদের নিষেধ কর। অমন ক'রে আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌তে নিষেধ কর।"

অমর বলিল, "আপনি কাতর হবেন না। তারা চ'লে গিয়েছে।"

"হাঁ, ভাই, চ'লে গিয়েছ? বাঁচ্‌লেম ভাই! কি ব'ল্‌ছিলেম?—হাঁ। নেপালে! তুমি তখন চার বৎসরের শিশু। পিতা স্বর্গে গেলেন। ওকি! ওকি আবার? হায়! যমদূতগণ চ'লে পিতাকে পাঠিয়ে দিলে কেন?—পিতঃ! পিতঃ! এত কাল পরে আজ আবার দেখা দিলেন? ওকি! আপনি রোদন ক'র্‌চেন?—ভাই, অমর! শীঘ্র যাও, পিতার চক্ষের জল মুছিয়ে দিয়ে এস! না—না—এতো তিনি নন! তিনি তো স্বর্গে! এখানে আস্‌বেন কেন?—হাঁ ভাই, অমর! তোমার তখন চার বৎসর বয়স! পিতার উইল প'ড়ে দেখ্‌লেম, কেবল তিনখানি মাত্র গ্রাম আমার, আর দশখানা গ্রাম, আর যাবতীয় সম্পত্তি তোমার। আর পিতার গুরুপুত্র, কি নাম তাঁর?—হাঁ, গুরুচরণ! তাঁর আর তাঁর মাতার ভরণপোষণের জন্য, দুইখানি গ্রাম। সেই উইল দেখ্‌লে, সব বুঝ্‌তে পার্‌বে।— শৈবাল! অমরকে লোহার সিন্দুকের চাবি দাও।—চাবিটী ভাল ক'রে রেখ, ভাই! ৩২ নম্বর নেবুতলা কলিকাতা। সেই বাটীতে লোহার সিন্দুকের ভিতর সেই উইল আছে। আরও অনেক কাগজপত্র ও মোহর আছে। যা কিছু আছে, সকলি তোমার। তারপর, কি ব'ল্‌ছিলেম?—হাঁ! উইল দেখে ভাব্‌লেম, আমি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার তিনখানি মাত্র গ্রাম, আর সমস্ত অমরনাথের? আবার পিতার গুরুপুত্রের দুইখানি গ্রাম?—তখন আমার সঙ্গে অনেক দস্যু থাকৃত। আমি তাদের সকলকে পিতার উইলের কথা ব'ল্‌লেম। পাছে পিতার উইল ব্যর্থ হয়, সেই আশঙ্কায় তিনি অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের স্বাক্ষর করিয়ে, তাদের সকলের নিকটে উইলের এক একখানি নকল রেখে দিয়েছি

আমার সহচর-দস্যুগণ হাস্য ক'রে আমাকে ব'ল্লে, 'অমরনাথ যদি পৃথিবীতে না থাকে, আর আপনার পিতার গুরুপুত্র গুরুচরণ ও তার মাতা যদি যমালয়ে যায়, তা হ'লে তো আপনি বই আর কেহ আপনার পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হবে না? আপনি হুকুম দিলেই হয়!' আমি হুকুম দিলেম, 'তিন দিনের মধ্যে!' তিন দিন পরে তারা তিন জনকে নদীতীরে ল'য়ে গিয়ে, তিন জনের জিহ্বা আমাকে এনে দেখালে! আমি পিতার উইল হাতে ল'য়ে উচ্চরবে হাস্য ক'র্‌তে লাগ্‌লেম! তার পর, অনেক দিন পরে, বিল্বগ্রামে হরমোহন দত্তের বাগান-বাড়ীতে,—কিন্তু সে সকল কথায় কাজ নাই, তুমি আর সমস্তই জান। শেষে অনুসন্ধান ক'রে জান্‌তে পার্‌লেম, আমার সহচর-দস্যুগণ পিতার গুরুপত্নীর কাতর ক্রন্দন শুনে, দয়া ক'রে তিন জনকে ছেড়ে দিয়ে, তিনটী পশুজিহ্বা আমাকে দেখিয়েছিল! এখন শুন্‌লে, ভাই! তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কি ভয়ঙ্কর, নৃশংস রাক্ষস! পৃথিবীতে এমন নরাধম কি আর কোথাও জন্মেছে? এমন পাপাত্মাকে তুমি কি ক্ষমা ক'র্‌বে?"

অমরনাথ বলিল, "পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন। তিনি আপনাকে ক্ষমা ক'র্‌বেন।"

পশুপতি বলিল, "পরমেশ্বর! আমি এ জন্মে কখনও পরমেশ্বরের নাম করি নাই! কি ব'ল্লে?—পরমেশ্বর!—ওঃ! কি ভয়ঙ্কর নাম! কেন তুমি এ নাম আমাকে শোনালে? তুমি যদি ক্ষমা না কর, আমার আর নিস্তার নাই!—অই দেখ, অই দেখ! যমদূতগণ আবার অমর এসেছে! কি ভয়ঙ্কর চক্ষু! কি ভীষণ লৌহমুদ্গর! ভাই, অমর!

নিষেধ কর! উহাদিগকে ব'লে দাও, তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রেছ! শুন্‌লে না? শুন্‌লে না, ভাই?" পশুপতি সত্রাসে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, "না—আর না! অস্থি চূর্ণ হ'ল! বক্ষ বিদীর্ণ হ'ল!"

অকস্মাৎ পশুপতির মুখমধ্য হইতে শোণিতধারা প্রবল বেগে ছুটিল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণশূন্য দেহ শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল। শৈবাল এতক্ষণ চিত্রার্পিতার ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল। পশুপতি প্রাণত্যাগ করিবামাত্র, সে একবার চীৎকার করিয়া, বাহুদ্বয়ে মৃতপতির কণ্ঠধারণ করিয়া, তাহার পার্শ্বদেশে শয়ন করিল ও তাহার বক্ষঃস্থলে আপন হৃদয় সংলগ্ন করিয়া, তাহাকে সাদরে, সপ্রেমে, গাঢ় আলিঙ্গন করিল। আর তখনি, সেই প্রগাঢ় প্রাণের আলিঙ্গনের সঙ্গে, সতী শৈবালের প্রাণ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল! অমরনাথ সবিস্ময়ে, সত্রাসে, সেই অশনিপাতনিহত মহীরুহের পদতলে মাধবীলতার ন্যায়, অনিলাহত দীপের ন্যায়, পতিপ্রাণা সাধ্বী রমণীর মৃতদেহের দিকে চাহিয়া রহিল!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"ও সদানন্দ! বলি, ও সোদো! মরণ আর কি! ইচ্ছে হয়, মিন্‌সের চোক দুটোতে ছুঁচ ফুটিয়ে দিই! আজ বাসাতে ফিরে গিয়ে, ড্যাক্‌রার চোক দুটো গেলে দিয়ে, তবে অন্য কাজ।"

প্রয়াগধামে যুক্তবেণীতীর্থে, গঙ্গা-যমুনার পূত সলিলে আগ্রীব-নিমজ্জিতা শশী-চাকরাণী বিল্বগ্রামের দত্তবাটীর পুরাতন ভৃত্য সদানন্দ সদ্গোপকে মধুর স্বরে, প্রিয় বচনে সম্ভাষণ করিতেছিল। আজ বেণীতীর্থে মাঘমেলার উৎসব। চারিদিকে লোকারণ্য। নানাদেশ হইতে সমাগত, পুণ্যসঞ্চয়লোলুপ, নানাজাতীয় নরনারীর নানাবিধ মুখমণ্ডলের একত্র সমাবেশে, আজ বেণীঘাট অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে! নানা রঙ্গের পাগড়িতে সম্পূর্ণ আবৃত অথবা অর্দ্ধাচ্ছাদিত, সম্পূর্ণমুণ্ডিত অথবা অর্দ্ধমুণ্ডিত এবং নানা দেশীয় নানা রকমের টিকি-শোভিত মস্তকসমূহ চারিদিকে সঞ্চালিত হইতেছে! নানাভঙ্গিসমন্বিত, নানাজাতীয় মুখ নানাবিধ আকার ধারণ করিতেছে! যেন রাম-রাবণের যুদ্ধকালের উভয় পক্ষের সৈন্যদল—কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ, সুগ্রীব ও জাম্বুমান প্রভৃতি—সকলে ফিরিয়া আসিয়া, এতকাল পরে আজ আবার একত্র মিশিয়াছে! নানা রকমের পরিচ্ছদে, নানাবিধ অলঙ্কারে

সুসজ্জিত, নানা দেশের অঙ্গনাকুল, তারা ও মন্দোদরী, নিকষা ও শূর্পনখা, যেন সহচরীগণ সঙ্গে, প্রত্যাগত সৈন্যদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে! নানা দেশের ভাষা একত্র মিশ্রিত হইয়া, অপূর্ব্ব কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছে! যেন বহুদূরবিস্তৃত, প্রকাণ্ড বটবৃক্ষে নানা দেশের নানা জাতীয় পক্ষী, এক সঙ্গে মিলিয়া, ঘোর কলরব ও তুমুল কোলাহল উত্থিত করিয়াছে। পুরুষদলের কাক, শকুনি ও কাদাখোঁচার কলরবের সঙ্গে অঙ্গনাকুলের কোকিল, ময়না ও হীরামনের স্বর মিশিয়া, অপূর্ব্ব ঐক্যতান বাদ্য আরম্ভ হইয়াছে! তাহার সঙ্গে, স্থানে স্থানে, পাপিয়ার সপ্তমতানের মত বঙ্গললনার উচ্চরব আকাশ ভেদ করিয়া উঠিতেছে!

পাঠকের পূর্ব্বপরিচিত সদানন্দ সদ্গোপও অখণ্ডপুণ্যপুঞ্জ সঞ্চয় ও বহুকালের আবর্জ্জিত পাপরাশি প্রক্ষালন মানসে, স্নান করিবার জন্য জলে নামিয়াছিল। অকস্মাৎ অদূরে কতিপয় অর্দ্ধাঙ্গনিমজ্জিতা, মুক্তাবগুণ্ঠনা মহারাষ্ট্র-যুবতীর দিকে তাহার দৃষ্টি পতিত হওয়ায়, সে মুখব্যাদান করিয়া, এক দৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া, দাঁড়াইয়াছিল। পশ্চাতে শশী-চাকরাণী দাঁড়াইয়া তাহাকে যে প্রিয় বচনে সম্ভাষণ করিতেছিল এবং তাহার নিমেষশূন্য চক্ষুদ্বয়ের জন্য যে অব্যর্থ অস্ত্রচিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছিল, তাহা সে শুনিতে পাইল না। শশী অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া, সদানন্দের আরও নিকটে আসিয়া, তাহার পৃষ্ঠদেশে নখদ্বয় বিদ্ধ করিয়া, তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া বলিল, "বলি, ও ড্যাক্‌রা! কানের মাথা একেবারে খেয়েছ নাকি? আড়ষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে, ওদিকে কি দেখ্‌চিস্ বল্‌তো?"

সদানন্দ বলিল, "যে শীত, মোর শরীলডা একেবারে আরষ্ট হ'য়ে গিয়েছে!"

শশী বলিল, "আচ্ছা, সে কথা বাসায় ফিরে গিয়ে হবে এর পর। এখন ঘাড় ফিরিয়ে, ওপারের ঘাটের দিকে চেয়ে ছাখ্ দিকি। অই যে বামুনের ছেলেটী সাঁতার দিয়ে ওপারে দাঁড়াল, ওকে কি চিন্‌তে পারচিস্? ও কে বল্ দিকি?"

সদা। তাইত! চিনি চিনি মনে কর্‌চি! ওনাকে কোথাও ছাখেছি বটে।

শশী। আ মরণ! চিন্‌তে পার্‌চ না?—ওযে আমাদের বামুন-পিশির ছেলে গুরোদাদা! ওকে শীগ্‌গীর এখানে ডেকে আন্।

সদা। মুই কি সাঁতার দিতি গিয়ে শ্যাষে হাঙ্গর-কুমিরির প্যাটের মধ্যি চোলে যাব?"

শশী। তবে একটু এগিয়ে গিয়ে, খুব চেঁচিয়ে ওকে ডাক্।

সদানন্দ দুই এক পা অগ্রসর হইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "ও বামুনঠাকুর! ও বামুনপিশির ছ্যালে, বামুনঠাকুর!"

শশী হাসিয়া বলিল, "এ মিন্‌সে পাগল নাকি? বামুনপিশির ছ্যালে বামুনঠাকুর ব'লে ডাক্‌লে, ও কি বুঝ্‌বে? 'গুরুচরণ' 'গুরোদাদা' বলে ডাক না!"

সদা। ও গুরুচরণ!—ও গুরোদাদাঠাকুর!—মুইতো আর চ্যাচাতে পারি না। চেঁচ্‌য়ে চেঁচ্‌য়ে মোর গলাডা মাখনা তেলির বাঁশের চোঙা হ'য়ে ওঠ্‌লো! বামুনঠাকুর তো হঁও বল্‌চেন না, হাঁও বল্‌চেন না!

সৌভাগ্যক্রমে গুরুচরণ সাঁতার দিয়া আবার এপারে ফিরিয়া আসিল। শশী বলিল, "এইবার যা! ওকে এখানে ডেকে আন্।"

সদানন্দ গুরুচরণের নিকটে আসিয়া বলিল, "বামুনঠাকুর! পেন্নাম হই! মোরে চিন্‌তে পার্‌চেন নাকি? মুই সদানন্দ!"

গুরুচরণ বলিল, "সদানন্দ! তুমি এখানে কোথা থেকে?"

সদা। মোরা ঝে দুমাস হ'ল, দিদিমণির সঙ্গে এখানে তীর্থি কর্‌তে এসেছি।

গুরু। অন্নপূর্ণার সঙ্গে? তবে কত্তাবাবুও তো এসেছেন?

সদা। তাও বুঝি তুমি এখনও জান না? কত্তাবাবু কি আর আছেন? সে রামও নেই, সে অযুধ্যেও নেই!

গুরু। বলিস্ কি রে! কর্ত্তাবাবু স্বর্গে গিয়েছেন? কবে?

সদা। সে তো আজ দুবছর হ'য়ে গিয়েছে।

গুরুচরণ বিষাদে নয়নমার্জ্জনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে বুঝি অন্নপূর্ণার স্বামী তার সঙ্গে আছেন?"

সদা। অমরনাথের কথা বল্‌চেন? সে তো বিরাগী হ'য়ে চ'লে গিয়েছিল?

গুরুচরণ বিরক্তিসহকারে বলিল, "না! অন্নপূর্ণার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌চি! পশুপতি বাবুর কথা ব'ল্‌চি!"

সদা। হা মোর অদেষ্ট! একথা তুমি এখনও জান না? সে বেয়া কি হ'য়েছিল? সে পশুপতি ডাকাতকা ঝে বেয়ার দুদিন আগে পেলুয়ে পরাণ বেঁচ্যেছেন। এখন বাসায় চলুন!—অই দেখুন, শশী আপনার

জল ভিজে কাপড়ে দেঁড়্য়ে, শীতে কাটবিরলির মতন ঠক্‌ঠক্ কোরে কাঁপ্‌তি নেগেছে!

গুরুচরণের হৃদয়ে হর্ষ ও বিষাদের তরঙ্গ উঠিল। সে সদানন্দের সঙ্গে চলিল। শশীকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিগো শশী? তুমিও যে এসেছ দেখ্‌চি! মা কেমন আছেন? তিনিও এসেছেন নাকি?"

শশী হাসিয়া বলিল, "তিনি আর আমি না এলে, বিয়ের উয্যুগ্ করে কে?"

গুরু। তবে অমর ফিরে এসেছে? বিবাহ কি এইখানে হবে নাকি? অমর কোথায়?

শশী। অমর তো বিল্বগ্রামে আছে। তুমি মনে ক'র্‌চ বুঝি অমরের বিয়ের কথা ব'ল্‌চি? এই যে সবাই বলে,—'যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই'—তাই দেখ্‌চি তোমার!

গুরু। আমি তোমার কথা বুঝ্‌তে পার্‌চি না। অমর বিল্বগ্রামে ফিরে এসেছে? তোমাদের সঙ্গে তার দেখা হ'য়েছিল? আমি তো তারি অন্বেষণে এখানে এসেছি। সে বিল্বগ্রামে কবে গিয়েছে?

শশী। আজ তিন দিন হ'ল, বিল্বগ্রাম থেকে তর্কবাগীশ মহাশয়ের পত্র এসেছে, অমর কি একজন সাহেবের সঙ্গে, কি নামটা তার? হাঁ মনে প'ড়েছে!—আত্মারাম সাহেব! সেই আত্মারাম সাহেবের সঙ্গে তোমাকে দেশ-বিদেশে খুঁজে খুঁজে, শেষে কলিকাতায় গিয়েছিল। তার পর এখন বিল্বগ্রামে এসেছে।

গুরু। তবে সদানন্দ যা ব'ল্‌ছিল, সত্য। পশুপতি বাবুর সঙ্গে

অন্নপূর্ণার বিবাহ হয় নাই! আমরা এর কিছুই জানতে পারি নাই। তা অমরের সঙ্গে অন্নপূর্ণার বিবাহ কবে হবে?

শশী। সে তো বিল্বগ্রামে গিয়ে, পরে হবে। তার এখনও অনেক দেরি। এখন শীগ্‌গির চল। আর এক বিয়ের উদ্‌য্যুগ্‌ এখনি আমাকে ক'র্‌তে হবে!

গুরু। আবার কার বিয়ে?

শশী। বাসায় চল, এখনি বুঝ্‌তে পার্‌বে, কার বিয়ে।

গুরুচরণ, শশী ও সদানন্দের সঙ্গে, প্রয়াগে যে বাটীভাড়া লইয়া অন্নপূর্ণা অনেক লোকজন ও দাসদাসীগণ সঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন, সেইখানে গিয়া তাহার মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। বামুনপিশি আবার এতদিন পরে তাঁহার হারানিধিকে ফিরিয়া পাইয়া, কত আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন, কতবার শিশুর ক্ষুদ্র দেহ ভ্রমে, গুরুচরণের পূর্ণায়তন, বলিষ্ঠ বীরদেহ কোলে তুলিবার জন্য বৃথা প্রয়াস পাইয়া, তাহার শিরশ্চুম্বন করিলেন, হরমোহন দত্তের জন্য কত রোদন করিলেন, অন্নপূর্ণাকে কত আশীর্ব্বাদ করিলেন, কত হর্ষ ও বিষাদ, শোক ও শান্তির কথা বলিলেন, সে সকল কথা বলিতে গেলে, এ ক্ষুদ্র পুস্তকের কলেবর অনেক বাড়িয়া যায়।

অবশেষে গুরুচরণ বলিল, "তবে, মা! অমরের সঙ্গে অন্নপূর্ণার বিবাহ কবে হবে? আর এখানে থাক্‌বার আবশ্যক কি? এই মাসের মধ্যেই বিল্বগ্রামে ফিরে গিয়ে, বিবাহ দেওয়া যাক্‌।"

অন্নপূর্ণা এতক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া, মাতপুত্রের সুখ-দুঃখের কথা সকল শুনিতেছিল। সে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

বামুনপিশি বলিলেন, "এত শীঘ্র কি বিবাহ হ'তে পারে? রাজার মেয়ের বিবাহ, কত সমারোহ হবে! তুমি গরিব বামুনের ছেলে, তোমার বিয়েতে তো সমারোহ হবে না! আর তুমি অমরের চেয়ে বড়। আগে তোমার বিয়ে এইখানেই হ'ক্, তার পর বৈশাখ মাসে, বিল্বগ্রামে অমরের বিয়ে হবে।"

গুরুচরণ বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি, মা? আমার আবার বিয়ে হবে কি? আমি তো বিয়ে ক'র্‌ব না!

বামুনপিশি বলিলেন, "ও কি, বাছা! অমন কথা মুখে আন্‌তে আছে? আমি বামুনকে গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে কথা দিয়েছি যে, তোমার দেখা পেলেই তাঁর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিব। বামুন আমার কথায় বিশ্বাস ক'রে কত ভাল ভাল সম্বন্ধ ছেড়ে দিয়েচেন। তিনি তোমার কত সুখ্যাতি করেন। বলেন, 'সমস্ত পৃথিবী খুঁজ্‌লে অমন ছেলে পাব না!' তিনি তোমার দেখা পাবার আশায়, এত দিন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে র'য়েচেন। আর মেয়েটির কথা আর কি ব'ল্‌ব? যেমন রূপ, তেমনি গুণ!—অমন কথা মুখে এন না, বাবা!

গুরু। কে সে বামুন, মা? কেন তাকে—ওকি, শশি! তুমি পাগল হ'য়েছ নাকি?

শশী দৌড়িয়া আসিয়া, গুরুচরণের গায়ে হলুদ মাখাইয়া দিল। আর ঠিক সেই সময়ে, অন্তঃপুর-মধ্যে যুগলশঙ্খ উচ্চরবে বাজিয়া উঠিল ও তাহার সঙ্গে নারীগণের হুলু-ধ্বনি ও আনন্দ-রব মিশিল।

বামুনপিশি বলিলেন, "কি ক'র্‌লি, শশি? বাচস্পতি মহাশয়কে দিনক্ষণ না জিজ্ঞাসা ক'রে, গায়ে হলুদ দিলি?"

শশী বলিল, "আমি তবে এতক্ষণ কি ক'র্‌ছিলেম? তিনি ব'ল্‌লেন, পরশু বিয়ে, আজ গায়ে হলুদ।"

দুয়ারের আড়ালে একটী বালিকা এতক্ষণ দাঁড়াইয়া, গুরুচরণকে দেখিতেছিল। শশী তাহাকে দেখিতে পাইয়া, তাহার হাত ধরিয়া তাহার মুখে হলুদ মাখাইয়া দিয়া, তাহাকে ভিতরে টানিয়া আনিল ও বলিতে লাগিল, "ওমা! অবাক ক'র্‌লে মা! হ্যাঁলা শৈল! অন্নপূর্ণা তোমার গায়ে হলুদ মাখাবে ব'লে চারদিকে খুঁজে ব্যাড়াচ্চে, আর তুমি এখানে দুয়ারের আড়ালে লুকিয়ে বর দেখ্‌তে এসেছ? অই যে হরিমতির ননদ একটা ছড়া ব'ল্‌ত,—

'বাজ্‌ল বনে মোহন বাঁশী,
রাই বলে—যাই দেখে আসি!'

তা দেখ্‌বে তো কাছে এসে, বরকে ভাল করে ছাখ না!—এস গাঁটছড়া বেঁধে দিই!"

শৈল শশীর হাত ছাড়াইয়া, দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বেচারাম বাচস্পতির কন্যা শৈলবালার সঙ্গে গুরুচরণের বিবাহ হইল। এই সুখের বিবাহে সকলের মনে এই একটীমাত্র অসুখ রহিল যে, অমরনাথ তাহার গুরোদাদার বিবাহ-উৎসবে উপস্থিত রহিল না। গুরুচরণ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যত শীঘ্র সম্ভব, অমরনাথের সঙ্গে অন্নপূর্ণার বিবাহ দিবে। সে আপন বিবাহের পর দিবস অন্নপূর্ণাকে বলিল, "এখানে আর বিলম্ব করবার কি আবশ্যক?"

অন্নপূর্ণা বলিল, "শৈলের ফুল-শয্যা না হ'লে আমরা এখান থেকে যেতে পারব না। তার পর এখান থেকে আমরা বিন্ধ্যাচলতীর্থ দর্শন ক'র্‌তে যাব। আমরা বৈদ্যনাথ, গয়া, কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে অনেক দিন বাস ক'রেছি, কিন্তু বিন্ধ্যাচল এখনও দেখা হয় নাই। সেখানেও দুচার দিন থাক্‌তে হবে।"

গুরুচরণ অন্নপূর্ণার প্রস্তাবে অনেক আপত্তি করিল; কিন্তু সে সম্মতা হইল না দেখিয়া, অগত্যা তাহাকে আরও তিন দিন প্রয়াগে থাকিতে হইল।

তিন দিন পরে তিনখানি বড় পান্‌সী জাহ্নবীর তরঙ্গ ভেদ করিয়া ছুটিল ও পরদিন সন্ধ্যার সময় বিন্ধ্যবাসিনীর প্রস্তর-হর্ম্ম্যতলে আসিয়া দাঁড়াইল।

পরদিন প্রভাতে অন্নপূর্ণা দাসদাসী ও অনুচরগণ সঙ্গে বিন্ধ্যাচলে যোগমায়া দেবীর পূজা দিতে গেল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দ্বিপ্রহরে নৌকায় ফিরিয়া আসিল। গুরুচরণ, সদানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন ভৃত্য সঙ্গে লইয়া, 'টাণ্ডার' জলপ্রপাত দেখিতে গেল। বামুনপিশি ও শশী-চাকরাণী প্রভৃতি অবশিষ্ট সকলে দেবীর সান্ধ্য আরতি ও পূজার উদ্যোগে প্রবৃত্তা হইলেন।

সূর্য্য অস্তমিত প্রায়। যোগমায়ার মন্দির হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অন্নপূর্ণা একাকিনী দাঁড়াইয়া পুলকিত প্রাণে, বিস্ফারিত নয়নে, গাম্ভীর্য্যময় বিন্ধ্যাচলের সূর্য্যাস্ত-সময়ের নিরুপম শোভা দেখিতেছিল। সেই উন্নত অচলের পাষাণ বক্ষে শামলপল্লবশ্রেণীশোভিত তরুরাজি অতুল সৌন্দর্য্যে, অনুপম গাম্ভীর্য্যে, যেন বিভুপ্রেমে মোহিত হইয়া, সমীর সঞ্চালনে দুলিতেছে। সেই নীরব,নির্জ্জন প্রদেশে, কোথায় কোন্ অদৃশ্য বিহঙ্গ, কোন্ অপরিজ্ঞাত অমৃতময় ভাষায়, উচ্চ নিনাদে কোন্ অদৃশ্য দেবতার প্রেমে মোহিত হইয়া, স্তুতিগানে দশ দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে! নীচে, অনেক নীচে, জাহ্নবী সপ্রেমে, সপুলকে বিন্ধ্যগিরির চরণ প্রক্ষালন করিয়া, ধীরে, নীরবে চলিয়া যাইতেছে। জাহ্নবীর শ্বেতফেনপুঞ্জ, অস্তমিত রবির উজ্জ্বল আলোকে প্রতিফলিত হইয়া, শশাঙ্কলেখার কিরণ-সম্পাতে ধূর্জ্জটীর শুভ্র জটাকলাপের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। অন্নপূর্ণার মনে হইল, কি সুন্দর, পবিত্র স্থান! যাহারা সংসারের কোলাহল হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, এমন নির্জ্জন রমণীয় দেশে জীবন যাপন করিতে পারে, তাহারা কত সুখী! অন্নপূর্ণা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পার্শ্বদেশে চাহিয়া দেখিল, অদূরে একটী

জটাজূটভূষিতা, গৈরিকবসনধারিণী যোগিনী দাঁড়াইয়া অনিমেষ লোচনে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। অন্নপূর্ণা তীর্থভ্রমণ কালে অনেক স্থানে অনেক সন্ন্যাসিনী দেখিয়াছিল, কিন্তু এমন সুন্দর যোগিনী-মূর্ত্তি অন্নপূর্ণা ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। তাহার মনে হইল, এই রমণীয় পার্ব্বত্যপ্রদেশের অধিষ্ঠানভূতা দেবী তাহার সম্মুখ-দেশে আবির্ভূতা! অন্নপূর্ণা ভক্তিভরে, যোগিনীর পদতলে লুটাইয়া, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। যোগিনী প্রেমার্দ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে! তুমি দেখ্‌চি বঙ্গললনা। বোধ করি, তীর্থদর্শন অভিলাষে এখানে এসেছ?"

অন্নপূর্ণা বলিল, "হাঁ দেবি! আমরা তীর্থদর্শন মানসে এ দেশে এসেছিলেম। এমন রমণীয় প্রদেশে আপনার দর্শন লাভ ক'র্‌ব, স্বপ্নেও আশা করি নাই। আজ আমার তীর্থভ্রমণ সফল হ'ল। আমার বোধ হয়, আপনি এই পবিত্র গিরিদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী!"

যোগিনী উত্তর করিল, "আমি অনেক দিন হ'তে সংসার পরিত্যাগ ক'রে সেই আদিত্যরূপী পরমপুরুষের দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষায় দেশে দেশে ভ্রমণ ক'র্‌চি। জানি না, কোথায় গেলে, তাঁকে দেখ্‌তে পেয়ে, চিরশান্তি লাভ ক'র্‌ব।"

অন্ন। আজ ভাগ্যক্রমে আমি আপনাকে দেখ্‌তে পেলেম। বোধ করি, আমার স্বর্গগত পিতার অখণ্ডপুণ্যফলে, আপনার সাক্ষাৎ লাভ ক'রে প্রাণ পবিত্র হ'ল!

যোগি। বৎসে! তোমার কি মধুর বচন! কি লাবণ্যময় মুখশ্রী! সংসারে এমন সুরলোকশোভিনী বালিকা থাকে, পূর্ব্বে আমি কখনও

জান্‌তেম না। তোমার পিতা কে? তুমি কোন্ দেশ থেকে এখানে এসেছ?

অন্ন। আমাদের নিবাস বিল্বগ্রাম। আমার পিতার নাম স্বর্গীয় হরমোহন দত্ত। দুই বৎসর হ'ল, তিনি পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ ক'রে স্বর্গে গিয়েছেন।—একি! আপনার কি অসুখ হ'য়েছে?"

অন্নপূর্ণা দেখিল, অকস্মাৎ যোগিনীর সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল! যোগিনী যেন তাহাকে ধরিবার জন্য একবার বাহুদ্বয় প্রসারণ করিয়া, প্রস্তরতলে বসিয়া পড়িলেন। অন্নপূর্ণা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি কোন অসুখ হ'য়েছে?"

যোগিনী ক্ষণমাত্র নীরবে থাকিয়া একবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, আবার অন্নপূর্ণার দিকে চাহিয়া উত্তর করিলেন, "না, বৎসে! কয়েক দিনের পথশ্রমে শরীর বড় ক্লান্ত হ'য়েছে, দাঁড়াতে পার্‌চি না। তুমিও এইখানে ব'স। তোমাকে দেখে আমার যেন কোন নূতন সুখের আবির্ভাব হ'য়েছে। ইচ্ছা হ'চ্চে, তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথোপকথন করি। তোমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার ইচ্ছা হ'চ্চে! তোমাকে প্রশ্ন ক'র্‌লে তুমি তো আমার উপর অসন্তুষ্টা হবে না?"

অন্নপূর্ণা বলিল, "আপনাকে দেখে অবধি আমিও ভাব্‌চি, আপনার পবিত্র সহবাস কি মধুর! আমার মনে হ'চ্চে, যদি চিরদিন আপনার নিকটে থাক্‌তে পেতেম, আমার জীবন কি সুখের হ'ত!"

যোগিনীর নয়নে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। তিনি বলিলেন, "দুই বৎসর হ'ল তোমার পিতার মৃত্যু হ'য়েছে। তোমার আরও কি ভাই ও ভগিনী আছে?"

অন্ন। না। আমি পিতার একমাত্র কন্যা।

যোগি। তবে তাঁর মৃত্যুর পর তুমিই তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারিণী হ'য়েছ?

অন্ন। তাঁর এত সম্পত্তি যদি আমার না হ'ত, যদি আমার একটী ভাই থাকৃত, তা হ'লে আমি কত সুখী হতেম!

যোগি। কেন? তোমার কি এখনও বিবাহ হয় নাই? তুমি হয় তো সংসারত্যাগিনী যোগিনীর পরচর্চ্চায় অভিলাষ দেখে, মনে মনে কত বিরক্ত হ'চ্চ!

অন্ন। না। আপনি অকারণ আমার উপর দোষারোপ ক'র্‌চেন। আপনার যত ইচ্ছা, প্রশ্ন করুন, আমি আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর দিব।

যোগি। তোমার কি এখনও বিবাহ হয় নাই?

অন্ন। না।

যোগি। এত দিন তোমার বিবাহ হয় নাই কেন? আমি তো জানি, বাঙ্গলাদেশে অতি অল্প বয়সেই বালিকাদের বিবাহ হয়।

অন্নপূর্ণা ক্ষণমাত্র নীরবে থাকিয়া তাহার বিবাহ সম্বন্ধে পূর্ব্বকথা সকল আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিল। অমরনাথ, বামুনপিশি, গুরুচরণ, পশুপতি বাবু, কলিকাতার মদন ঘটক ও তারানাথ—সকলের কথা সংক্ষেপে বলিল। তার পর অমরনাথ ও গুরুচরণের দেশত্যাগ, অমরনাথের বিল্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন, সকল কথা বলিল।

যোগিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই অমরনাথ বসুর সঙ্গে তোমার বিবাহ কবে হবে?"

অন্ন। তা জানি না! বোধ করি, আগামী বৈশাখ মাসে।

যোগি। তোমার পিতার পুরোহিত তারানাথ যখন পত্র লিখেছিলেন, তিনি তোমার বিবাহের কোন দিনস্থির করেন নাই?

অন্ন। না। তিনি লিখেছিলেন, আমরা সেখানে পৌঁছিলে দিন স্থির ক'র্‌বেন।

অন্নপূর্ণা সবিস্ময়ে দেখিল, যোগিনী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যেন কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনি আবার যেন চিন্তা ত্যাগ করিয়া, কি মনে ভাবিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মুহূর্ত্তমাত্র পরে আবার অন্নপূর্ণার নিকটে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া, অন্নপূর্ণার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা! একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব, ব'ল্‌বে কি? আমি যোগিনী, আমার কাছে মনের কথা ব'ল্‌বে, তাতে আর লজ্জা কি? সত্য ক'রে বল, তুমি কি অমরনাথকে প্রাণের সহিত ভালবাস?"

অন্নপূর্ণা উত্তর করিল, "আপনি সকলি বুঝ্‌তে পার্‌চেন, তবে আবার ওকথা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌চেন কেন?"

যোগিনী আপন বক্ষঃস্থলে করস্থাপন করিয়া, আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অন্নপূর্ণার মনে সন্দেহ হইল, হয়তো যোগিনী উন্মাদিনী! সে বলিল, "তবে এখন আপনার নিকট বিদায় প্রার্থনা ক'র্‌চি। আমার অনুচরগণ দেবী-মন্দিরে আমার জন্য অপেক্ষা ক'র্‌চে।"

যোগিনী করুণ স্বরে বলিলেন, "না—না! আমি তোমাকে যা ব'ল্‌ব মনে ক'রেছিলেম, তা শুন্‌বে না? এস, মা! এস! আমার নিকটে, আরও নিকটে এস!"

যোগিনী অন্নপূর্ণাকে আলিঙ্গন করিলেন। তার পর যেন তাহার মুখচুম্বন করিবার জন্য তাহার গণ্ডস্থলে ওষ্ঠাধর স্থাপন করিলেন। অন্নপূর্ণা দেখিল, তাহার কপোলে যোগিনীর অশ্রুবিন্দু পতিত হইল। এবার তাহার মনে প্রতীতি জন্মিল,—যোগিনী সত্য সত্যই উন্মাদিনী! সে যোগিনীর বাহুপাশ হইতে দেহ বিমুক্ত করিয়া, আপন অনুচরগণকে চীৎকার করিয়া ডাকিবার জন্য মন্দিরের দিকে চাহিয়া দেখিল। যোগিনী যেন তাহার মনের ভাব বুঝিয়া কাতর স্বরে বলিলেন, "আমাকে কি তোমার ভয় হ'চ্চে? ভয় নাই, মা! আমি উন্মাদিনী নহি! আমাকে দেখে তোমার ভয় হ'ল!—হা পরমেশ্বর! সে যা হ'ক্, তোমাকে একটী কথা বল্‌বার জন্য আমার হৃদয় বড় চঞ্চল হ'য়েছে। তুমি আমার কথা শুন্‌বে কি? আমার অনুরোধ রাখ্‌বে কি?"

অন্নপূর্ণা আবার যোগিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। কি স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যময়, পবিত্র মুখমণ্ডল! ইনি না কি আবার উন্মাদিনী! উন্মাদিনীর কণ্ঠস্বরে কি এমন অমৃতধারা নিঃসৃত হয়? উন্মাদিনীর নয়নে কি এমন ত্রিদিবধামের নির্ম্মল প্রীতির আলোক বিকীর্ণ হয়?

যোগিনী বলিল, "আবার বুঝি আমাকে দেখে তোমার ভয় হ'চ্চে? অই যে, সন্ত্রাসে আমার মুখের দিকে চেয়ে র'য়েছ! হায়! আমি যে—আমি যে—হায়! বৎসে! আমি যে তোর—আমি যে যোগিনী! আমাকে আবার কিসের ভয়? তবে শুন, আমি তোমাকে বলি!"

যোগিনী অন্নপূর্ণার কণ্ঠধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বড় গোপনীয় কথা। প্রাণান্তেও কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না।"

অন্নপূর্ণা বলিল, "কি কথা, বলুন।"

যোগিনী বলিলেন, "আগে এই গঙ্গার দিকে চেয়ে শপথ কর, কাহাকেও ব'ল্‌বে না?"

অন্নপূর্ণা বলিল, "শপথ ক'র্‌লেম, কাহাকেও ব'ল্‌ব না। এখন বলুন।"

যোগিনী মৃদুস্বরে বলিল, "তবে বলি, শুন, মা! তোমার রাজপ্রাসাদের পার্শ্বে "যৌতুকাগার" নামে একটী ক্ষুদ্র অট্টালিকা আছে, জান কি?"

অন্নপূর্ণা উত্তর করিল, "জানি।"

যোগিনী বলিলেন, "সেই যৌতুকাগারের ভিতরে, চন্দন-কাষ্ঠের সিন্দুকের মধ্যে দুইটী একত্র সংযুক্ত সোনার প্রদীপ আছে। তুমি এখান থেকে বিল্বগ্রামে পৌঁছিবামাত্র, সকলের অসাক্ষাতে, কোন উপায়ে, সেই যৌতুকাগারের দুয়ার খুলে, সেই সিন্দুক হ'তে সেই সংযুক্ত স্বর্ণদীপ দুটী নিজের হাতে ল'য়ে, তার ভিতরে কি আছে না দেখে, সেই "যুগল-প্রদীপ" যমুনার জলে ফেলে দিও। দেখিও, বৎসে! যেন ভুলে যেও না। আর সাবধান! একথা যেন আর কেহ জান্‌তে না পারে! তবে এখন যাই, মা!—অই দেখ, তোমার সঙ্গিনীগণ এই দিকে আস্‌চে! এ জন্মেতো আর তোমাকে দেখ্‌তে পাব না! একবার, এস মা! তোমার চাঁদমুখখানি চুম্বন করি।"

যোগিনী অন্নপূর্ণাকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার গণ্ডস্থল বারংবার চুম্বন করিয়া, সহসা প্রবাহিত অশ্রুধারায় তাহার কপোলদেশ প্লাবিত করিয়া, চঞ্চল চরণে চলিয়া গেলেন। অন্নপূর্ণা সংজ্ঞাহীনার ন্যায়

সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। বামুনপিশি দাসীগণ সঙ্গে তাহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "চল, অন্নপূর্ণা! এখনও এখানে অন্ধকারে একাকিনী দাঁড়িয়ে র'য়েছ? আরতির সময় হ'য়েছে যে। এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা কইছিলে?"

অন্নপূর্ণা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "কি জানি, ইনি কে?"

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ।

***

চৈত্রমাসের প্রারম্ভে অন্নপূর্ণার নৌকা বিল্বগ্রামে ফিরিয়া আসিল। গুরুচরণ নৌকা হইতে নামিয়া, অমরনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য ও তাহার বিবাহের দিনস্থির করিবার জন্য, তারানাথ তর্কবাগীশের বাটীতে গেল। সেখানে গিয়া শুনিল, দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে অমরনাথ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য কলিকাতায় গিয়াছে। গুরুচরণ এতদিন পরে বিল্বগ্রামে আসিয়া, অমরনাথকে দেখিতে না পাইয়া, ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইল। সে তারানাথকে বলিল, "আমি অমরকে পূর্ব্বেই লিখেছিলেম, আমরা এখানে ফিরে আস্‌চি। তবে সে আমাদের জন্য অপেক্ষা না ক'রে কলিকাতায় কেন চ'লে গেল?"

তারানাথ বলিলেন, "আমি যতদুর জানি, সে কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় সাহেবের নিকট গিয়েছে। কিন্তু এত বিলম্ব হ'চ্চে কেন বুঝ্‌তে পার্‌চি না। দুই তিন দিনের মধ্যে তার ফিরে আস্‌বার কথা ছিল, কিন্তু আজ দুই সপ্তাহ অতীত হ'য়েছে।"

গুরুচরণ বলিল, "তবে আমি আজই কলিকাতায় গিয়ে তাকে সঙ্গে ল'য়ে আসি। হয়তো তার কোন অসুখ হ'য়েছে, কিংবা কোন বিপদ ঘ'টেছে। তা না হ'লে, আমি ফিরে এসেচি তা জেনে, সে কখনই নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌ত না।"

তর্ক। তুমি কেন সাহেবের ঠিকানায় তাকে পত্র লেখ না? সাহেবের ঠিকানা জান ত?

গুরু। আজ্ঞে না। আমি সাহেবের নাম জানি বটে, কিন্তু ঠিকানা জানি না।

তর্ক। তবে তুমি কলিকাতায় কি প্রকারে তার অনুসন্ধান ক'র্‌বে?

গুরু। সাহেবের নাম জিজ্ঞাসা ক'রে অনুসন্ধান ক'র্‌লে জান্‌তে পার্‌ব, কেন না সাহেব বড়লোক। কলিকাতার অনেক লোক তাঁর নাম শুনে থাক্‌বে, ও তিনি কোথায় থাকেন, তাও আমাকে ব'লে দিতে পার্‌বে। তবে এখন অনুগ্রহ ক'রে বৈশাখ মাসের কোন্ তারিখে অমরনাথের বিবাহের দিনস্থির ক'র্‌বেন, ব'লে দিন। আমি কলিকাতা যাবার পূর্ব্বেই এ শুভ-সংবাদ গ্রাম মধ্যে ঘোষণা করি ও অমরনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে, তার বিবাহের দিনস্থির হ'য়েছে ব'লে, তাকে সঙ্গে ল'য়ে আসি।

তারানাথ চমকিয়া উঠিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার বদনমণ্ডলে কালিমা ব্যাপ্ত হইল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এতক্ষণ আমি বিস্মৃত হ'য়েছিলেম। অন্নপূর্ণা ও অমরনাথ উভয়েই এখন প্রত্যাগমন ক'রেছে, এখন বৈশাখ মাসে উহাদের বিবাহের দিনস্থির ক'র্‌তে হবে।"

গুরু। বৈশাখ মাসে আপনি কোন্‌টী উৎকৃষ্ট দিন বিবেচনা করেন, অনুগ্রহ ক'রে আমাকে ব'লে দিন।

তর্ক। সন্ধ্যার সময় আমি দিনস্থির ক'রে তোমাকে সংবাদ দিব।

গুরু। আমি তো অল্পক্ষণের মধ্যেই কলিকাতা যাব।

তর্ক। তবে আমি অল্পক্ষণ মধ্যেই দিনস্থির ক'রে, তোমার নিকট সংবাদ প্রেরণ ক'র্‌ব।

গুরুচরণ চলিয়া গেল। তারানাথ চিন্তা করিতে লাগিলেন, এমন সাধের উৎসবে,এই স্থকুমার শিশুদ্বয়ের পবিত্র সম্মিলনে, কোথায় তাঁহার হৃদয়ে আজ নূতন, নির্ম্মল আনন্দের সঞ্চার হইবে, তাহা না হইয়া, তিনি কি না আজ ব্যথিত ও মর্ম্মাহত! তাঁহার মত পাপাত্মা এ জগতে আর কেহ নাই! সেই যৌতুকাগারের সুবর্ণ-দীপের অভ্যন্তরে যে নারীহস্ত-লিখিত লিপি আছে, তাহাতে যে অন্নপূর্ণার অমঙ্গল সংবাদ আছে, মঙ্গল সংবাদ নহে, তারই বা নিশ্চয় কি? পরমেশ্বর মঙ্গলময়। যদি সে লিপিখানিতে বাস্তবিক কোন অশুভ সংবাদ থাকে, তাহা হইলে সে পাপ লিপি যে এতদিন ভস্মরাশিতে পরিণত হয় নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? তিনিতো জানিতেন, আগামী বৈশাখী পৌর্ণমাসী বিবাহের অতি উৎকৃষ্ট দিন। তবে গুরুচরণকে সে কথা বলিতে তাঁহার সাহস হইল না কেন? তবে কি বৃথা এতকাল সেই অনাদিপুরুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন? তবে কি তিনি সানন্দচিত্তে এই বিবাহের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইবেন? আর বাস্তবিক যদি এই লিপিমধ্যে অন্নপূর্ণার কোন ঘোর অশুভ সংবাদ থাকে, তবে যখন তিনি স্বয়ং অন্নপূর্ণাকে লিপিখানি পাঠ করিতে বলিবেন, অন্নপূর্ণা, তাহার পিতার সখা, তাহার পুরোহিত, তাহার শিক্ষাগুরু, পিতার অনুপস্থিতে তাহার পিতৃস্থানীয় তারানাথকে কি বলিবে? আর সেই হরমোহন দত্তের স্বর্গীয় প্রেতাত্মার নিকট তিনি কি উত্তর দিবেন? এমন কি কোন উপায় নাই যে, তাঁহাকে পত্রখানি স্বহস্তে অন্নপূর্ণার

হাতে দিতে না হয়? আবার তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রচূড়ের নিকট যে শপথ করিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল। স্বহস্তে, অন্যের অসাক্ষাতে, অতি গোপনে অন্নপূর্ণার হাতে পত্রখানি দিতে হইবে! তারানাথের অন্তর নানা চিন্তায় আকুল হইতে লাগিল। তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি যে গুরুচরণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, অল্পক্ষণ মধ্যেই বিবাহের দিনস্থির করিয়া, তাহাকে সংবাদ দিবেন, তাহা ভুলিয়া গেলেন।

গুরুচরণ বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, তারানাথের নিকট হইতে কোন সংবাদ না পাইয়া, আবার তাঁহার বাটীতে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, বৈশাখ মাসের কোন্ দিন স্থির করিয়াছেন। তারানাথ তখনও শয্যায় শয়ন করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি উঠিয়া বসিলেন ও উত্তর করিলেন, "শুক্রবার, বৈশাখী পৌর্ণমাসী।"

গুরুচরণ হৃষ্ট চিত্তে ফিরিয়া আসিল। পথে যত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, সকলকে বলিল, আগামী বৈশাখী পূর্ণিমার দিন অমরনাথের সঙ্গে অন্নপূর্ণার বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে। গুরুচরণ হরমোহন দত্তের কর্ম্মচারিগণকে সংবাদ দিবার জন্য গণপতি মুখোপাধ্যায়ের দপ্তরে আসিল। দেখিল, সেখানে অমরনাথ দাঁড়াইয়া গণপতিকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "গুরোদাদা কোথায়?"

গুরুচরণ বলিল, "অমর! আমি যে তোমার জন্য কলিকাতায় যাচ্ছিলেম।"

অমরনাথ হাসিতে হাসিতে বলিল, "গুরোদাদা! আমি কলিকাতা থেকে একটী শুভ সংবাদ ল'য়ে এসেছি। তুমি শুন্‌লে আশ্চর্য্য জ্ঞান

ক'র্‌বে। সাহেব আমার নিকট পত্র পাঠিয়েছিলেন, তা বোধ হয় তুমি শুনেছ? তার পর"—

গুরুচরণ সহর্ষে বলিল, "তার পর আমি এখনি তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট হ'তে যে শুভ সংবাদ ল'য়ে এসেছি, আগে তা শোন।"

অমর জিজ্ঞাসা করিল, "কি শুভ সংবাদ?"

গুরুচরণ হাস্যমুখে বলিল, "আগামী বৈশাখী পূর্ণিমার দিন, শুক্রবারে, অমরনাথের সঙ্গে অন্নপূর্ণার বিবাহের দিনস্থির হ'য়েছে!"

গুরুচরণ সবিস্ময়ে দেখিল, অমরনাথের মুখমণ্ডলে বিরক্তি-চিহ্ন প্রকটিত হইল। অমরনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "গুরো-দাদা! এই বুঝি তোমার শুভ সংবাদ?"

এবার গুরুচরণের মনে বড় রাগ হইল। সে বলিল, "অমর! এ যদি শুভ সংবাদ না হয়, আমি জানি না, এ পৃথিবীতে শুভ সংবাদ কাকে বলে। আমি মনে মনে বড় আশা ক'রেছিলেম যে, এতদিন পরে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবামাত্র তোমাকে এই সুখের সংবাদ শোনাব। তুমি যে এ সংবাদে বিরক্ত হবে, তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। এমন জান্‌লে, আমি পশ্চিম দেশ থেকে এদেশে আর ফিরে আস্‌তেম না।"

অমরনাথ বলিল, "গুরোদাদা! অত রাগ কর কেন? এ সকল কথা তোমাকে এর পরে অবকাশ মত ব'লব। এখন আমি সাহেবের নিকট হ'তে তোমার জন্য যে শুভ সংবাদ ল'য়ে এসেছি, তা আগে শুন। এই কাগজ দুখানি আগে প'ড়ে দেখ, তারপর আর সকল কথা ক্রমে তোমাকে ব'লব।"

অমরনাথ দুইখানি ইংরেজী লেখা পার্চমেণ্ট কাগজ গুরুচরণের হাতে দিল। গুরুচরণ কাগজ দুখানি ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "তোমার শুভ সংবাদ শোন্‌বার আর তোমার সাহেবের কাগজ দেখ্‌বার আমার এখন অবকাশ নাই। আমি তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট হ'তে যে শুভ সংবাদ ল'য়ে এসেছি, মার নিকট ও অন্নপূর্ণার নিকট গিয়ে সে কথা বলি। যদি পরমেশ্বরের মনে থাকে, তা হ'লে হয়তো তাঁরাও এ সংবাদ শুনে, তোমার মত আমার উপর বিরক্ত হবেন।"

গুরুচরণ উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে চলিয়া গেল।

অমরনাথ পার্চমেণ্ট কাগজ দুখানি ভূতল হইতে তুলিয়া লইয়া গণপতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "এঁরা সকলে কি আজই এখানে ফিরে এসেছেন?"

গণপতি বলিল, "আজ প্রভাতে।"

"আমি যে এখানে ফিরে এসেছি, তাকি তাঁরা জান্‌তে পেরেছেন?"

"তাঁরা যখন প্রয়াগে ছিলেন, তর্কবাগীশ মহাশয় অন্নপূর্ণাকে যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে তোমার কথা সকল সবিস্তারে লিখেছিলেন। আমিও কয়েকখানি পত্রে তোমার উল্লেখ ক'রেছিলেম।"

অমরনাথ এখনি বামুনপিশির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইবে কি না, ভাবিতেছিল, এমন সময় শশী-চাকরাণী আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "শীগ্‌গির এস! বামুনপিশি যে কতক্ষণ থেকে তোমার জন্যে দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে র'য়েছেন! আর শৈল তোমার জন্য কেমন গোলাপী রংএর চুন-হলুদ তৈয়ার ক'রে রেখেচে!"

অমর জিজ্ঞাসা করিল, "পিশিমা কোথায় ?"

শশী বলিল, "আমার সঙ্গে এস, তিনি কোথায় দেখিয়ে দিচ্চি।"

অমর শশীর সঙ্গে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। অন্তঃপুরের দ্বারদেশে অন্নপূর্ণা দাঁড়াইয়াছিল। সে অমরনাথকে দেখিতে পাইয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া, শশী দৌড়িয়া গিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "বলি, দিদিমণি! চ'লে যাচ্ছ যে? এ আবার তোমার কি রকম লজ্জা, তাতো বুঝ্‌তে পারি না! এত দিন যাকে দেশ-বিদেশে খুঁজে বেড়াচ্ছিলে, আজ কতকাল পরে তাকে দেখ্‌তে পেয়ে, তার সঙ্গে দুটো কথাও কইলে না? তার মুখখানি একবার ভাল ক'রে দেখ্‌লে না? সেই যে হরিমতি একটা ছড়া ব'ল্‌ত—

"কালা থাক্ না দাঁড়িয়ে কদমতলায়,
কেন এমন জ্বালা দিস্‌লো আমায় ?"

অন্নপূর্ণা সহাস্যমুখে "হাত ছাড়্, পোড়ারমুখি!" বলিয়া, শশীর হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

অমরনাথ বামুনপিশির নিকট আসিয়া দেখিল, একটী অবগুণ্ঠনবতী রমণী তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। বামুনপিশি বলিলেন, "অন্য সব কথা পরে হবে। আগে তোমাদের ঘরে কেমন সোনার প্রতিমা বউ এসেছে, ছ্যাখ।"

অমর জিজ্ঞাসা করিল, "কাদের বউ পিশিমা ?"

বামুনপিশি বলিল, "ওমা! তা বুঝি তুমি এখনও শোন নি? তোমার গুরোদাদার বউ যে!"

বামুনপিশি নববধূর অবগুণ্ঠন খুলিয়া অমরকে তাহার মুখখানি দেখাইলেন। নববধূ নয়নযুগল উন্মীলন করিয়া, অমরনাথকে একবার দেখিয়া, বিদ্যুৎ-স্ফূরণের মত একবার একটু মৃদু-মধুর হাসি বিম্বাধরে বিকীর্ণ করিয়া, আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। অমরনাথ সবিস্ময়ে বলিল, পিশিমা! এ যে আমাদের শৈল!"

বামুনপিশি হাসিয়া বলিলেন, "এখন আর নাম ধ'রে ডাক্‌তে নাই। এখন আর তোমাদের সে শৈল নয়, এখন যে তোমার বড় ভাজ। কই, বাছা! বড় ভাজকে প্রণাম ক'র্‌তে হয়, তা বুঝি জান না?"

সত্য সত্যই শৈলকে প্রণাম করিতে হইবে কি না, অমরনাথ তাহার পায়ের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল; এমন সময় দেখিল, শৈল আল্‌তাপরা পাখানি ঈষৎ উর্দ্ধে তুলিয়া তাহার দিকে বাড়াইয়া দিল। অমর ভূমিতলের দিকে মুখ নত করিয়া নববধূর রাঙ্গাচরণ স্পর্শ করিবার জন্য বাহুযুগল প্রসারণ করিল। নববধূ উত্থিত চরণ সরাইয়া লইয়া, অমরের পৃষ্ঠে সজোরে করাঘাত করিয়া, তাহাকে ভূতলে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রে গুরুচরণের নিদ্রা হইল না। অমরনাথ, এতদিন পরে অন্নপূর্ণার সঙ্গে তাহার বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে, এ শুভ সংবাদ শুনিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সবিষাদে বলিয়াছিল, "এই কি তোমার শুভ সংবাদ?" বারংবার এই কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। ইহার কারণ কি? গুরুচরণ জানিত, অমরনাথ অন্নপূর্ণাকে ভালবাসে, অন্নপূর্ণার সঙ্গে তাহার বিবাহ না হইয়া, পশুপতিবাবুর সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে, এই জন্যই সে দেশত্যাগী হইয়া চলিয়া গিয়াছিল। তবে এতদিন পরে অন্নপূর্ণার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে, ইহা অপেক্ষা সুখের সংবাদ আর কি? তবে হয়তো ইহার ভিতর কোন নিগূঢ় রহস্য আছে। গুরুচরণের মনে হইল, অমরনাথকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহার উপর রাগ করা ভাল হয় নাই। হয়তো সে মনে কত বেদনা পাইয়াছে!

গুরুচরণ প্রভাতে উঠিয়া অমরনাথের নিকট গিয়া, তাহাকে বলিল, "ভাই, অমর! কাল আমি তোমার উপর রাগ ক'রেছিলেম, সে জন্য হয়তো তোমার মনে কত ক্লেশ হ'য়েচে। তা তুমি তো জান, ভাই! আমার একটী ভয়ঙ্কর রোগ আছে যে, রাগ হ'লে আর আমার জ্ঞান থাকে না।"

অমরনাথ বলিল, "তুমি যা ব'লছ, গুরোদাদা! সকলি সত্য। তোমার এই একটী বড় দোষ, রাগ হ'লে তোমার কোন কথা মনে থাকে না। আমি কলিকাতা গিয়ে সাহেবের নিকট থেকে তোমার জন্য যে শুভ সংবাদ ল'য়ে এসেছিলেম, তুমি তা শুনলে না ব'লে, আমার মনে সত্য সত্যই বড় ক্লেশ হ'য়েছে।"

গুরুচরণ বলিল, "তা বল, ভাই! কি শুভ সংবাদ? আর আমি কখনও তোমার উপর রাগ ক'রব না।"

অমরনাথ লক্ষ্ণৌ ছাড়িয়া আসিবার পর তাহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের শেষাংশ মাত্র গুরুচরণকে শুনাইল। গোরক্ষপুরে সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পশুপতি বাবুর ও তাঁহার সঙ্গিনীর মৃত্যু-সংবাদ গুরুচরণকে বলিল। তারপর পশুপতি মৃত্যুর পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছিল, সমস্ত আনুপূর্ব্বিক তাহাকে শুনাইল।

গুরুচরণ বলিল, "কি আশ্চর্য্য! এখন আমার মনে প'ড়েচে, মা আমাকে একদিন ব'লেছিলেন—'তোমাকে আর আমার অমরকে যে কি ক'রে ডাকাতের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেম, তা মনে ক'রলে এখনও আমার ভয় হয়।' সে যা হ'ক্, তারপর?"

"তারপর আবার তোমার অন্বেষণ ক'রতে ক'রতে সাহেবের সঙ্গে কলিকাতায় ফিরে এলেম। সাহেব আমাকে ব'ললেন 'তুমি বিল্বগ্রামে গেলে জানতে পারবে, গুরুচরণের কোন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে কি না। আর শীঘ্রই কলিকাতায় এসে আবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও।' আমি এখানে এসে দেখ্‌লেম, কেহই তোমার কোন সংবাদ জানতে পারে নাই। আমি আবার পশ্চিম দেশে ফিরে যাব ঠিক ক'রে-

ছিলেম, এমন সময় তোমার পত্র পেলেম। পত্র পাবামাত্র সাহেবকে অঙ্গীকার মত সংবাদ দিলেম। সাহেব আমাকে পত্রের উত্তর না দিয়ে আমাকে সঙ্গে ল'য়ে যাবার জন্য একজন লোক পাঠিয়ে দিলেন। সেই লোকের সঙ্গে সাহেবের নিকট গিয়ে তাঁর মুখে যে কথা শুন্‌লেম, তা শুন্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে, তাঁর কত উচ্চ অন্তঃকরণ! তিনি আমাকে ব'ল্‌লেন, গুরুচরণ সিপাহি-বিদ্রোহে আমাদের অনেক সাহায্য ক'রেচে, এমন কি, সে আমাদের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হ'য়েছিল। সেই জন্য আমি বড়লাট-সাহেবের নিকট থেকে তার উপযুক্ত পুরস্কারের প্রার্থনা ক'রেছিলেম, ও স্বয়ং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রেছিলেম। লাট-সাহেব সন্তুষ্ট হ'য়ে আমার আবেদন গ্রাহ্য ক'রেচেন। যে সকল জমীদার বিদ্রোহিগণের সাহায্য ক'রেছিল, তাদের সকলের যাবতীয় ভূসম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হ'য়েছে। আর সেই সকল সম্পত্তি হ'তে যারা আমাদের সাহায্য ক'রেছিল, তাহাদিগকে যথোপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হ'চ্চে। লাট-সাহেবের অনুমতি অনুসারে সাতখানা গ্রাম গুরুচরণকে দেওয়া হ'য়েছে। সেই সকল গ্রামের বার্ষিক আয় প্রায় দশ হাজার টাকা। এই পার্চমেণ্ট কাগজখানি প'ড়ে দেখ, এতে সকল কথা লেখা আছে।"

গুরুচরণ বলিল, "তুমিতো প'ড়েছ, আর আমার পড়্‌বার আবশ্যক কি? কিন্তু অপর পার্চমেণ্ট কাগজে কি লেখা আছে?"

অমরনাথ হাসিয়া বলিল, "সাহেবের আমার উপরেও যথেষ্ট কৃপাদৃষ্টি আছে। তিনি আমাকে ব'ল্‌লেন, 'আইন অনুসারে তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্রোহী নরেন্দ্রনাথ বসুর যাবতীয় সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের হস্তগত

হ'য়েছিল, আমি সে সংবাদ জান্‌তে পেরে স্বয়ং লাট-সাহেবের নিকট গিয়ে, তোমার পিতার উইলের কথা তাঁকে জানালেম ও তুমি যে আমাদের বন্ধু ও গুরুচরণ যে তোমারই পরামর্শে আমাদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধের সময় আমাদের সাহায্য ক'রেছিল, তাও তাঁকে ব'ল্‌লেম। তিনি আমার অনুরোধক্রমে তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সমস্ত সম্পত্তি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েচেন।' এই অপর পার্চমেণ্ট কাগজে তাহা লেখা আছে। সেই উইল অনুসারে আরও দুইখানি গ্রাম তোমার।"

গুরুচরণ বলিল, "এ সকল সংবাদ মাকে জানিয়েছ তো?"

অমর বলিল, "না এখনও তাঁকে বলা হয় নাই। কাল আমাদের নূতন বউয়ের আলতামাখা রাঙ্গা পা দুখানি দেখে আর সকল কথা ভুলে গিয়েছিলেম।"

গুরুচরণ কোন কথা না বলিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিল অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "গুরোদাদা! কি ভাব্‌ছ? কলিকাতা থেকে এসব সুখের সংবাদ ল'য়ে এলেম, এতে কি তোমার মনে আনন্দ হ'চ্চে না?"

গুরুচরণ বলিল, "এত কাল পরে তোমার পিতৃসম্পত্তির অধিকারী তুমি হ'লে, এতে আমার মনে বড়ই আহ্লাদ হ'চ্চে। আর তোমার পিতার উইল অনুসারে আমিও দুইখান গ্রাম পেয়েছি, ইহাও সুখের বিষয়। কিন্তু, ভাই! তুমি একটী বড় অন্যায় কাজ ক'রেছ। তুমি সাহেবকে ব'ল্‌লে না কেন, তোমার গুরোদাদা পরম পবিত্র ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছে, সে ম্লেচ্ছের দান গ্রহণ করে না।"

অমরনাথ বিস্মিত হইয়া গুরুচরণের দিকে চাহিয়া উত্তর করিল,

"গুরোদাদা! আমি তোমার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না! গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আমাদের রাজা-প্রজার সম্বন্ধ। রাজা তোমার তোমার বীরত্ব ও রাজভক্তিতে প্রীত হ'য়ে, তোমাকে পুরস্কার দিয়েচেন, সে তো সুখের বিষয়।"

গুরুচরণ উত্তর করিল, "আমি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য কর্‌বার জন্য বিদ্রোহিগণের বিপক্ষতাচরণ করি নাই। আমি সাহেবকে পূর্ব্বেই ব'লেছিলেম যে, নৃশংস বিদ্রোহিগণের অবলা রমণী ও নিরপরাধ শিশুগণের প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখে, আমার প্রাণ কাতর হ'য়েছিল। তাহাদিগকে পাষণ্ডগণের হাত থেকে রক্ষা কর্‌বার জন্য আপন প্রাণবিসর্জ্জন দেওয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে ক'রেছিলেম। আমি কি তখন পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা ক'রেছিলেম? তবে এখন আমি এ পুরস্কার কেন গ্রহণ ক'র্‌ব? আমি জানি, এতে আমার প্রত্যবায় হবে। ভাই, অমর! এই পার্চমেণ্ট কাগজ সাহেবকে ফিরিয়ে দিয়ে বলিও যে, তোমার গুরোদাদা তাঁর সদাশয়তার জন্য তাঁহাকে মনের সহিত ধন্যবাদ দিয়েছে। কিন্তু সে কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধন ক'রে তার জন্য পুরস্কার গ্রহণ করে না!"

অমরনাথ বলিল, "গুরোদাদা! আমি নিশ্চয় ব'ল্‌তে পারি এতে তোমার কিছুমাত্র প্রত্যবায় হবে না। কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি তোমার বিচিত্র অভিসন্ধিতে অনুমোদন প্রকাশ ক'র্‌বে না।"

গুরুচরণ বলিল, "যদি তোমার তাই ইচ্ছা হয়, আমাকে কাগজখানি দাও, আমি বাচস্পতি মহাশয়কে আর তর্কবাগীশ মহাশয়কে দেখিয়ে, তাঁরা কি বলেন, জিজ্ঞাসা করে দেখি।"

অমরনাথ গুরুচরণের হাতে পার্চমেণ্ট কাগজ দিয়া বলিল, “এ উত্তম কথা। কিন্তু, গুরোদাদা! আমি এইটি বড় আশ্চর্য্য মনে ক’র্‌চি যে, তুমি বাল্যকালে যখন গুরু-মহাশয়ের পাঠশালে প’ড়্‌তে, তখন যেমন ছিলে, এখনও ঠিক সেই রকম আছ।”

সেই দিন সন্ধ্যার সময় যমুনা-তীরে তর্কবাগীশের সঙ্গে বেচারামের সাক্ষাৎ হইল। তারানাথ বলিলেন, “বাচস্পতি! তুমি যে আমাকে ব’ল্‌তে, সমস্ত জগৎ অন্বেষণ ক’র্‌লে এমন জামাতা আর পাবে না, সে কথা সত্য। বাস্তবিক তোমার জামাতা এ পাপ পৃথিবীতে একটি দুর্ল্লভ রত্ন। রাজার দানগ্রহণ যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, তার নিকট প্রমাণ প্রদর্শনে প্রতিপন্ন ক’র্‌লেম, তবে সে সম্মত হ’ল!”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে বৈশাখী পৌর্ণমাসী নিকটে আসিল। বিল্বগ্রামে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত বিবাহ-সমারোহের বিবিধ আয়োজন হইতে লাগিল। রামধন সরকারও পাঠশালার ছাত্রগণকে ছুটী দিলেন। কেবল বিপিন ও অতুল দুইজন ছাত্রকে পাঠশালার অবকাশ সত্ত্বেও প্রত্যহ পাঠশালায় আসিতে হইবে। অন্যান্য ছাত্রগণ চলিয়া গেলে, গুরু-মহাশয় মাদুরের উপরে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন, "বিপ্‌নে! তোকে আর ওত্‌লোকে ছুটি দিলেম না কেন, তা জানিস্ তো?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে বলি শোন্। তোরা যে গ্রামশুদ্ধ লোককে কদিন থেকে ব'লে ব্যাড়াচ্ছিস্, দত্তদের যৌতুক-ঘরের পাশে রোজ একটা পেত্নী আসে, এ মিথ্যা কথা কেন ব'ল্‌লি?"

"সত্য ব'ল্‌ছি, গুরু-মহাশয়! আমরা স্বচক্ষে দেখেছি! আপনি অতুলকে জিজ্ঞাসা করুন।"

গুরু-মহাশয় অতুলকে বলিলেন, "হ্যাঁরে ওত্‌লো, তুই যে কথা ক'চ্চিস্ না? বিপনের কথা সব মিথ্যা, না?"

অতুল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আপনি যদি বেত না মারেন তো আপনাকে সত্য কথা বলি।"

গুরু। তা তোর ভয় নেই, বল্, বিপনের কথা মিথ্যা কি না।

অতু। আমি আর বিপিন সে দিন দত্তবাটীর যৌতুকঘরের পাশে যে অশ্বত্থ গাছ আছে, সেখান থেকে কাকাতুয়া পাখীর ছানা চুরি ক'র্‌তে গিয়েছিলেম। তারপর দেখ্‌লেম, একটী মস্ত সাদা ধপ্‌ধপে পেত্নী যৌতুকঘরের দুয়ারের পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর কাল আবার ঠিক সেই সময় আড়ালে দাঁড়িয়ে অনেক দূর থেকে দেখ্‌লেম, সাদা পেত্নীটা ঠিক সেইখানে এসে দাঁড়াল।"

গুরু-মহাশয় বলিলেন, "তবে আমাকে ডেকে দেখিয়ে দিলি না কেন? গ্রামের সকল লোক জানে যে, এ দেশে যত ভূত-পেত্নী আসে, তাদের সঙ্গে আমার সর্ব্বপ্রথমে দেখা হয়। সেই জন্য লোকে আমাকে কত ভয় করে, কত সম্মান করে, জানিস্? তা আজ আমাকে দেখাতে পার্‌বিতো?"

"পার্‌ব না কেন? আমরা দুজনে আজ রাত্রে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। যদি না দেখাতে পারি, কাল যত ইচ্ছা তত বেত মার্‌বেন।"

"আচ্ছা তবে ঠিক সময় মত এখানে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে যাবি।"

অঙ্গীকার মত সেই রাত্রে বিপিন ও অতুল গুরু-মহাশয়কে পেত্নী দেখাইবার জন্য সঙ্গে লইয়া চলিল। যৌতুক-ঘরের নিকট গিয়া বিপিন চুপি চুপি বলিল, "গুরু-মহাশয়! এই অশ্বত্থ গাছের আড়ালে, অন্ধকারে বসুন। পেত্নী এলেই আপনাকে দেখিয়ে দিব।"

গুরু-মহাশয় বলিলেন, "একে অন্ধকার, তাতে আবার অশ্বত্থ গাছ! না, বাপু! অশ্বত্থ গাছের ওদিকে আমি যেতে পার্‌ব না! অই গাছটার উপর একটা প্রকাণ্ড ভূত বাস করে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি!"

"তবে অই ভাঙ্গা মন্দিরে গিয়ে বসুন। আমরা দেখি, পেত্নী আস্‌চে কি না।"

"তা তোমরা যেন, বাপু! আমাকে একলা ফেলে চ'লে যেও না! আমার নিকটেই থেক!"

রামধন কাঁপিতে কাঁপিতে ভগ্ন মন্দিরের দ্বারদেশে দাঁড়াইলেন। ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস হইল না, কেন না বড় অন্ধকার। সেই নির্জ্জন ভগ্ন-মন্দিরে দাঁড়াইয়া গুরু-মহাশয়ের মনে বড়ই আতঙ্ক হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "আজ পেত্নী দেখ্‌তে এসে কি অন্যায় কাজটাই ক'রেচি! কি জানি, যদি পেত্নী পথ ভুলে এই খানেই এসে পড়ে' তা'হলেই তো সর্ব্বনাশ! ছোঁড়া দুটো এখন ফিরে এলে যে বাঁচি! তা'হলে তাহাদিগকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে গিয়ে প্রাণ বাঁচাই।"

অদূরে কাহার পদশব্দ শুনা গেল। রামধন ভাবিলেন, তবে বুঝি ছোঁড়া দুটো ফিরিয়া আসিতেছে। পদশব্দ আরও নিকট আসিল। কিন্তু রামধন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। অকস্মাৎ কে বামাকণ্ঠ-স্বরে চুপি চুপি বলিল, "আঃ আজ যে কত কষ্টেই এসেছি, তা আর কি ব'ল্‌ব! তা এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে চল না!"

রামধন সভয়ে দেখিল, সম্মুখে একটী সুদীর্ঘ নারীমূর্ত্তি! অন্ধকারে মুখ দেখিতে পাইল না, কিন্তু আকার-প্রকারে, পরিচ্ছদে ও কথার স্বরে বুঝিতে পারিল, পুরুষ নয়—মেয়ে মানুষ! রামধন ভাবিল, সর্ব্বনাশ!

যা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইল! পলায়ন করিবার উপায় নাই, কেন না পেত্নী দুয়ারের ঠিক্ সম্মুখে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! তবে কি চীৎকার করিয়া বিপিন ও অতুলকে ডাকিবেন? না! তাহা হইলে পেত্নী সম্ভবতঃ গলা টিপিয়া তাঁহার চীৎকার বন্ধ করিবে! গুরু-মহাশয় পিছনে হাঁটিয়া ভগ্ন মন্দিরের ভিতরে চলিলেন। পেত্নীও তাঁহার সঙ্গে চলিল। গুরু-মহাশয় দেওয়ালের এক কোণে ঠেস্ দিয়া, হাঁপাইতে লাগিলেন। পেত্নীও তাঁহার নিকট গিয়া, "মরণ আর কি! কত রঙ্গই জান! নে, আর তোর রসিকতায় কাজ নেই!" বলিয়া, গুরু-মহাশয়ের হাত ধরিল। গুরু-মহাশয়ের শুষ্ককাষ্ঠবৎ হাত স্পর্শ করিবামাত্র পেত্নী চমকিয়া হাত ছাড়িয়া বলিল, "ওমা! এ বুড়োটা আবার কে!" আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া পেত্নী দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

গুরু-মহাশয়ের চক্ষু-কর্ণ যদি জরাগ্রস্ত না হইত, তাহা হইলে এতক্ষণে জানিতে পারিতেন যে, যাহাকে পেত্নী ভাবিয়া এত ভয় পাইয়াছিলেন, সে দত্তবাটীর চাকরাণী এলোকেশী! তিনি রামনাম উচ্চারণ করিতে করিতে, কম্পিত শরীরে বাহিরে আসিয়া, দৌড়িবার জন্য মালকোঁচা বাঁধিলেন। এমন সময় বিপিন ও অতুল আসিয়া বলিল, "এইবার আসুন, গুরু-মহাশয়! পেত্নী এসেচে!—আপনি কাঁপ্‌চেন কেন?"

গুরু-মহাশয় বলিলেন, "রাম! রাম! রাম! পেত্নী দেখ্‌বার সাধ আমার জন্মের মত ঘুচেছে! একটা পেত্নী তো এখনি আমার ঘাড় ভেঙ্গেছিল আর কি! আর পেত্নী দেখে কাজ নাই! এখন তোমরা দুজনে, বাপু! আমাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে এস।"

"সে কি, গুরু-মহাশয়! আর দু-পা আগে এলেই দেখ্‌তে পাবেন। ভয় কি? আমরা সঙ্গে আছি।"

"তবে তুমি আমার হাতটা ধর। আর,অতুল! তুমি আমার কাচাটা ধর। দেখিও, বাপধন! আমাকে যেন ফেলে পালিয়ে যেও না।"

গুরু-মহাশয় দুই তিন পদ অগ্রসর হইলেন। বিপিন অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে পেত্নী দেখাইয়া দিল। গুরু-মহাশয় জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন, যৌতুকাগারের দ্বারদেশে আর একটী প্রেতিনী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! প্রেতিনীর আপাদমস্তক শুভ্রবসনে আবৃত। ভয়ে গুরু-মহাশয়ের বাহ্য-শক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিল। তিনি রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "বিপিন! বাবা! দয়া ক'রে তোরা আমায় ঘরে পৌঁছে দিয়ে আয়।"

বিপিন ও অতুল মৃতপ্রায় গুরু-মহাশয়কে ধরিয়া পাঠশালায় পৌঁছাইয়া, আবার ফিরিয়া আসিয়া পেত্নীকে দেখিতে লাগিল। পেত্নী এক গোছা চাবি হাতে লইয়া, তাহার একটী একটী করিয়া, যৌতুকগৃহের দ্বারদেশলম্বিত তালায় সংলগ্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু একটীও চাবি লাগিল না দেখিয়া, সে অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, যৌতুকাগারের প্রস্তরসোপানের উপর বসিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে উঠিয়া যমুনার দিকে অগ্রসর হইল। অতুল বলিল, "অই ছাখ্, আমাদের দিকে আস্‌চে! চল্, এই ব্যালা পালাই!"

বালকদ্বয় দৌড়িয়া পলাইয়া গেল। প্রেতিনী যমুনার তীরে বসিয়া, অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া, আপন কপোলদেশে ও নয়নদ্বয়ে নদীর শীতল বারি সেচন করিতে লাগিল। যদি এই সময় বিপিন ও অতুল আসিয়া দেখিত, তবে বুঝিতে পারিত, প্রেতিনী নহে, জটাজূটধারিণী

যোগিনী! বিন্ধ্যগিরির নির্জ্জন প্রদেশে একদিন অন্নপূর্ণা এই যোগিনীর স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যময়, পবিত্র মুখমণ্ডল সন্দর্শনে মুগ্ধা হইয়া, ইঁহাকে বিন্ধ্যাচলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনে করিয়া, ভক্তিভরে ও গলদশ্রুলোচনে, ইঁহার চরণতলে লুটাইয়াছিল!

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া, রামধন সরকার পেত্নী-সংবাদ নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া, গ্রাম-মধ্যে রাষ্ট্র করিলেন ও নিজের অতুল সাহস ও নির্ভীকতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। অন্য সকলের মত অন্নপূর্ণাও শুনিতে পাইলেন যে, যৌতুকাগারের দ্বারদেশে শুভ্রবসনা প্রেতিনী প্রত্যহ রাত্রে আসিয়া, দ্বার খুলিবার চেষ্টা করে। বি[illegible] যোগিনী তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, এতদিন অন্নপূর্ণা তাহা এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আবার মনে পড়িল। যোগিনীর নিকট গঙ্গার দিকে চাহিয়া যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহাও মনে হইল। যৌতুকাগারের কাঞ্চন-দীপমধ্যে কি আছে, সকলের অসাক্ষাতে, যমুনার জলে কাঞ্চন-দীপ কেন ফেলিয়া দিতে হইবে, জানিবার জন্য বড়ই কৌতূহল জন্মিল। কিন্তু কি প্রকারে দ্বার উদ্ঘাটন করিবেন? চাবি চাহিয়া লইবেন? না! যোগিনীর নিকট শপথ করিয়াছিলেন যে, কাহাকেও এ কথা বলিবেন না। অন্নপূর্ণা কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া, অবশেষে তর্কবাগীশ মহাশয়ের কন্যা সরলাকে সঙ্গে আনিবার জন্য, একজন দাসীকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দাসী সরলাকে সঙ্গে লইয়া আসিল। অন্নপূর্ণা সরলাকে নিভৃত স্থানে লইয়া গিয়া বলিলেন, "ভাই সরলা! যদি কাহাকেও না বল, তো তোমাকে একটা কথা বলি।"

সরলা। কি কথা, বল না।

অন্ন। তোমার পিতার নিকট আমাদের যৌতুকাগারের চাবি আছে। কাহাকেও কিছু না ব'লে, কোন কৌশলে সেই চাবিটী আমাকে একবার এনে দিতে হবে।

সরলা। তা এখনি বাবার নিকট থেকে চেয়ে এনে দিচ্চি। তোমার জিনিস তুমি নেবে, তার জন্য আবার অত কথা ব'লৃচ কেন?

অন্ন। না, ভাই! তর্কবাগীশ মহাশয়কে কোন কথা বলা হবে নাঁ। তাঁর অসাক্ষাতে, কোন কৌশলে, চাবিটী একবার আমাকে কিছুক্ষণের জন্য এনে দিতে হবে। কাল সকালেই আবার তোমায় ফিরিয়ে দিব।

সরলা। তার জন্য ভাবনা কি? যে সিন্দুকে আমাদের গহনা আছে, সেই খানেই বোধ হয় এই চাবি আছে। তা আমি তোমার বিবাহ-উপলক্ষে গহনা প'র্‌তে হবে ব'লে, বাবার কাছ থেকে সিন্দুকের চাবি চেয়ে নিয়ে, যৌতুক-ঘরের চাবি এখনি এনে দিচ্চি।

অন্ন। তা হ'লে তুমি যে আমার কি উপকার কর, তা আর কি ব'ল্‌ব! কিন্তু, ভাই, সাবধান, এ কথা যেন কেহ জান্‌তে না পারে!

সরলা চলিয়া গেল ও কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া অন্নপূর্ণাকে দুইটী চাবি দিল। অন্নপূর্ণা হৃষ্ট চিত্তে, অতি নিভৃত স্থানে চাবি দুইটী রাখিয়া দিলেন ও সকৌতুহলে, ধরাতলে রজনীর অন্ধকার সমাগমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গুরুচরণ বলিল, "অমর! সত্য ক'রে আমাকে বল, ভাই! তোমার মনে কিসের অসুখ? তুমি আর কাহারও সঙ্গে ভাল করে কথা কহ না। এমন কি, আমাকেও দেখ্‌লে যেন কত বিরক্ত হও। এই বিবাহ হবে ব'লে গ্রামের সমস্ত লোক কত আমোদ-আহ্লাদ ক'র্‌চে। অন্নপূর্ণার সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে, এতে আমার মনে যে কত আনন্দ হ'চ্চে তা কি ক'রে তোমাকে জানাব! কিন্তু এমন সুখের সময় তোমার মনে আনন্দ নাই কেন?"

অমরনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "যে রোগের ঔষধ নাই, তার জন্য আর বৃথা চিন্তা ক'রে কি ফল?"

গুরু। এমন কি রোগ যে তার ঔষধ নাই? আমাকে বল, ভাই! আমি প্রাণ দিয়ে সে রোগের প্রতিকার ক'র্‌ব।

অমর। যদি সে রোগের প্রতিকার করা তোমার সাধ্যায়ত্ত হ'ত, তা'হলে এত দিন কি তোমাকে ব'ল্‌তেম না?

গুরু। তা এত দিন বল নাই, এখন বল।

অমর। এত দিন এই জন্য তোমাকে বলি নাই যে, অকারণ তোমার মনে ক্লেশ হবে।

অমরনাথ বাহুদ্বয়ে গুরুচরণের গলা ধরিয়া, সাশ্রুনয়নে বলিল, "তুমি আমাকে যত ভালবাস, এ জগতে কে কাহাকে অত ভালবাসে? কে আপন সহোদরকে এত স্নেহ করে? তোমার নিকট গোপন ক'র্‌ব, এমন কথা কি আছে?—এত দিন যে কেন তোমাকে বলি নাই, তা কেমন ক'রে তোমাকে বোঝাব? তবে এতদিন পরে আজ তোমাকে বলি, শুন। গুরোদাদা! এমন কি কোন উপায় নাই যে, অন্নপূর্ণার সঙ্গে আমার বিবাহ না হয়?"

গুরুচরণ অমরের বাহু হইতে কণ্ঠ বিমুক্ত করিয়া, দূরে দাঁড়াইয়া বলিল, "হায়! অমর! একথা তোমার মুখে শোন্‌বার আগে আমার মৃত্যু হ'ল না কেন? তুমি পামর, তুমি নিষ্ঠুর, তুমি কৃতঘ্ন! তুমি কি জান না, শৈশবাবধি অন্নপূর্ণা তোমাঁকে কত ভালবাসে? তোমার দর্শন লাভের আশায় সে এই রাজভবনের সুখসম্পদ তুচ্ছ ক'রে, এত দিন দেশ-বিদেশে ভ্রমণ ক'র্‌ছিল, তা কি শোন নাই? সে ইচ্ছা ক'র্‌লে, তোমার চেয়ে রূপবান্, তোমার অপেক্ষা বিদ্বান্, তোমা হ'তে শতগুণে উচ্চহৃদয়, কত শত পাণিগ্রহণপ্রার্থী যুবক এত দিন তার পদতলে লুটাতো, তা কি তুমি বুঝ্‌তে পার না? এই কি তার ভালবাসার পুরস্কার? আর তার পিতা, সেই স্বর্গীয় রাজর্ষি, পুত্রাধিক স্নেহে তোমাকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান ক'রেছিলেন, তাকি ভুলে গিয়েছ? তোমার সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিবেন, এই সুখের আশায় এতদিন জীবন ধারণ ক'রে, স্বর্গারোহণের সময় তোমাকে অন্নপূর্ণার পাণিগ্রহণ ক'র্‌তে আদেশ ক'রেছিলেন, তা কি তোমার মনে নাই? এই কি সেই স্বর্গীয় হরমোহন দত্তের স্নেহ-বাৎসল্যের প্রতিদান?

বাস্তবিক, এই রূপে ও গুণে লক্ষ্মী-সরস্বতী রাজর্ষি-কন্যার যোগ্য বর তুমি নও!"

অমরনাথ গুরুচরণের নিকট গিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "তুমি যা ব'লছ সকলি সত্য। কিন্তু আমি তোমাকে যা ব'লছিলেম, সে সকল কথা আগে শোন, তারপর যত ইচ্ছা তিরস্কার করিও।"

গুরুচরণ বলিল, "যা ইচ্ছা হয় বল, আমি শুনচি। কিন্তু যতক্ষণ এ পাপ অভিসন্ধি পরিত্যাগ না কর, ততদিন আমাকে স্পর্শ করিও না!"

গুরুচরণ অমরের হাত ছাড়াইয়া বলিল, "এখন কি ব'লতে ইচ্ছা কর, বল।"

অমরনাথ বলিল, "সিপাহি-বিদ্রোহ আরম্ভ হবার সময় আমি তোমার অন্বেষণে লক্ষ্ণৌ থেকে কানপুরে এলেম। সেখানে অনেক অনুসন্ধান ক'রে জান্‌লেম, তুমি সাহেবের সঙ্গে আগ্রা অভিমুখে চ'লে গিয়েছ। অনেক শহরে, অনেক গ্রামে তোমার অন্বেষণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে, অবশেষে একদিন বৃন্দাবনের নিকট এসে, পথশ্রমে যমুনাতীরে নিদ্রিত ছিলেম। নিদ্রাভঙ্গে, অকস্মাৎ যমুনার ভীষণ তরঙ্গে প্লবমানা, একটী রমণীমূর্ত্তির দিকে আমার দৃষ্টি পতিত হ'ল! আমি তরঙ্গের উপর ঝাঁপ দিয়ে রমণীকে যমুনার তটে ল'য়ে এলেম। ক্রমে তাঁর অচেতন দেহে জ্ঞানসঞ্চার হ'ল। রমণী আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন ও আমার সঙ্গে কথা কইলেন। আমি মুগ্ধ, বিস্মিত ও জ্ঞানশূন্য হ'য়ে, তাঁর বিশাল, বঙ্কিম, অপার্থিব নয়ন দেখ্‌তে লাগ্‌লেম! তাঁর বীণানিন্দিত অমৃতময় কণ্ঠস্বরে আমার প্রাণ পাগল হ'ল! আমি সহসা যেন অমৃত-সাগরে সাঁতার দিতে লাগ্‌লেম। মর্ত্যলোক অকস্মাৎ যেন প্রীতিময়,

সুধাময় দিব্যধামে পরিণত হ'ল। আমি সবিস্ময়ে, সকৌতূহলে, জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম,—তিনি সুর-রমণী, তবে এ মর্ত্তলোকে কেন এসেছেন! তিনি ব'ল্‌লেন, তিনি নিকটবর্ত্তী যোগাশ্রমে বাস করেন, তাঁর নাম ছায়া। তারপর তাঁর সঙ্গে আমি তাঁর গুরুদেবের যোগাশ্রমে গেলেম। আমার বোধ হ'ল সে যোগাশ্রম অবনীতলে গোলকধাম! আমি যেন নূতন জীবন ধারণ ক'র্‌লেম, আমার আত্মস্মৃতি বিলুপ্ত হ'ল। তোমাকে ভুলে গেলেম। ইহলোকের আর সকলকে বিস্মৃত হ'লেম। সেই প্রীতিময়, পুলকময় রাধাশ্যামের লীলাতটে, সেই সুরলোকশোভিনী ছায়ার পবিত্র-প্রেমস্রোত সহস্রধারে আমার হৃদয় প্লাবিত ক'র্‌তে লাগল। এইরূপে এক মাস অতিবাহিত হ'ল। এক এক মাস পরে"—

গুরুচরণ শুষ্ক কণ্ঠে, বিকৃত রবে বলিল, "আর না—পামর! ক্ষান্ত হও! বুঝেছি! এক মাস পরে ছায়ার সঙ্গে মাল্যবিনিময় ক'রে, তাকে বিবাহ ক'র্‌লে!"

অমর বলিল, "না! এক মাস পরে সে সুখের স্বপ্ন ফুরাল। সকল আশা নির্ম্মূল হ'ল। মূর্খের কাল্পনিক স্বর্গ বিলুপ্ত হ'ল!"

গুরুচরণ আশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "স্পষ্ট ক'রে আমাকে বল, বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। এক মাস পরে কি হ'ল?"

একমাস পরে, একদিন নির্জ্জন কুসুম-উদ্যানে ছায়াকে একাকিনী দেখে, তাঁকে ব'ল্‌লেম যে, তাঁর গুরুদেবের নিকট তাঁর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব ক'র্‌ব। স্তম্ভিত ও বিস্মিত হ'য়ে দেখ্‌লেম, ছায়ার ললাটে বিষাদের রেখা দেখা দিল। আমি জান্‌তেম না, অপ্সরারূপিণী ছায়ার

হৃদয় পাষাণে নির্ম্মিত। তিনি সরোষে, সবিষাদে আমাকে ব'ল্‌লেন, 'তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ অসম্ভব! তুমি এ-দেশ পরিত্যাগ ক'রে, বাঙ্গলা দেশে ফিরে যাও।' সেই দিন আমার সুখের স্বপ্ন শেষ হ'ল! সে স্বর্গসুখ বিলুপ্ত হল! আমি নৈরাশ্য-যাতনায় অধীর হ'য়ে, তখনি সেখান হ'তে চ'লে এলেম।"

গুরুচরণের মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইল। সে উত্তর করিল, "তবে আর সে সকল কথা মনে ক'র্‌চ কেন? সে পাষাণী ছায়াকে জন্মের মত বিস্মৃত হ'চ্চ না কেন? তুমি তার জীবন দান ক'রেছিলে, তার নিষ্ঠুর প্রতিদানের জন্য, তার অকৃতজ্ঞতার জন্য, তাকে ঘৃণা ক'র্‌চ না কেন?"

অমরনাথ বলিল, "তাঁকে বিস্মৃত হবার জন্য এতদিন কত চেষ্টা ক'রেছি, হৃদয়কে কত প্রবোধ, কত ধিক্কার দিয়েছি। আত্ম-সংগ্রামে অন্তর চূর্ণ ক'রেছি। কিন্তু হৃদয় আয়ত্ত হওয়া দূরে থাকুক, এতদিন পরে বুঝ্‌তে পেরেছি, ছায়ার সে অমৃতময়ী মূর্ত্তি এ হৃদয় হ'তে বিসর্জ্জন দেওয়া অসম্ভব।"

গুরুচরণ বলিল, "আমি নিশ্চয় জানি, অসম্ভব নয়। অন্নপূর্ণার প্রেমে তোমার ব্যাধিগ্রস্ত হৃদয়কে অভ্যস্ত কর। আর পাঁচ দিন পরে বিবাহ হবে। সেই দিন যখন অন্নপূর্ণাকে হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ক'র্‌বে, অন্নপূর্ণার সেই পবিত্র প্রেমের আলোকে, ছায়ার কাল্পনিক ছায়াময়ী মূর্ত্তি বিলীন হবে।"

অমরনাথ আবার অশ্রুপূর্ণ লোচনে উত্তর করিল, "গুরোদাদা! তুমি সত্য ব'লেছ, আমার মত পামর, কৃতঘ্ন এ জগতে আর নাই! আমি অন্নপূর্ণার পবিত্র প্রেমের অযোগ্য। রাজর্ষি হরমোহন কি

অপদার্থ নরাধমকে এত কৃপারাশি বিতরণ ক'রেছিলেন! কিন্তু আমি তোমাকে আবার ব'লছি, ছায়া পাষাণী হউক বা পিশাচী হউক, সে আমার এ হৃদয়-মধ্যে চিরদিন বিরাজ ক'র্বে। আমি তা জেনে শুনে, কেমন ক'রে সহাস্থ-বদনে অন্নপূর্ণার পাণিগ্রহণ ক'র্ব? এ পাপাত্মার করস্পর্শে, তাঁর পবিত্র দেহ যে কলুষিত হবে! তোমাকে সকল কথা ব'ল্লেম, এখন আমাকে বল, আমি কি ক'র্ব।"

গুরুচরণ বলিল, "তবে শুন, আমি বলি। আগামী শুক্রবার পৌর্ণমাসীর দিন অন্নপূর্ণার পাণিগ্রহণ কর। পরশমণির স্পর্শে পাষাণ সুবর্ণে পরিণত হয় কি না, পূর্ণ শশীর উজ্জ্বল আলোকে ছায়ার অন্ধকার বিলুপ্ত হয় কি না, দেখ্‌তে পাবে।"

অমরনাথ নয়ন মুদ্রিত করিয়া বলিল, "তবে তাই হ'ক্। বিধাতার যদি তাই ইচ্ছা হয়, আগামী শুক্রবার, পামর অমরনাথ তার পাপ-কলুষিত করে, সহাস্থ-মুখে পবিত্রতাময়ী অন্নপূর্ণার পাণিগ্রহণ ক'র্বে!"

গুরুচরণ অমরনাথকে আলিঙ্গন করিল। অমরনাথ যুক্ত করে, ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। ঠিক এই সময় অদূরে নহবতের সঙ্গে সানাই উচ্চতানে বাজিয়া উঠিল। গুরুচরণ সে কাতর-নিশ্বাসধ্বনি শুনিতে পাইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শুক্ল-দশমীর শশধর, বসুমতীকে নিস্তব্ধ অন্ধকারে একাকিনী রাখিয়া, বিদায় গ্রহণ করিল। অন্নপূর্ণা শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই, চারিদিক অন্ধকার। তিনি ধীরপাদবিক্ষেপে দুইটী চাবি, দীপশলাকা ও একটী ক্ষুদ্র প্রদীপ হাতে লইয়া যৌতুকাগারের নিকট আসিলেন। সেই নিভৃত গৃহের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া, আবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ। শব্দের মধ্যে অদূরে ভূমিশয্যাশায়ী সুষুপ্ত প্রহরিদ্বয়ের নাসিকাধ্বনি, আর তাঁহার প্রাসাদের ছাদের উপর পেচকের ভীতিবিধায়ক, অমঙ্গল-সূচক উচ্চ চীৎকার। অন্নপূর্ণা ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া, যৌতুকাগারের প্রকাণ্ড কপাট ধীরে ধীরে উদ্ঘাটন করিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আবার ধীরে ধীরে দ্বার বন্ধ করিলেন। নিভৃত, রুদ্ধদ্বার যৌতুকাগারের অভ্যন্তরস্থ অন্ধকার গাঢ়তর হইল। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে অন্নপূর্ণার সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল। তিনি প্রদীপ জ্বালিয়া যমুনাতীরস্থ অপর দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। গৃহের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। এ গৃহমধ্যে অন্নপূর্ণা পূর্ব্বে কখনও প্রবেশ করেন নাই। দেখিলেন, সম্মুখে গৃহপ্রাচীরের উপরে লোলজিহ্বা,

নৃমুণ্ডমালিনী ভৈরবরূপিণী কালিকামূর্ত্তির বৃহৎ ছবি দোদুল্যমান। তাহার নীচে একটী চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত সিন্দুক। অন্নপূর্ণা বুঝিলেন, এই সিন্দুকের ভিতরেই যুগল-প্রদীপ আছে। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে, কম্পিত করে সিন্দুক উদ্ঘাটন করিলেন। দেখিলেন, সিন্দুকের অভ্যন্তরে কেবলমাত্র বর-কন্যার পরিধানোপযোগী কয়েকখানি বহুমূল্য বসন। তিনি বসন কয়েকখানি এক একটি করিয়া তুলিয়া লইলেন। শেষের বসনখানি তুলিবামাত্র অন্নপূর্ণার করস্থিত প্রদীপের ক্ষীণালোকে প্রতিফলিত হইয়া, রত্নরাজি চমকিয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, দুইটী সুবর্ণনির্ম্মিত, রত্নখচিত প্রদীপ একত্র সংযুক্ত। সংযুক্ত দীপদ্বয় উন্মোচন করিবার জন্য, তিনি দ্বীপদ্বয়ের সংযোগস্থল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে স্পর্শ করিলেন।

অকস্মাৎ যোগিনীর কথা তাঁহার মনে পড়িল। যোগিনী বলিয়াছিলেন, এই সংযুক্ত দীপদ্বয় উন্মোচন না করিয়া, ইহার ভিতরে কি আছে না দেখিয়া, যমুনার জলে নিক্ষেপ করিতে হইবে। অন্নপূর্ণা আবার দীপযুগলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, সম্মুখবর্ত্তী যমুনার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। যেন দীপদ্বয় যমুনার জলে নিক্ষেপ করিবার জন্য বাহু তুলিয়া, দুই তিন পদ অগ্রসর হইলেন। আবার তাঁহার মনে হইল, যমুনার গভীর জলে একবার ফেলিয়া দিলে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের এত যত্নের সামগ্রী, আবার যদি আবশ্যক হয়, আর তো ফিরিয়া পাইবেন না! তবে কি করিবেন? যেখানে ছিল, সুবর্ণ-দীপ আবার সেই খানেই রাখিয়া দিবেন? কিন্তু যোগিনী তাঁহাকে এত মিনতি করিয়া, বারংবার এই প্রদীপ যমুনার

জলে কেন নিক্ষেপ করিতে বলিয়াছিলেন? আর সেই সংসারত্যাগিনী যোগিনী কেমন করিয়া জানিলেন যে, এখানে, এই রূপে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের সাধের সুবর্ণ-দীপ রক্ষিত হইয়াছে? হয়তো কাহারও মুখে শুনিয়া থাকিবেন, অথবা হয়তো যোগবলে জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে, যুগল-প্রদীপ উন্মুক্ত না করিয়া, যমুনার জলে নিক্ষেপ করিবার জন্য বারংবার কেন অনুরোধ করিয়াছিলেন? এই দীপদ্বয়ের অভ্যন্তরে কোন নিগূঢ় রহস্য নিহিত আছে! এখনি দীপ উন্মোচন করিয়া দেখিলেতো বুঝিতে পারিবেন!

অন্নপূর্ণা কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া,সেইখানে বসিলেন। আবার ভাবিলেন, যাহা করিতে হয়, শীঘ্র করা উচিত, কেন না, রজনী অবসানের আর অধিক বিলম্ব নাই। প্রহরিগণ এখনি জাগ্রত হইবে। অথবা হয়তো অন্য কেহ নিশাবসানে এই দিকে আসিবে। তিনি মনে মনে বলিলেন,—"তবে আর ভেবে কাজ নাই। আমার পিতৃপুরুষের এত যত্নের সামগ্রী যেখানে ছিল, সেই খানেই থাকুক।"

তিনি আবার উঠিয়া সুবর্ণ-দীপ হাতে লইয়া, সিন্দুকের নিকট আসিলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল, তাঁহার মস্তকোপরি লম্বিতা কালিকামূর্ত্তি আন্দোলিত হইয়া, সবিষাদে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন! তিনি শিহরিয়া কালিকামূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তবে কি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের ইষ্টদেবী কালিকার ইচ্ছা নহে, তিনি এই কাঞ্চন-দীপ পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া দেন? অন্নপূর্ণা কালিকামূর্ত্তির দিকে চাহিয়া, করজোড়ে বলিতে লাগিলেন—"মাতঃ! অনুমতি করুন, কি ক'রব! যোগিনীর অনুরোধমত এই দীপযুগল যমুনার জলে নিক্ষেপ

ক'র্‌ব, না পূর্ব্বস্থানে রেখে দিব? দেবী রুদ্রাণি! আমি কিছুই স্থির ক'র্‌তে পার্‌চি না। দয়া ক'রে, আমাকে ব'লে দাও, আমি কি ক'র্‌ব!"

অন্ধতামসাবৃত নরজীবনে, কে কবে কাতর-সম্বোধনে রুদ্রাণীর উত্তর পায়? অন্নপূর্ণা কিয়ৎক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষায় কালিকামূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর স্বর্ণদীপ হাতে লইয়া, সম্মুখস্থ দ্বারের দিকে ধীরে ধীরে আসিলেন। অন্নপূর্ণা বাহিরে যমুনার উপকূলে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলেন! তিনি সুবর্ণ-দীপ বক্ষঃস্থলে লুকাইয়া, দ্বারের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন শুভ্রবসনে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিতা, একটি রমণীমূর্ত্তি যমুনা-তট হইতে দ্রুতপদে চলিয়া গিয়া অদৃশ্যা হইল! তিনি ইতিপূর্ব্বে যে প্রেতিনীর কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল। তাঁহার মনে ভয় হইল। তিনি ভাবিলেন, আর এখানে থাকা উচিত নহে। যুগল-দীপ যমুনার জলে ফেলিয়া দিয়া, এখনই এখান হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত।

তিনি আবার উর্দ্ধকরে, অগ্রসর হইলেন। আবার কৌতূহল আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। যুগল-দীপতো এখনি জলে ফেলিয়া দিবেন, কিন্তু তাহার ভিতরে আর কিছু আছে কি না, দেখিলে ক্ষতি কি? অন্নপূর্ণা আর কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিলেন না। তিনি দীপযুগলের সংযোগস্থলে অঙ্গুলি নিষ্পেষণ করিলেন। যুক্ত দীপ বিমুক্ত হইল।—একি! অন্নপূর্ণা সবিস্ময়ে দেখিলেন, যুগল-দীপ বিভিন্ন হইবামাত্র, একখানি লোহিতবর্ণের কাগজ ভূতলে পড়িয়া গেল। এ কাগজখানি কি? ইহাতে কি কিছু লেখা আছে? অন্নপূর্ণা ক্ষীণালোক-

প্রদীপ-সম্মুখে সুবর্ণ-দীপযুগল রাখিয়া, কাগজখানি ভাল করিয়া দেখিলেন, পত্রের শিরোনামায় লেখা রহিয়াছে,—"শ্রীমতী সরোজবাসিনী দাসী।" সরোজবাসিনী দাসীতো তাঁহার মাতা। আজ পঞ্চদশ বৎসর হইল, যখন অন্নপূর্ণার দুই বৎসর মাত্র বয়স, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। সেই অবধি তাঁহার পিতা হরমোহন দত্ত পুনরপি দারপরিগ্রহ না করিয়া, তাঁহাকে মাতার অধিক যত্নে আপন স্বর্গারোহণের দিন অবধি প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতাকে এ গোপনীয় লিপি কে লিখিয়াছে? পত্রপাঠ করিবার পূর্ব্বে পত্রলেখকের কি নাম, জানিবার জন্য তাঁহার কৌতুহল জন্মিল। পত্রের নিম্নদেশে স্বাক্ষরিত নাম পড়িয়া দেখিলেন, পত্রপ্রেরিকার নাম—শারদাসুন্দরী দেবী। শারদাসুন্দরী দেবী কে? তিনি তো এ পর্য্যন্ত এ নাম কখনও শুনেন নাই। অন্নপূর্ণা শারদাসুন্দরী দেবীর পত্র পড়িতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শারদাসুন্দরীর আত্মকাহিনী।

আট বৎসরের কথা। হরমোহন দত্তের মন্ত্রদাতাগুরু, রামনগর-নিবাসী, জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত কমলাকান্ত শর্ম্মা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গেলেন। হরমোহন সে সংবাদ শুনিবামাত্র স্বর্গীয় কমলাকান্তের বিধবা স্ত্রী অমৃতময়ী দেবী ও তাঁহার একমাত্র দশমবর্ষীয়া দুহিতা শারদাসুন্দরীকে বিল্বগ্রামে আপন রাজভবনে আনিলেন। হরমোহনের পবিত্র ভক্তি ও স্নেহে কমলাকান্তের নিঃসহায়া বিধবা ভার্য্যা ও তাঁহার বালিকা কন্যা অচিরাৎ পতি ও পিতৃবিয়োগ শোক বিস্মৃত হইয়া, হরমোহনের বাটীতে তাঁহার আত্মপরিবারের ন্যায় পরম সুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

হরমোহন স্ত্রী-শিক্ষার নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারই অনুরোধক্রমে শারদাসুন্দরীর মাতা তাঁহার একমাত্র কন্যাকে দত্ত-বংশের কুলপুরোহিত চন্দ্রচূড় তর্করত্নের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতে দিলেন। বালিকা শারদাসুন্দরীর একজন সহাধ্যায়ী বালক ছিল। তাহার নাম নিরঞ্জন। নিরঞ্জন চন্দ্রচূড় তর্করত্নের একমাত্র পুত্র। বালিকা শারদা ও বালক নিরঞ্জন প্রথমদর্শনাবধি উভয়ে উভয়কে ভালবাসিতে লাগিল। নিরঞ্জনের পাঠগৃহে আসিতে বিলম্ব হইলে,

বালিকা শারদা রোদন করিত। শারদাকে না দেখিতে পাইলে, নিরঞ্জন তাহার অন্বেষণ করিবার জন্য দৌড়িয়া যাইত। ক্রমে বালক ও বালিকা বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া, যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিল। উভয়ের বাল্যপ্রণয় নবযৌবনের প্রেমের গাঢ়তর, গুরুতর সীমায় উপনীত হইল। অন্য কেহ তাহা বুঝিতে পারিল কিনা, জানি না; কিন্তু শারদাসুন্দরীর মাতা তাহা বুঝিলেন। তিনি চন্দ্রচূড় তর্করত্নের নিকট তাঁহার পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। নিরঞ্জন হৃষ্ট চিত্তে শারদাকে সে সুখের সংবাদ শুনাইল।

কিন্তু শারদার হৃদয়-মধ্যে অকস্মাৎ যেন কি আতঙ্ক জন্মিল। সে জিজ্ঞাসা করিল "আমার মাতার প্রস্তাব শুনে, তোমার পিতা কি উত্তর দিলেন?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "পিতা ব'ল্লেন, তিন দিবস পরে বালক ও বালিকার জন্মনক্ষত্র প্রভৃতি পরীক্ষা ক'রে উত্তর দিবেন।"

তিন দিবস পরে মাতা আবার চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। চন্দ্রচূড় সবিষাদে উত্তর করিলেন, "এ বিবাহ অসম্ভব। কেন না, এ বিবাহ সম্পন্ন হ'লে, অল্প কালের মধ্যে কন্যা বিধবা হ'বে।"

মাতা অশ্রুপূর্ণ লোচনে ফিরিয়া আসিলেন। দুই মাস অতীত হইল। একদিন নিরঞ্জন শারদাকে বলিল, "আমিও এতদিন আমাদের জন্মনক্ষত্র প্রভৃতি পর্য্যালোচনা ক'রে দেখ্‌লেম, পিতার নিশ্চয়ই ভ্রম হ'য়েছে। আমাদের বিবাহে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। আমি পিতাকে এ বিবাহে সম্মত ক'র্‌ব।"

নিরঞ্জন পিতার নিকট গিয়া তাহার মনের ভাব জানাইল। শারদাসুন্দরী অন্তরালে দাঁড়াইয়া পিতা-পুত্রের কথোপকথন শুনিতে লাগিল। চন্দ্রচূড় পুত্রের কথা শুনিয়া, প্রথমে বিস্মিত, তারপর ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমি অন্যত্র তোমার বিবাহের প্রস্তাব ক'রেছি, এ বিবাহের আশা পরিত্যাগ কর। আমার গণনা অভ্রান্ত।"

নিরঞ্জন পিতার চরণ ধারণ করিয়া রোদন করিতে করিতে উত্তর করিল, "অন্য কাহারও সঙ্গে আমার বিবাহ অসম্ভব।"

চন্দ্রচূড় সরোষে উত্তর করিলেন, "মূর্খ! এই জন্য কি তোকে এত যত্নে এত কাল শিক্ষা দিয়েছিলেম? এই কি তোর আত্মসংযম শিক্ষা? এই বয়সেই রমণীর প্রেমে তোর হৃদয় এমনি উন্মত্ত হ'য়েছে যে, লজ্জা, ভয়, পিতৃভক্তি সকলি জলাঞ্জলি দিয়েছিস্? নির্লজ্জ! আমার চরণ পরিত্যাগ কর্, নতুবা পদাঘাতে তোর হৃদয় চূর্ণ ক'র্‌ব! আমার সঙ্কল্প বিচলিত হবার নয়!"

সেই দিন হইতে চন্দ্রচূড় তর্করত্নের নিকট শারদাসুন্দরীর পাঠাভ্যাস বন্ধ হইল। তিনি শারদাকে তাঁহার নিকট আসিতে নিষেধ করিলেন ও নিরঞ্জনকে একটী দূরবর্ত্তী গ্রামে তাহার মাতুলালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। পূর্ব্বে কে জানিত, এমন অমৃতকুম্ভে এ হলাহলবিন্দু নিক্ষিপ্ত হইবে? এক বৎসর পরে শারদা সন্ধ্যার সময় একদিন একাকিনী যমুনাতীর হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল। নিরঞ্জন কোথা হইতে আসিয়া, তাহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। শারদা রোদন করিতে করিতে বলিল, "আর কেন! সে স্বপ্ন তো ভঙ্গ হ'য়েছে।"

নিরঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তর করিল, "শুন, শারদাসুন্দরি! এই

এক বৎসর অসহ্য যাতনা সহ্য ক'রেছি! কিন্তু সে সকল কথায় আর কাজ নাই। এখন শেষ কথা শুন। যদি ব্রাহ্মণবধে তোমার ভয় থাকে, তুমি গোপনে আমাকে বিবাহ কর। যদি এক সপ্তাহের মধ্যে তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ না হয়, নিশ্চয় জানিও, আমি আত্মহত্যা বিধান ক'র্‌ব। কাল আবার আমার সঙ্গে এইখানে দেখা হবে।"

নিরঞ্জন চলিয়া গেল। শারদা তাহার মাতার নিকট গিয়া, তাঁহাকে নিরঞ্জনের ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা জানাইল। শারদার মাতা অনেক চিন্তা করিয়া, অনেক রোদন করিয়া, পরদিন প্রভাতে তাহাকে বলিল, "আজ সন্ধ্যার সময় নিরঞ্জনকে বলিও, আমরা দুজনে কিছুদিনের জন্য রামনগরে গিয়ে, সেইখানে অতি গোপনে এ বিবাহ সম্পন্ন ক'র্‌ব।"

এক সপ্তাহের মধ্যে রামনগরে অতি গোপনে, কেবলমাত্র নারায়ণ-সম্মুখে, শারদাসুন্দরীর সঙ্গে নিরঞ্জনের বিবাহ হইল। শারদাসুন্দরীর মাতা কন্যাদান করিলেন। নিরঞ্জন স্বয়ং প্রয়োজনীয় মন্ত্রাদি পাঠ করিলেন। বিল্বগ্রাম হইতে রামনগর যাইবার সময় হরমোহন দত্ত শারদা ও তাহার মাতার সঙ্গে একজন স্ত্রীলোক পাঠাইয়াছিলেন। তাহাকে সকলে "শশীর মা" বলিয়া থাকে। কেবল শশীর মা এ বিবাহের সকল কথা জানিত। বিবাহের সময় সে নিরঞ্জনের চরণ স্পর্শ করিয়া, নারায়ণ-সম্মুখে শপথ করিল যে, এ সকল কথা প্রাণান্তেও কাহাকে বলিবে না। কাহাকেও বলিবে কি না, নারায়ণ জানেন! শশীর মার কন্যা শশী তখন পাঁচ বৎসরের বালিকা; সুতরাং সে এ সকল বিষয় কিছুই বুঝিতে পারিল না। রামনগরে কিছু দিন অবস্থান করিয়া, শারদাসুন্দরী, তাহার মাতা ও শশীর মার

সঙ্গে, আবার বিল্বগ্রামে ফিরিয়া আসিল। নিরঞ্জন আবার তাহার মাতুলালয়ে চলিয়া গেল। কিন্তু কখনও কখনও সকলের অসাক্ষাতে বিল্বগ্রামে আসিয়া শারদাসুন্দরীর সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করিত।

এইরূপে এক বৎসর অতীত হইল। গুপ্ত পরিণয় কেহই জানিতে পারিল না। কিন্তু এক বৎসর পরে অভাগী শারদাসুন্দরীর ভাবীজীবনের ঘোর তিমিরের সূত্রপাত হইল। তাহার মাতা তাহার মুখ দেখিয়া, কথা শুনিয়া বুঝিলেন, যে তাহার গর্ভ-সঞ্চার হইয়াছে! তিনি কন্যাকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, কোন আশঙ্কার কারণ নাই, কেন না, কিছুদিন পরে রামনগরে চলিয়া গেলে, আপাততঃ গুপ্ত পরিণয় প্রকাশিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মনুষ্যজীবনে বিধাতার ললাটলিপি অপরিহার্য্য। কিছুদিনের মধ্যে শারদাসুন্দরীর মাতার মৃত্যু হইল! গুরুতর শোকে ম্রিয়মাণা শারদা আর সকল কথা ভুলিয়া গেল। অবশেষে অভাগী অকস্মাৎ একদিন প্রসব-বেদনা অনুভব করিল। তাহার মনে হইল, এখন বুঝি আর বিবাহ গোপন রাখিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। চন্দ্রচূড় তর্করত্ন কি মনে করিবেন? লোকে কলঙ্কিনী বলিবে! তাহার মাতা যে গোপনে নিরঞ্জনের সঙ্গে তাহাকে শাস্ত্রমত নারায়ণ-সম্মুখে, পরিণীতা করিয়াছিলেন, একথা এতদিনের পর কে বিশ্বাস করিবে? শারদা অনন্যোপায় হইয়া, হরমোহন দত্তের ভার্য্যা সরোজবাসিনীর নিকট গিয়া কাতর বচনে, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিল। সে করুণ কাহিনী শুনিয়া কোমল-প্রাণা সরোজবাসিনীর অন্তর বিগলিত হইল। বিপন্না শারদাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া ধাত্রীকে ডাকাইলেন। সরোজবাসিনীও সেই

সময় পূর্ণগর্ভা। লোকে জানিল যে, তাঁহারই জন্য ধাত্রী আসিয়াছে। মানবজীবনের রহস্যপূর্ণ অদৃষ্টলিখন কে বুঝিবে? পরদিন সরোজ-বাসিনীরও প্রসব-বেদনা উপস্থিত। সেই রাত্রে শারদাসুন্দরী ও সরোজ-বাসিনী দুজনেই হরমোহন দত্তের বিপুল প্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ একটী নিভৃত কক্ষে এক একটী কন্যা প্রসব করিল। ধাত্রী, সরোজবাসিনীর আদেশ মত, শারদাসুন্দরীর কন্যা প্রসবের কথা গোপন করিয়া, দুই তিন দিনের মধ্যে তাহাদিগকে রামনগরে রাখিয়া আসিবে প্রতিশ্রুতা হইল। পাছে অন্য কেহ জানিতে পারে, এই আশঙ্কায়, সরোজবাসিনী শশীর মা বই অন্য কাহাকে সেই গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। পরদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় শশীর মা আসিয়া শারদার কানে কানে বলিল, "সর্ব্বনাশ উপস্থিত! নিরঞ্জন বিষপান ক'রেচেন। তুমি শীঘ্র একবার নদী-তীরে এস। মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাকে একবার দেখ্‌তে চেয়েচেন।"

শারদার মস্তকের উপর যেন অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল। সে অতি কষ্টে শশীর মার পৃষ্ঠদেশে ভর দিয়া, সেই অন্ধকার রজনীতে যমুনা-নদীর তীরে আসিল। সেখানে আসিয়া দেখিল, চন্দ্রচূড়ের ভীষণ ভবিষ্যবাণী পূর্ণ হইয়াছে! নিরঞ্জনের মৃতদেহ নদীতীরে ভূতলে লুণ্ঠিত! শারদা মৃতপতির বক্ষঃস্থলে মূর্চ্ছিতা হইল। অনেকক্ষণ পরে চেতনা লাভ করিয়া দেখিল, সেই অন্ধকারময় নিশীথে কেহ কোথায় নাই, কেবল শশীর মা তাহার মৃতপতির পার্শ্বদেশে বসিয়া রোদন করিতেছে। শারদা তাহাকে বলিল, "আর বিল্বগ্রামে ফিরে যাব না। হরমোহন দত্তের বাটীতে প্রবেশ ক'রে আর পাপীয়সী শারদা সে স্বর্গপুরী কলুষিত

ক'র্‌বে না! এখনও রাত্রি আছে। তুমি দয়া ক'রে শীঘ্র গিয়ে, অতি গোপনে, আমার শিশু-কন্যাকে আমার নিকটে এনে দাও।"

শশীর মা কাঁদিতে কাঁদিতে, অতি গোপনে, শারদার নবপ্রসূতা কন্যাকে বক্ষে লুকাইয়া আনিয়া, শারদাকে দিল। শারদা শশীর মার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া, সেখান হইতে চলিল। অনেক দূরে গিয়া দেখিল, রজনী প্রভাত হইয়াছে, চারিদিকে নিস্তব্ধ প্রান্তর। পিপাসায় শারদার কণ্ঠরোধ হইতেছে দেখিয়া, শশীর মা তাহাকে শীতল জল আনিয়া দিল। বারিপান করিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য শারদার পথশ্রান্তি কথঞ্চিৎ অপনীত হইল। তখন সে উজ্জ্বল-সূর্য্যালোকে অঙ্কশায়িনী শিশু-কন্যার মুখচুম্বন করিবার জন্য তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল। শারদা শিহরিয়া উঠিল! তাহার সংজ্ঞা আবার বিলুপ্তপ্রায় হইল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "একি সর্ব্বনাশ! শশীর মা! এ কাকে ল'য়ে এসেচিস্?"

শশীর মা সভয়ে বলিল, "কেন? তোমার মেয়ে তোমাকে এনে দিয়েছি।"

শারদা আবার সেই শিশুকন্যার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, এ তো সে মুখ নহে! তাহার মৃতপতি নিরঞ্জনের মুখমণ্ডলের পবিত্র ছবি তো এ মুখে নাই! প্রসবের পরে চেতনা লাভ করিয়া, যে সুন্দর মুখখানি দুঃখিনী শারদা সপ্রেমে চুম্বন করিয়াছিল, এ তো সে মুখ নহে!

শারদা শিশুর দক্ষিণ পদ হাতে তুলিয়া দেখিল। সে জানিত, তাহার কন্যার দক্ষিণ পদে একটী অতিরিক্ত ক্ষুদ্র কনিষ্ঠাঙ্গুলি আছে।

কই? এ শিশুর সে অতিরিক্ত অঙ্গুলি তো নাই! শারদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "শশীর মা! একি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লি? হরমোহন দত্তের রাজরাণীর সাধের মেয়েকে দুঃখিনী শারদার কোলে কেন এনে দিলি? যা, শীঘ্র যা, একে ফিরিয়ে দিয়ে আমার মেয়ে আমাকে এনে দে!"

শশীর মা ক্রন্দন করিয়া বলিল, "আমি অভাগী অন্ধকারে বুঝ্‌তে পারি নাই! ধাত্রীর ক্রোড়ে দুইটী শিশু ঘুমিয়েছিল। কিন্তু এখন কি ক'রে নিয়ে যাই? দিনের বেলা সকলে দেখ্‌তে পাবে। রাত্রে এ শিশুকে এর মার কোলে রেখে, তোমার মেয়ে তোমাকে এনে দিব।"

দিন চলিয়া গেল, অন্ধকার আসিল। শশীর মা সরোজবাসিনীর মেয়েকে ক্রোড়ে লইয়া, হরমোহন দত্তের বাটীতে গেল। নিশাশেষে আবার ফিরিয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার সাধ্য নাই যে, তোমার মেয়েকে সেখান থেকে আন্‌তে পারি। চারিদিকে লোক জন। সেই গৃহ-মধ্যে আরও অনেক দাস-দাসী এসেছে। তা ছাড়া, সকলে বলাবলি ক'র্‌ছে শুন্‌লেম,—কন্যার একটী অতিরিক্ত আঙ্গুল হ'য়েছে ব'লে কর্ত্তাবাবু সস্ত্যয়ন ক'র্‌তে ব'লেচেন! এখন আর উপায় নাই।"

অন্নপূর্ণা মুহূর্ত্তের জন্য একবার লিপিখানি ভূতলে রাখিয়া দিয়া, আপন দক্ষিণ চরণের অতিরিক্ত ক্ষুদ্র কনিষ্ঠাঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া, আবার পত্র পড়িতে লাগিলেন;—

"শারদা শিহরিত কলেবরে, শশীর মার মুখে ভয়ঙ্কর সংবাদ শুনিল! আর উপায় নাই? তবে কি করিবে? হায়! দুঃখিনী শারদার অদৃষ্টে বিধাতা কি শেষে এই লিখিয়াছিলেন? তাহার প্রাণপুত্তলিকাকে

আর দেখিতে পাইবে না? শারদা পাগলিনীর ন্যায় কিয়ৎক্ষণ দ্রুতপদে পদচারণা করিয়া, তারপর ভূতলে বসিয়া অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। অশ্রুবর্ষণে হৃদয় কথঞ্চিৎ উপশমিত হইল। সে শশীর মাকে বলিল, "জন্মদুঃখিনী শারদার মেয়ে তবে এখন তো রাজরাণীর মেয়ে হবে! সে পরম সুখে রাজভবনে প্রতিপালিতা হবে! কিন্তু যে সত্য সত্যই রাজরাণীর মেয়ে, তার দশা কি হবে?"

শারদাসুন্দরী ভাবিতে লাগিল, তবে কি এই শিশুকে লইয়া গিয়া, সরোজবাসিনী ও হরমোহন দত্তকে সকল কথা বলিবে? অসম্ভব! চারিদিকে বিষম হুলস্থূল পড়িবে। চন্দ্রচূড়ের শোকানলে ঘৃতাহুতি নিক্ষিপ্ত হইবে! কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, সরোজবাসিনীর শিশুকন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া, পাগলিনীর মত ছুটীয়া, শশীর মার সঙ্গে রামনগরে চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া, শান্তিলাভ করা দূরে থাকুক, হৃদয়ের যাতনা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কি করিবে? কাহার পরামর্শ গ্রহণ করিবে? এ জগতে এমন কে তাহার আত্মীয় আছে, যাহার নিকট হৃদয়ের কথা খুলিয়া বলিবে? সহসা চন্দ্রচূড়ের প্রশান্ত বদনমণ্ডল তাহার মনে পড়িল। তাহার মৃতপতির জনক, তাহার শিক্ষাদাতা, চন্দ্রচূড় অপেক্ষা আত্মীয় এ জগতে আর কে আছে? এ ঘোর বিপদের সময়, তিনি কি দুঃখিনী শারদার সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন না? শারদা একদিন রজনীযোগে বিল্বগ্রামে গিয়া, সরোজ-বাসিনীর শিশু-কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া চন্দ্রচূড়ের পদতলে পতিত হইয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিল ও তাঁহার উপদেশ ভিক্ষা করিল। তখন চন্দ্রচূড়ের নিস্পৃহ সংসারবাসশূন্য হৃদয় হিমাচলে পরিণত। তিনি শারদাকে

ক্ষমা করিলেন ও তাহাকে বলিলেন, "এত দিন পরে এ শিশুকে হরমোহন দত্তের নিকটে ল'য়ে গিয়ে, তাঁকে এ সকল কথা বলা কোন প্রকারে যুক্তিসিদ্ধ নহে। এখন এ শিশুদ্বয় যেখানে, যেমন আছে, তেমনি থাকুক। হরমোহনের কন্যাকে এখন তোমাকেই আপন কন্যার ন্যায় প্রতিপালন ক'র্‌তে হবে।"

শারদা আবার অশ্রুজলে চন্দ্রচূড়ের চরণ সিক্ত করিয়া বলিল, "তবে যদি আপনি চিরদুঃখিনী নারীকে ক্ষমা ক'র্‌লেন, তাকে চরণ-তলে স্থান দিন।"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "আমি এখন সংসারত্যাগ ক'রে যোগাভ্যাস ক'র্‌ব মনস্থ ক'রেছি।"

শারদা উত্তর করিল, "আমিও আপনার সঙ্গে থেকে, গিরিগুহায়, বিজন বনে আপনার নিকট যোগ শিক্ষা ক'র্‌ব। এ ঘোর বিপত্তিকালে আপনি বই আর আমার কেহ নাই।"

চন্দ্রচূড় ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। বোধ করি শারদাসুন্দরীর মর্ম্মবেদনায় তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি করুণ স্বরে উত্তর করিলেন, "বৎসে! এ কঠোর যোগাভ্যাসে হৃদয়কে দীক্ষিত ক'র্‌তে পার্‌বে কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। সে যা হ'ক্, আমি আপাততঃ তোমাকে কোন নির্জ্জন পার্ব্বত্যপ্রদেশে একটী তপোবৃদ্ধা রমণীর নিকটে রেখে তোমাকে দীক্ষাদান ক'র্‌ব। আর যদি তুমি মনে কর, এই শিশুর জন্য আমার প্রদর্শিত পন্থাবলম্বনে ব্যাঘাত ঘটে, দুই বৎসর পরে তুমি ইহাকে আমার নিকটে রেখে এসে, একাকিনী যোগাভ্যাস করিও।"

শারদা জিজ্ঞাসা করিল, "তবে অনুমতি করুন, কবে আপনার অনুসরণ ক'র্‌তে হবে?

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "আগামী পরশ্ব অমানিশা। সেই দিন সংসার ত্যাগ ক'র্‌ব।"

অকস্মাৎ শারদাসুন্দরীর একটী কথা মনে হইল। সে বলিল, "আমার কন্যা পবিত্র ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছে। হরমোহন দত্ত কায়স্থ, তার কি কোন উপায় নাই?"

চন্দ্রচূড়ের ললাটে চিন্তারেখা প্রকটিত হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া উত্তর করিলেন, "এই শিশু-কন্যার বিবাহ হবার পূর্ব্বকাল অবধি যদি কেহ না জান্‌তে পারে, সে ব্রাহ্মণ-কন্যা তবে শাস্ত্রমত অথবা লোকাচার মত, হরমোহন দত্তের কন্যার ন্যায় তাঁহার নিকটে থাকায়, কোন আপত্তি নাই। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে এই শিশু ও তাহার ভাবী-পতিকে বিদিত করা আবশ্যক যে, সে ব্রাহ্মণবংশসম্ভূতা!"

শারদা জিজ্ঞাসা করিল, "তবে এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য অনুমতি করুন।"

চন্দ্রচূড় উত্তর করিলেন, "দত্তবংশের বহুদিনের প্রথা অনুসারে, কাঞ্চন-নির্ম্মিত "যুগল-প্রদীপ" যৌতুকাগারে রক্ষিত আছে। সেই প্রদীপ কেবলমাত্র এই বংশের পুত্র-কন্যার বিবাহ সময় উন্মুক্ত ও প্রজ্বলিত হয়। তুমি হরমোহন দত্তের ভার্য্যার নামে একখানি পত্রে, আত্ম-কাহিনী আদ্যোপান্ত বিবৃত ক'রে আমাকে দাও। আমি সেই "যুগল-প্রদীপের" মধ্যে পত্রখানি রেখে দিব। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তারানাথকে যৌতুকাগারের চাবি দিবার সময় আদেশ ক'র্‌ব, সেই পত্র

এই কন্যার বিবাহের পূর্ব্বে এই কন্যার অথবা তাহার মাতার হাতে দিবে।”

শারদাসুন্দরী চন্দ্রচূড়ের আদেশমত স্বহস্তে এই লিপিখানি লিখিল। জন্মদুঃখিনী শারদাসুন্দরীর শিশু-কন্যার অদৃষ্টে কি হইবে, পরমেশ্বর জানেন। এ জন্মে আর তাহাকে দেখিতে পাইব না, তাহার সে চাঁদ-মুখখানি আর চুম্বন করিতে পাইব না, তাহাকে জন্মের মত বিস্মৃত হইব! এ কঠোর যোগাভ্যাস আমার সাধ্যাতীত কি না পরমেশ্বর জানেন! সে যাহা হউক, অদ্য রাত্রে আমি সংসার ত্যাগ করিয়া, যোগী চন্দ্রচূড়ের অনুসরণ করিব। যদি কখনও এই লিপিখানি আমার হৃদয়ের ধন, আমার প্রাণের প্রাণ, শিশু-কন্যার হাতে পড়ে,তবে তাহার নিকট আমার এই একটীমাত্র অনুরোধ, আমি যে তাহাকে আজীবন আপন বক্ষঃস্থলে না রাখিয়া, পরের নিকটে রাখিয়া গেলাম, আমার এ ঘোর অপরাধ যেন সে ক্ষমা করে। আর যেন আমার এই হস্তাক্ষর পড়িবার সময়ে, সে এই লিপিখানি চুম্বন করিয়া, একবার—একবার মাত্র, তাহার জন্মদুঃখিনী জননীকে “মা” বলিয়া ডাকে!”

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অন্নপূর্ণা পত্রের শেষ কয়েকটী কথা বারংবার পাঠ করিল। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পত্রখানি ভূতলে রাখিয়া দিল। আবার তখনি পত্র তুলিয়া লইয়া, শেষের কথাগুলি আবার পড়িল। তাহার নয়নযুগল অশ্রুজলে পূর্ণ হইল। অন্নপূর্ণা লিপিখানি বার বার চুম্বন করিয়া, সাদরে, করুণ স্বরে, বাষ্পবিকৃত কণ্ঠে, ডাকিল, "মা! মা! আমার জন্মদুঃখিনী মা! তুমি কোথায়?"

অন্নপূর্ণার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, দুই মাস পূর্ব্বে বিন্ধ্যাচলের নির্জ্জন-প্রদেশে যে পবিত্র দেবীমূর্ত্তি অকস্মাৎ তাহাকে দেখা দিয়া, অশ্রুজলে তাহার কপোলদেশ প্লাবিত করিয়া, তাহার মুখচুম্বন করিয়া, জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই তাহার দুঃখিনী জননী শারদাসুন্দরী! তাহারই জন্য তাহার মাতা শারদাসুন্দরী যোগিনী-বেশে নির্জ্জন শৈলে, বিজন বনে, অবস্থান করিতেছেন! হায়! সে সময়ে যদি জানিতে পারিত, তবে কি তাঁহাকে আবার একাকিনী রাখিয়া চলিয়া আসিত? আর কি তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না? একবার কি তাঁহার ক্রোড়ে উঠিয়া এ পাপ মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পাইবে না? অন্নপূর্ণা বুঝিতে পারিল, কি জন্য তাহার স্নেহময়ী জননী তাহাকে এই যুগল-প্রদীপ উন্মোচন না করিয়া, ইহার ভিতরে কি আছে

না দেখিয়া, যমুনার জলে নিক্ষেপ করিবার জন্য তাহাকে বারংবার মিনতি করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশের একাংশ তো লঙ্ঘন করিয়াছে। এতকাল পরে তাহার সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে! সে হরমোহন দত্তের কন্যা নহে! হরমোহন যে অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাহার কিছুমাত্র অধিকার নাই!

কিন্তু এ সকল রহস্য তাহার মাতা শারদাসুন্দরী বই আর কেহ জানে না। যদি সে এই যুগল-প্রদীপস্থ লিপিখানি তাঁহার আদেশ অনুসারে এখনও যমুনাজলে নিক্ষেপ করে, তবে তো এ সকল কথা আর কেহই জানিতে পারিবে না! আবার তাঁহার ভাবীপতি অমরনাথের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে! অমরনাথের সুন্দর সুকুমার মুখমণ্ডল, তাহার সরল, নির্ম্মল চরিত্র মনে পড়িল। এমন দেবদুর্লভ বর কাহার অদৃষ্টে ঘটে? শৈশবাবধি পূর্ব্বাপর ঘটনানিচয় যুগপৎ তাহার হৃদয় আলোড়িত করিতে লাগিল। যখন পশুপতির সঙ্গে তাহার বিবাহ স্থির হইয়াছিল, অমরনাথের জন্য সেই সময়ে তাহার হৃদয় কত আকুল হইত—পাছে হরমোহন দত্তের মনে ক্লেশ হয়, এই আশঙ্কায় অন্তরের প্রধুমিত অনল অন্তর-মধ্যেই লুকাইয়া রাখিত, তাহা মনে পড়িল। তারপর আবার যখন সেই স্বর্গগত দেবতা তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে অমরনাথকে তাহার সঙ্গে পরিণীত করিবেন স্থির করিলেন, তাহার হৃদয় আনন্দে অধীর হইল, তাহা মনে পড়িল। অমরনাথ তাহার সঙ্গে বিবাহের আশায় নিরাশ হইয়া, যখন দেশত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছিল, তখন তাহার জন্য নির্জ্জনে গিয়া কত কাঁদিত,

তাহার মঙ্গল-কামনায় পরমেশ্বরের নিকট কত মিনতি করিত, তাহার দর্শন লাভের আশায়, তীর্থভ্রমণের ভাণ করিয়া, কত স্থানে তাহার অন্বেষণ করিয়াছিল, তাহার প্রত্যাগমন-সংবাদে যুক্ত করে পরমেশ্বরকে কত প্রেমাশ্রু উপহার দিয়াছিল, তাহা মনে পড়িল। অবশেষে সেই অমরনাথের সঙ্গে চারিদিন পরে তাহার বিবাহ হইবে! এই সুখের বিবাহ-উৎসবে গ্রামের নর-নারী আনন্দে নিমগ্ন। কিন্তু আজ এ অনর্থকর লিপিমধ্যে এ কি সংবাদ? অমরনাথ কায়স্থ—আর তিনি ব্রাহ্মণকন্যা! তবে কি অমরনাথের সঙ্গে তাহার বিবাহ হওয়া অসম্ভব? হায়! অন্নপূর্ণার অমরনাথ, তাহার শৈশবের সখা, তাহার ভাবী জীবনের পতি, তাহার কত সাধের অমরনাথকে এতদিন পরে সে আবার হারাইবে? চিরদিনের জন্য তাহার প্রাণের অমরনাথকে প্রাণ হইতে বিসর্জ্জন দিতে হইবে? হায়! এ পাপলিপি সে কেন খুলিয়াছিল? তাহার স্নেহময়ী জননী পুনঃ পুনঃ তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, যে, যুগল-প্রদীপ হাতে পাইবামাত্র নদীজলে নিক্ষেপ করিবে, সে অনুরোধ, সে মঙ্গলময় আদেশ, কেন অবহেলা করিল? কিন্তু এখনও কি কোনও উপায় নাই? এখনও তো এ রহস্য কেহই জানিতে পারে নাই! তবে যদি এ লিপিখানি এখনি এই সুবর্ণ-দীপদ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া, যমুনার জলে ফেলিয়া দেয়, তাহার সাধের অমরনাথ তো তাহারই থাকিবে! তাহার পিতৃসদৃশ হরমোহন স্বয়ং তাহাকে যে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিয়াছেন, সে সকলি তো তাহারই থাকিবে!

অন্নপূর্ণা পত্রখানি দীপদ্বয়ের অভ্যন্তরে রাখিয়া, যুগল-দীপ সংযুক্ত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে দ্বারদেশে আসিয়া, চারিদিকে চাহিয়া

দেখিল, চারিদিক জনশূন্য, অন্ধকারময়। অন্ধকারের বক্ষ ভেদ করিয়া, কলনিনাদিনী যমুনা শব্দশূন্য আকাশে মৃদু-মধুর গীতিধ্বনি উত্থিত করিয়া, সপুলকে ছুটিয়া যাইতেছে। অন্নপূর্ণা যুগল দীপ ঊর্দ্ধকরে তুলিয়া একবার যমুনার দিকে চাহিল। মুহূর্ত্তমাত্র যমুনার মৃদু গীতি-ধ্বনি শুনিল! একবার তারকারাজিভূষিত গগনমণ্ডলের দিকে চাহিয়া দেখিল! অন্নপূর্ণা আবার কক্ষমধ্যে ফিরিয়া আসিল ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত সিন্দুক উদ্ঘাটন করিয়া, যুগল-দীপ যেখানে যে প্রকারে পূর্ব্বে রক্ষিত হইয়াছিল, ঠিক তেমনি করিয়া সেইখানে রাখিয়া, সিন্দুক বন্ধ করিয়া, আবার যমুনাপার্শ্বস্থ দ্বারদেশে আসিয়া বসিল।

অন্নপূর্ণা কিয়ৎক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করিল। তারপর করজোড়ে, ঊর্দ্ধে চাহিয়া, বলিতে লাগিল, "জগদীশ্বর! আজ আমার হৃদয়ে এ পাপ চিন্তার উদ্রেক কেন হ'ল? স্বর্গগত হরমোহন দত্তের ঐশ্বর্য্য-লোভে, অমরনাথের প্রণয়-লোভে, আমি যমুনার জলে পত্র নিক্ষেপ ক'রতে যাচ্ছিলেম! এ বিষম পাপচিন্তার জন্য পাপীয়সীকে ক্ষমা কর! দয়াময়! আমি অবলা রমণী! এ বিপদের সময়, আমার হৃদয়ে শক্তি দাও। আর যেন হৃদয় বিচলিত না হয়। যেন এ প্রলোভনের হাত হ'তে মুক্তিলাভ ক'রতে পারি!"

অন্নপূর্ণা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, যৌতুকাগারের যমুনা-সমীপস্থ দ্বারদেশে বসিয়া রহিলেন। শৈশবে জ্ঞানসঞ্চার কাল হইতে আজি পর্য্যন্ত, যাবতীয় স্মৃতি, ঘনান্ধকারময় নৈশ আকাশে বিদ্যুৎ-ক্রীড়ার ন্যায়, বারংবার তাঁহার হৃদয়-মধ্যে চমকিত ও বিলুপ্ত হইতে লাগিল। প্রলোভনের পর

প্রলোভন, নানা মধুর সম্ভাষণে, হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল।

অন্নপূর্ণার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। উষার শীতল সমীরণ তাঁহার ঘর্ম্মাক্ত ললাট চুম্বন করিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার অবসন্ন শরীরে নিদ্রা আসিল। নিদ্রিতাবস্থায় অন্নপূর্ণা স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তাঁহার মাতার সঙ্গে সংসার হইতে, বিল্বগ্রাম হইতে যোগিনীবেশে, পদব্রজে, অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছেন। যেন তাঁহারা দুজনে ভীষণ অন্ধকারময় অরণ্য-মধ্যে আসিলেন। সেই ভয়ঙ্কর, জনশূন্য, শব্দশূন্য, নিবিড়-তিমিরময় অরণ্যে আসিয়া অন্নপূর্ণার মনে বড় ভয় হইল। যেন তিনি সভয়ে ডাকিলেন, "মা! কোথায় গেলে, মা!"

অন্ধকারে মাকে দেখিতে না পাইয়া, তাঁহার উত্তর না পাইয়া, যেন অন্নপূর্ণা আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, তাঁহার মা আকাশতলে দাঁড়াইয়া করসঞ্চালনে উত্তর করিলেন, "তুই আমার আদেশ লঙ্ঘন করেছিস্? আর আমি তোর নিকট আস্‌ব না। তুই একাকিনী অই অরণ্য-মধ্যে থাক্।"

অন্নপূর্ণা যেন সরোদনে বলিলেন, "আর আমি তোমার আদেশ লঙ্ঘন ক'র্‌ব না। একবার আমার নিকটে এস, মা!"

অন্নপূর্ণার মাতা যেন তাঁহার কাতর-সম্বোধন শুনিয়া, আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া বলিল, "আয় আমার কোলে আয়! ভয় কি, মা!"

অন্নপূর্ণার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি উষালোকে সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন,—সেই বিন্ধ্যাচলশোভিনী, পবিত্রমূর্ত্তি যোগিনী! ইনিইতো

তাঁহার জন্মদুঃখিনী জননী শারদাসুন্দরী! শারদাসুন্দরী বাহুযুগল প্রসারণ করিয়া বলিলেন, "ভয় কি, মা! আয়, একবার আমার কোলে আয়, মা!"

অন্নপূর্ণা দৌড়িয়া গিয়া, শারদাসুন্দরীকে আলিঙ্গন করিলেন। শারদাসুন্দরী অন্নপূর্ণাকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন।

চতুর্থ খণ্ড
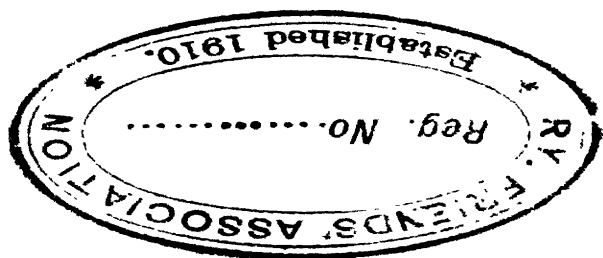
প্রথম পরিচ্ছেদ।

ত্রিবেণী-সন্নিকটে একটী নির্জ্জন উপবনে, নিশীথে অন্নপূর্ণা তাঁহার মাতা শারদাসুন্দরীর সঙ্গে কথোপকথন করিতেছিলেন। শারদাসুন্দরী বলিতেছিলেন, "বৎসে! বিন্ধ্যাচলে তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রে অবধি, এক নিমেষের জন্য শান্তি লাভ করি নাই। মনে বড়ই আশঙ্কা হ'ল, পাছে তুমি আমার অনুরোধ ভুলে যাও! দু'দিন পরে তোমার নৌকা বঙ্গদেশের অভিমুখে অগ্রসর হ'ল। আমি স্থলপথে তোমার নৌকার সঙ্গে সঙ্গে আস্‌তে লাগ্‌লেম। তোমরা কেহ আমাকে দেখ্‌তে পেলে না। আমি দূর হ'তে তোমার চাঁদমুখখানি দেখ্‌তে দেখ্‌তে, পথশ্রম বিস্মৃত হ'য়ে, তোমার নৌকার সঙ্গে সঙ্গেই বিল্বগ্রামের নিকট এলেম। তারপর একদিন অন্ধকার রাত্রে যৌতুকাগারের নিকট এসে, নদীর তট হ'তে মৃত্তিকা ল'য়ে, ঠিক তেমনি একটী বৃহৎ তালা নির্ম্মাণ ক'র্‌লেম ও অনেক কষ্টে কয়েকটী চাবি সংগ্রহ ক'র্‌লেম। মনে ক'র্‌লেম, যৌতুকাগারের দ্বার উদ্‌ঘাটন ক'রে, যুগল-দীপ নিজ হস্তে নদীর জলে নিক্ষেপ ক'র্‌ব। প্রতিদিন রাত্রে গ্রামের লোক নিদ্রিত হ'লে, দ্বার খোল্‌বার চেষ্টা ক'র্‌তেম। কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হ'তে লাগ্‌ল। তারপর"—

অন্নপূর্ণা শারদাসুন্দরীর গলা ধরিয়া সজল-নয়নে বলিলেন, "মা! তোমার এই অভাগী কন্যার জন্য কত ক্লেশ সহ্য ক'রেছ! আমি কি এজন্মে তার কিছুমাত্র প্রতিদান দিতে পার্‌ব না? এখন আমাকে বল, মা! আমি কি ক'র্‌লে তোমার মনে সুখ হয়?"

শারদাসুন্দরী ক্ষণমাত্র নীরবে থাকিয়া উত্তর করিলেন, "বৎসে! তুমি কি ক'র্‌লে, আমার মনে সুখ হয়, তা শুন্‌বে? তবে শুন, তোমাকে বলি। এখনও সময় আছে, এই দেখ, যৌতুকাগারের ও সিন্দুকের চাবি আমি সঙ্গে ল'য়ে এসেছি। চল, এই রাত্রেই বিল্ব-গ্রামে ফিরে গিয়ে, যুগল-দীপস্থ পাপ লিপি যমুনার জলে নিক্ষেপ করি। তারপর তোমার রাজপ্রাসাদে তুমি আবার ফিরে যাও, অমরকে বিবাহ কর, আর চিরদিন রাজরাণী হ'য়ে সুখে থাক।"

অন্নপূর্ণা ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, "মা! তোমাকে মিনতি করি, অই কথাটী আর আমাকে বলিও না। আর যা ইচ্ছা বল, আমি তোমার আদেশ লঙ্ঘন ক'র্‌ব না।"

শারদাসুন্দরী বলিলেন, "বৎসে! তুমি এখনও বালিকা, তাই আমার অনুরোধ বারংবার অবহেলা ক'র্‌চ। এই সুবর্ণ-দীপের অভ্যন্তরে যে রহস্য অতি গোপনে রক্ষিত আছে, তা আমি আর চন্দ্রচূড় ব্যতীত এ পৃথিবীতে কেহ জানে না। চন্দ্রচূড় বহুদূরে, যোগাভ্যাসনিরত, সংসারত্যাগী, মহাযোগী। সুবর্ণ-প্রদীপস্থ পাপ লিপি যমুনার গভীর উদরকন্দরে নিহিত হ'লে, এ রহস্য আর কেহই জান্‌তে পার্‌বে না। তবে কেন অকারণ এ অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ ক'র্‌বে। আমি জানি, তুমি অমরনাথকে প্রাণের সহিত ভালবাস। তার সঙ্গে বিবাহ না

হ'লে, তুমি চিরজীবনের জন্য অসুখী হবে। যদি বল, সে কায়স্থ,—পরে তার প্রায়শ্চিত্ত আছে। আর তাকে বিবাহ কর, না কর, সেতো তোমারই ইচ্ছা। তাই ব'ল্‌চি,মা! আমার আশা পূর্ণ কর। আমার এত কষ্টের এই একটীমাত্র প্রতিদান আমি তোমার নিকট হ'তে প্রত্যাশা করি। নিজে সুখী হও, তোমার দুঃখিনী মাকে সুখী কর।"

অন্নপূর্ণা উত্তর করিলেন, "মা! তুমি নিজে বুঝ্‌তে পার্‌চ না, আমাকে কি আদেশ ক'র্‌চ। তুমি কি মনে কর, এ সকল ঐশ্বর্য্য ও সম্পত্তি আমার থাক্‌লে আমি সুখী হব? কার সম্পত্তি? আমার তো নয়! আমার এতে কি অধিকার? এ সকল জেনে শুনে, আমি কি চোরের ন্যায়, সম্পত্তি অপহরণ ক'র্‌ব? অমরকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি সত্য, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, প্রাণকে বশীভূত ক'র্‌ব, হৃদয়কে আয়ত্ত ক'র্‌ব। তুমি হয়তো মনে কর আমি বালিকা, এ আত্মবলিদান আমার পক্ষে অসম্ভব। মা! আমি তোমার কন্যা। আমি মহাযোগী মহামনীষী চন্দ্রচূড়ের পুত্রের কন্যা। আমি তাঁর পণ্ডিতাগ্রগণ্য ভ্রাতার শিষ্যা। আমি মর্ত্ত্যভূমে দেবতাতুল্য, রাজর্ষি হরমোহন দত্তের অঙ্কে প্রতিপালিতা। মা! তুমি জান না, সেই রাজসম্পদে ও অতুল ঐশ্বর্য্যে পরিবৃত মহাযোগী কত যত্নে, কত স্নেহে, তোমার কন্যাকে লালন ও শিক্ষাদান ক'রেছিলেন! কত অমৃত সেচনে, তাঁর সাধের অন্নপূর্ণাকে প্রতিপালন ক'রেছিলেন! হায় মা! তাঁর এত যত্নের, এত আদরের স্নেহলতা, এতদিন পরে কি বিষবৃক্ষে পরিণতা হবে? তুমিতো সকলি জান, আমি তোমাকে

কি বোঝাব? আমার মনে হয়, মানুষের অনন্ত জীবনে এ ক্ষণস্থায়ী সংসারের ধন-রত্ন, মান-সম্পদ, আমার এই পদতলস্থ লোষ্ট্রতুল্য অসার। অইযে, আনন্দময় দিব্য আকাশে সুধাংশু সহাস্য-বদনে নরলোকের জীবগণকে সুধারাশি বিতরণ ক'রুচে, অইযে অনন্ত-গগনপটে কোটী কোহিনুর মর্ত্ত্যলোকে নির্ম্মল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ ক'রুচে, এ সংসারের ধন-রত্ন কি উহা অপেক্ষা সুন্দর? অইযে অদূরে অমরনন্দিনী তরঙ্গিণী কলনিনাদে, স্বর্গীয় তানে, সুধাংশুর সঙ্গে প্রেমালাপ ক'রুচে, অইযে ক্ষুদ্র বিহঙ্গ কলকণ্ঠে, প্রেমপুলকে, গীত গাইছে, এ সংসারের ধনতৃষ্ণার কোলাহল কি এর চেয়েও অধিক মনোহর? অইযে রত্নরাজিখচিত-আকাশতলে শ্যামলপল্লবশোভিত তরুরাজি প্রসূনকুন্তলা, জনকোলাহলশূন্যা ধরণীর বক্ষে, পবন-ক্রোড়ে সঞ্চালিত হ'চ্চে, এ সংসারের মানুষের নির্ম্মিত গগনস্পর্শী অট্টালিকা কি ইহা অপেক্ষাও মনোরম? তবে বল, মা! তুমি আমার সংসার-সুখের জন্য কেন এত কাতর হ'চ্চ? আমি জানি, আমার সুখে তোমার সুখ। কিন্তু তোমার ভ্রম হ'য়েছে। এই যুগল-দীপস্থ লিপিখানি যদি আজ আমি অপহরণ করি, এ জীবনে আর আমার অসুখের সীমা থাকবে না!"

শারদাসুন্দরী সেই সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকার আকাশবাণীর ন্যায় প্রীতিময় কথাগুলি মুগ্ধ নয়নে, তাহার সরল সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া, শুনিতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া. উত্তর করিলেন, "তবে, বৎসে! তুমি কি মনে কর, আমার মত যোগিনী হবে? তোমার এই কোমল-নীলোৎপল-দেহ কি যোগসাধনের উপযুক্ত?

আমি তো এই সপ্তদশ বৎসর যোগাভ্যাস ক'র্‌লেম, কিন্তু আজিও হৃদয়কে দীক্ষিত ক'র্‌তে পার্‌লেম না!"

অন্নপূর্ণা উত্তর করিলেন, "সে কথা পরে ব'ল্‌ব। এখন আমি সেই স্বর্গবাসী হরমোহন দত্তের কন্যার সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌ব। দেশ-বিদেশে তার অন্বেষণ ক'র্‌ব। যত দিন তাকে দেখ্‌তে না পাই, অন্য কোন চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিব না। তুমি হয়তো জান, সে এখন কোথায় আছে।"

শারদাসুন্দরী চমকিয়া উত্তর করিলেন, "আমি জানি, সে এখন কোথায় আছে। কিন্তু এখনি, এত শীঘ্রই, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার কি প্রয়োজন?"

অন্নপূর্ণা আবার তাহার মাতার কণ্ঠলগ্না হইয়া বলিলেন, "তবে শোন, মা! তোমাকে মনের কথা বলি। হরমোহন দত্তের যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী তাঁহার সে কন্যা বই তো আর কেহ নহে। এতদিন সে আমার জন্য তার পিতার সকল সম্পত্তি, সকল ঐশ্বর্য্য হ'তে বঞ্চিতা হ'য়েছিল। আমি সে জন্য তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে, তাকে বিল্বগ্রামে ল'য়ে গিয়ে, তার সমস্ত ধন-রত্ন, সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিব। হায় মা! সে দিন কবে হবে? সে দিন কি সুখের দিন হবে! আমার আর একটী সাধ আছে, তা পরে তোমাকে ব'ল্‌ব। এখন আমাকে বল, সে এখান হ'তে কত দূরে আছে?"

"সে অনেক দূরে। আর সে পথ অতি বিপদসঙ্কুল। নৌকাপথে এখান থেকে প্রায় তিন শত ক্রোশ।"

অন্নপূর্ণা বলিল, "তিন শত ক্রোশ কি, যদি সে পৃথিবীর অপর

প্রান্তে থাক্‌ত, তাহ'লেও আমি তার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তেম। এখন, মা! আমি তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। তার তো এখনও বিবাহ হয় নাই?"

"আমি নিশ্চয় জানি না। কিন্তু আমার বোধ হয়, এখনও বিবাহ হয় নাই।"

"সে দেখ্‌তে কি খুব সুন্দরী?"

"তুমি ছাড়া তার মত সুন্দরী এ পৃথিবীতে আর কেহ আছে কি না, জানি না।"

"সে কার নিকট আছে?"

"স্বয়ং চন্দ্রচূড় তর্করত্ন তাকে শৈশবাবধি আজ পর্য্যন্ত নিজের নিকট রেখে প্রতিপালন ক'র্‌ছেন।"

"তবে হয়তো আমার আশা পূর্ণ হতে পারে।"

"কিসের আশা, বৎসে? আমাকে ব'ল্‌চ না কেন?"

"আমার মনে বড়ই সাধ হ'চ্চে যে, সে যদি রূপে ও গুণে তার পিতার উপযুক্তা কন্যা হয়, তা হ'লে অমরনাথের সঙ্গে হয়তো বিবাহ হ'তে পারে! তবে চল, মা! শীঘ্রই আমরা এখান হ'তে নৌকা-যোগে যাত্রা করি। আমার এই সোনার বালা, মুক্তার হার আছে, আপাততঃ ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য আর কিছু আবশ্যক নাই।"

শারদাসুন্দরী আবার অন্নপূর্ণকে বক্ষে লইয়া, মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "বৎসে! আমি এত কাল বৃথা যোগসাধনা ক'রেছিলেম। আজ তুই—আমার বালিকা-কন্যা—এত দিন পরে আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন ক'র্‌লি! মা! তুমি সত্য ব'লেছিলে, স্বর্গীয় হরমোহন

দত্ত স্বর্গের সুধা সেচনে আমার এ কনক-পারিজাতলতা পালন ক'রেছিলেন।"

হায়! পাঠক! আমরাও কি একদিন, এ নশ্বর নরজীবনে, বালিকা অন্নপূর্ণার মত, অনন্তবাহিনী প্রেমধারায় প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারিব না?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণানন্দ স্বামীর যোগাশ্রম হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, নিভৃত যমুনা-তটে, মেঘাবৃত আকাশের নীচে, ছায়া একাকিনী বসিয়া নদী-তরঙ্গের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কি দেখিতেছিল। প্রায় এক বৎসর হইল, ঠিক্ এইখানে, এমনি মেঘময় অম্বরতলে, অমরনাথের সঙ্গে তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এইখানে, ঠিক্ এমনি দিনে, কণ্টকিত শরীরে, পুলকিত প্রাণে, সে অমরনাথের প্রীতিময় কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিল। ছায়া ভাবিতেছিল, তাহার নারী-জীবনে সেই প্রথম প্রেম-সম্ভাষণ কি মধুর! আজ যদি আবার অমরনাথ এইখানে আসিয়া, একবার তাহাকে দেখা দিয়া, তেমনি সুমধুর কণ্ঠস্বরে তাহার সঙ্গে আর একবার কথা কহিত! এই এক বৎসরের মধ্যে ছায়া কতদিন কত আশা করিয়া, এইখানে আসিয়া, আজিকার মত এমনি করিয়া, যমুনার দিকে চাহিয়া থাকিত!

ছায়া অনেক ক্ষণ সেইখানে বসিয়া হৃদয়ে হাত দিয়া বলিল, "হায়! আর কেন সে দুরাশা! তিনি কোথায়, আর আমি কোথায়! না জানি, কত দূরে, কত দেশ-দেশান্তরে! তবে এখানে আবার তাঁর দেখা পাব, এ আশা-মরীচিকা কেন বারংবার হৃদয়কে আকুল করে? জানি, এ অসম্ভব আশা। কিন্তু হৃদয়তো প্রবোধ মানে না! আগে কি জানতেমন্,

হৃদয় এমনি পাগল হবে? তাহ'লে কি তাঁকে বিদায় দিতেম? আমিই তো নিষ্ঠুর বচনে, কঠোর সম্ভাষণে, তাঁকে বিদায় দিয়েছিলেম! তা না হ'লে, তিনি তো আমাকে ছেড়ে যেতেন না। তবে আবার তাঁকে এইখানে দেখ্‌বার জন্য কেন এত কাতর হই? তাঁকে তো জন্মের মত বিদায় দিয়েছি। তিনি যদি আরও কিছুদিন থাক্‌তেন, তা হ'লে তো স্বপ্নে যা দেখেছিলেম, নিশ্চয়ই তাই হ'ত! আর ধৈর্য্য ধারণ ক'র্‌তে না পেরে, সকলের সম্মুখে, তাঁর কণ্ঠ ধারণ ক'রে, তাঁকে আলিঙ্গন ক'র্‌তেম! হায়! লোকে কি ব'ল্‌ত! গুরুদেব কি মনে ভাব্‌তেন! ছি ছি! কি লজ্জার কথা! তবে তাঁকে জন্মের মত বিদায় দিয়েছি, সেতো ভালই হ'য়েছে! চিরদিন তাঁর সেই মোহিনী মূর্ত্তি প্রেমাঞ্জলি দিয়ে পূজা ক'র্‌ব। চিরদিন নির্জ্জনে, এমনি ক'রে অশ্রুজলে তাঁর চরণ ধৌত ক'র্‌ব। চিরদিন এমনি ক'রে তাঁর সে প্রীতিময় হৃদয় আলিঙ্গন ক'র্‌ব। কিন্তু—যদি আর একবার, একবার মাত্র তাঁর দেখা পেতেম! তিনি বিদায় গ্রহণের সময় আমাকে ব'লেছিলেন, আমি পাষাণী। একবার তাঁর দেখা পেলে, তাঁকে দেখাতেম, এ হৃদয় পাষাণ নয়। পাষাণ কি প্রেমের স্পর্শে এমনি শতধারে বিগলিত হয়? তবে এস! একবার, আর একবার,—আর একবার মাত্র এস, অমরনাথ!— হায়! একি? আমি উচ্চ রবে কাকে ডাক্‌চি? আমি কি পাগল হব নাকি? পাগল হ'য়ে তাঁর জন্য কাঁদ্‌ব? তাঁকে এমনি করে উচ্চৈঃস্বরে ডাক্‌ব? আর লোকে আমাকে কি ব'ল্‌বে? গুরুদেব কি মনে ক'র্‌বেন? তাঁর এত যত্নের যোগাশ্রমবাসিনী শিষ্যা প্রেমের জন্য পাগল? ধিক্! শত ধিক্ আমাকে! এর চেয়ে আমার মৃত্যু

হ'ল না কেন?—অমর! নিষ্ঠুর অমর! কেন তুমি অই তরঙ্গের উপর ঝাঁপ দিয়ে, আমার প্রাণ রক্ষা ক'রেছিলে? তবে কেন আবার অই কালো জলের ঘোর তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দিই না?—না! না! আত্মহত্যা! গুরুদেব যে বলেন, আত্মহত্যা মহাপাপ! তবে কি ক'র্‌ব?—বিধাতঃ! দয়া ক'রে অভাগীকে বলে দাও, কি ক'র্‌ব! ওকি! একখানা নৌকা দ্রুতবেগে এই দিকে আস্‌চে! হায়! যদি অই নৌকাতে অমরনাথ থাকৃত!"

ছায়া প্রেমের ছলনায়, আশার মরীচিকায়, নৌকার ভিতর সত্য সত্যই অমরনাথ আছে কি না, দেখিবার জন্য চাহিয়া রহিল। নৌকা নিকটে আসিল। ছায়া নিরাশ প্রাণে দেখিল, নৌকার ভিতর অমরনাথ নাই। দুইটী রমণী বসিয়া আছেন। রমণীদ্বয় ছায়াকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা নৌকার মাঝিদিগকে নৌকা থামাইয়া কিনারায় লইয়া আসিতে বলিলেন। নৌকা ছায়ার নিকট আসিল। ছায়া দেখিল, রমণীদ্বয়ের মধ্যে একটী জটাজূটধারিণী, লাবণ্যময়ী রমণী, অপরটী তাঁহারই মত নবযৌবনমদে চঞ্চলা, সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকা। পাঠককে বলিতে হইবে না, ইঁহারা কে! অন্নপূর্ণা ছায়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, তুমি কি আমাদের বাঙ্গালা-দেশের কথা বুঝ্‌তে পার্‌বে? কৃষ্ণানন্দ স্বামীর যোগাশ্রম এখান হ'তে কত দূর?"

ছায়া সবিস্ময়ে আবার অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া বলিল, "অধিক দূর নয়। চল, আমি তোমাদের সঙ্গে যাচ্চি।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তবে তুমি আমাদের নৌকায় এস। চল, এক সঙ্গে যাই।"

ছায়া বলিল, "আমি পদব্রজে তোমাদের সঙ্গে থাকি। তোমরা নৌকাতেই ব'সে থাক!"

"তবে চল, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব। তোমার নাম কি?"

"ছায়া।"

অন্নপূর্ণা নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া, ছায়ার হাত ধরিয়া, তাহার সঙ্গে যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি হিন্দুস্থানী, তবে এমন বাঙ্গালা কথা কেমন ক'রে শিখেছিলে?"

"আমার গুরুদেব আমাকে বাঙ্গালা কথা বাল্যকালে শিখিয়েছিলেন। তিনি আমাকে অনেক বাঙ্গালা পুস্তক পড়িয়েছিলেন।"

অন্নপূর্ণার মনে হইল, হয়তো ইনিই স্বর্গীয় হরমোহন দত্তের কন্যা! তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার গুরুদেব কে?"

"কেন তুমি এইমাত্র তো তাঁর নাম জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে! আমার গুরুদেবের নাম কৃষ্ণানন্দ স্বামী।"

"কৃষ্ণানন্দ স্বামী সম্পর্কে তোমার কে?"

ছায়া হাসিয়া বলিল, "কেন? তিনি আমার গুরুদেব। আবার কি সম্পর্ক?"

"তোমার পিতা-মাতা কোথায় থাকেন?"

"গুরুদেব আমার পিতা-মাতার নাম কখনও বলেন নাই। তিনি ব'ল্‌তেন,—যখন আবশ্যক হবে, সকলি জান্‌তে পার্‌বে।"

এতক্ষণে অন্নপূর্ণার মনে প্রতীতি জন্মিল, এ রমণী কে! তিনি ছায়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার তো বিবাহ হয় নাই?"

"না!"

"একবার এইখানে দাঁড়াও। আমি তোমাকে ভাল ক'রে দেখি।"

ছায়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "কেন, তা এখনি ব'ল্‌চি। এখন একবার এমনি ক'রে, আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াও দিকি।"

ছায়া সেইখানে, তেমনি করিয়া, অন্নপূর্ণার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

অন্নপূর্ণা একবার ছায়ার চরণ হইতে কুন্তল অবধি নিরীক্ষণ করিলেন। আবার সেই বিশাল, উজ্জ্বল, বঙ্কিম নয়ন—যে নয়ন অমরনাথ একদিন মুগ্ধ নেত্রে দেখিয়া, ছায়াকে দেবলোকের নারী মনে করিয়াছিল—অন্নপূর্ণা আবার দেখিলেন। সেই ঈষদ্‌ভিন্ন পক্কবিম্বের ন্যায় ওষ্ঠাধরমধ্যবর্ত্তী মুক্তাদশন, সেই নবযৌবনা তন্বী ললনার কনকলতার ন্যায় সুদীর্ঘ দেহ, আবার দেখিলেন। যেমন নবপ্রণয়িনী আপন প্রিয়জনের মন ভুলাইবার জন্য তাহাকে মনোমোহন, নয়নরঞ্জন কুসুমহার উপহার দিবে বলিয়া, সুন্দর সুরভি ফুলদলের অন্বেষণ করিবার সময়, অকস্মাৎ পল্লবরাশির মধ্যে অনতিবিকশিত, অনাঘ্রাত, সহস্রদলে সুশোভিত, প্রীতিমাখা পরিমলময়, গোলাপ-কুসুমরাশি দেখিতে পাইলে, সাদরে, সপুলকে, এক একটী করিয়া, ফুলদল তুলিয়া লয়, অন্নপূর্ণা তেমনি প্রীতিবিস্ফারিত লোচনে ছায়াকে দেখিয়া, তাহার ললাট, গ্রীবা, কুন্তল, গণ্ডযুগল, একে একে, ধীরে ধীরে, আদরে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। তারপর আপন করপুটে ছায়ার বাহুদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন, "ছায়া! তোমার মত সুন্দরী এ পৃথিবীতে আছে, স্বপ্নেও জান্‌তেম না!"

ছায়া কোন উত্তর না দিয়া মুখ অবনত করিল। অন্নপূর্ণা মনে মনে ভাবিলেন, এ সুরভি দিব্যহার অমরনাথের কণ্ঠে কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে! তিনি বলিলেন, "আর এখানে দাঁড়াবার প্রয়োজন নাই, চল, আমাদিগকে তোমার গুরুদেবের নিকট ল'য়ে চল।"

ছায়া অন্নপূর্ণার সঙ্গে চলিল। নৌকা শারদাসুন্দরীকে লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। আজ অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া, তাহার কথা শুনিয়া, ছায়ার মনে বিস্ময় জন্মিয়াছিল! সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কি এখানে তীর্থদর্শনে এসেছ?"

"না।"

"তবে আমার গুরুদেবের সঙ্গে কি জন্য সাক্ষাৎ ক'র্‌তে যাচ্ছ?"

অন্নপূর্ণা মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "তোমার বিবাহের প্রস্তাব কর্‌বার জন্য। আমরা তোমার বিবাহের সম্বন্ধ এনেছি!"

অন্নপূর্ণা দেখিলেন, ছায়ার মুখ মলিন হইল।

ছায়া বলিল, "আমি যোগাশ্রমবাসিনী রমণী, আমার আবার বিবাহ কি?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আর যদি তোমার গুরুদেব তোমার বিবাহ দিতে সম্মত হন, তাতে তোমার কি আপত্তি?"

ছায়ার মুখমণ্ডল অধিকতর পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল।

অন্নপূর্ণা আবার হাসিয়া বলিলেন, "দেখ্‌তে পাবে, আমি তোমাকে আমাদের দেশে ল'য়ে গিয়ে, তোমার মনের মত, কেমন সুন্দর বরের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিব।"

ছায়া বলিল, "সে তোমার বৃথা আশা। আমি এ জন্মে বিবাহ ক'র্‌ব না।"

সহসা কে যেন ছায়ার মনে আশার দীপ জ্বালিয়া দিল। সহসা তাহার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল। সে অন্নপূর্ণাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাঙ্গালা দেশের কোন্ গ্রাম থেকে তোমরা এখানে এসেছ?"

অন্নপূর্ণা বলিল, "বাঙ্গালা দেশের বিল্বগ্রামের নাম কখনও শুনেছ কি? আমরা তোমাকে বিল্বগ্রামে ল'য়ে গিয়ে তোমার বিবাহ দিব ব'লে এখানে এসেছি। সেখানে তোমার কেমন একটী সুন্দর বর—একি! অমন ক'র্‌চ কেন?"

ছায়ার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল, ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল। অন্নপূর্ণা ছায়ার গ্রীবা ধারণ করিয়া বলিলেন, "তোমার কি কোন অসুখ হ'য়েছে?"

ছায়া বলিল, "না! কিছু নয়!—অই দেখ, সম্মুখে, পর্ণকুটীরে আমার গুরুদেব যোগাসনে উপবিষ্ট। এই তাঁর যোগাশ্রম।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শারদাসুন্দরী ও অন্নপূর্ণা কৃষ্ণানন্দ স্বামীর চরণতলে বসিয়া তাঁহার পদযুগল স্পর্শ করিলেন। ইঁহারা তাহার গুরুদেবকে কি বলিবেন, শুনিবার আশায়, ছায়া তাঁহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিল। কৃষ্ণানন্দ শারদাসুন্দরীকে দেখিয়া, অন্নপূর্ণার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার জটাজূট ঈষৎ কম্পিত হইল। তরঙ্গহীন সাগরের ন্যায় গম্ভীর মূর্ত্তি ঈষৎ বিচলিত হইল। তিনি আবার শারদাসুন্দরীর দিকে চাহিয়া, দয়ার্দ্রস্বরে বলিলেন, "বৎসে! বুঝ্‌লেম, এতদিন পরে যৌতুকাগারের যুগল-প্রদীপের অভ্যন্তরস্থ রহস্য লোকসমাজে প্রকাশিত হ'য়েছে!"

শারদাসুন্দরী বলিলেন, "এখনও এ পৃথিবীর অন্য কেহ জান্‌তে পারে নাই; অনুমতি করেন তো সে দীর্ঘকাহিনী চরণতলে নিবেদন করি।"

যোগী চন্দ্রচূড় উত্তর করিলেন, "এখন বিশ্রাম কর; পরে সকল কথা শুন্‌ব। মা ছায়া! আজ বহুদূর হ'তে তোমার নিকট এই দুইটী অতিথি এসেছেন। তুমি ইঁহাদিগকে তোমার সংসারাশ্রমে ল'য়ে গিয়ে, অতি যত্নে ইঁহাদের পরিচর্য্যা কর, অল্পক্ষণ পরে আমিও সেখানে যাব।"

চন্দ্রচূড় সাদরে অন্নপূর্ণার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "এতদুর পথশ্রমে তোমার কোমল দেহ কাতর হ'য়েছে, এখন বিশ্রাম কর। বৎসে! রোদন করিও না। আশীর্ব্বাদ ক'র্‌চি, এ পবিত্র যোগাশ্রমে সংসারের শোকাশ্রু আনন্দবাষ্পে পরিণত হবে! এখন যাও, ছায়ার সঙ্গে তার সংসারাশ্রমে গিয়ে, বিশ্রাম কর। কিয়ৎক্ষণ পরে আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌ব।"

পরদিন মধ্যাহ্নকালে ছায়ার নিভৃত কক্ষমধ্যে বসিয়া ছায়া ও অন্নপূর্ণা উভয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন। অন্নপূর্ণা বলিতেছিলেন, "ছায়া! আমি তোমাকে কত ভালবাসি, তোমায় দেখে অবধি আমার মনে কত আনন্দ হ'য়েছে, তা তোমাকে কেমন ক'রে বোঝাব! কিন্তু তুমি কেন আমার কাছে মনের কথা গোপন ক'র্‌চ?"

ছায়া। আমাকে কি জিজ্ঞাসা ক'র্‌চ, স্পষ্ট ক'রে বল, আমি তোমাকে অকপট প্রাণে সকল কথা ব'ল্‌ব।

অন্ন। তবে আমাকে বল, বিল্বগ্রামের নাম শুন্‌লে, তোমার প্রাণ অত অধীর হয় কেন? তুমি কি বিল্বগ্রামের কাহাকেও জান? সেখানকার কোন লোককে কখনও দেখেছ?

অন্নপূর্ণা দেখিলেন, অকস্মাৎ ছায়ার মুখমণ্ডল উষাকমলের ন্যায় আরক্তিম বর্ণ ধারণ করিল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই, আমি তোমাকে যা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, তার উত্তর দিলে না?"

ছায়া উত্তর করিল, "আমি বিল্বগ্রামের অনেক লোকের নাম শুনেছি। কিন্তু সেখানকার কেবল একজন—একজনের সঙ্গে একবার দেখা হ'য়েছিল।"

অন্ন। কার কার নাম জান? সেখানকার কি সংবাদ শুনেছ?

ছায়া। সেখানে একজন রাজার মত ধনবান্ ও পুণ্যবান্ ব্যক্তি আছেন তাঁর নাম হরমোহন দত্ত। তাঁর একটী অসামান্যা সুন্দরী, অশেষগুণবতী কন্যা আছেন, তাঁর নাম অন্নপূর্ণা। সেই অন্নপূর্ণার সঙ্গে মুর্শিদাবাদের একজন বড় মানুষের ছেলের বিবাহ হ'য়েছে। আর একজন ব্রাহ্মণের ছেলে, তাঁর নাম গুরুচরণ। সে গুরুচরণ এক-জনের—একজনের বড় প্রিয় বন্ধু।

অন্নপূর্ণা বিস্মিতা হইলেন। এ সকল কথা ছায়াকে কে বলিয়াছে? অমরনাথ যে ইতিপূর্ব্বে এখানে আসিয়াছিল, অমরনাথকে দেখিয়া অবধি ছায়া যে তাহার প্রেমে উন্মাদিনী—অন্নপূর্ণা তাহার কিছুই জানিতেন না। আজ প্রভাতে ছায়ার অসাক্ষাতে যোগী চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে অন্নপূর্ণার ও শারদাসুন্দরীর অনেকক্ষণ কথোপকথন হইয়াছিল। শারদাসুন্দরী আদ্যোপান্ত সকল কথা চন্দ্রচূড়কে বলিয়াছিলেন ও যে জন্য অন্নপূর্ণা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে, তাহাও তাঁহাকে সমস্ত বলিয়াছিলেন। চন্দ্রচূড়ও তাঁহাদের নিকটে অমরনাথের কোন উল্লেখ করেন নাই। তিনি আপাততঃ এ সকল রহস্য ছায়ার নিকট গোপন করিবার আদেশ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার এ আদেশের পূর্ব্বেই অন্নপূর্ণা ছায়াকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা বিল্বগ্রাম হইতে আসিয়াছেন ও সেইখানে ছায়াকে লইয়া গিয়া তাহার বিবাহ দিবেন। এখন কেমন করিয়া ছায়ার নিকট আত্মপরিচয় গোপন করিবেন?

ছায়া বলিল, "যাদের নাম ক'র্‌লেম, এদের তো তুমি জান? এরাতো তোমাদের গ্রামেই থাকে?"

অন্ন। তুমি কার কাছে এ সব কথা শুনেছ, কই তা'ত ব'ল্‌লে না?

ছায়া। একজন—একজন আমাদের এখানে এসেছিলেন, তাঁর মুখে শুনেছি।

অন্ন। সে একজন কে? তাঁর নাম কি?

ছায়া। তাঁর নাম? তাঁর নাম—তাঁর নাম অমরনাথ বসু।

অন্নপূর্ণা যেন আকাশ হইতে পড়িল। অমরনাথ এখানে আসিয়াছিল? অমরনাথের নাম উচ্চারণ করিতে ছায়ার এত সঙ্কোচ কেন হয়? তাহার হৃদয়োচ্ছ্বাস মুখমণ্ডলে কেন উথলিয়া পড়ে? তবে নিশ্চয়ই ইহার ভিতরে আরও কোন গভীর রহস্য নিহিত আছে! অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "সে অমরনাথ এখানে কত দিন ছিল? কেন এখানে এসেছিল?"

ছায়া বলিল, "সেই হরমোহন দত্তের সুন্দরী কন্যা অন্নপূর্ণাকে তিনি বাল্যকাল থেকে বড় ভালবাস্‌তেন। তাঁর সঙ্গে অন্নপূর্ণার বিবাহ হবার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন অন্নপূর্ণার পিতা মুর্শিদাবাদের একজন বড় মানুষের সঙ্গে তার বিবাহ দিবেন, স্থির ক'র্‌লেন। তাই মনের দুঃখে তিনি তাঁর বন্ধু গুরুচরণকে সঙ্গে ল'য়ে, দেশ থেকে পলায়ন ক'রে, দেশ-বিদেশে ভ্রমণ ক'রেছিলেন। একথা তাঁরই মুখে শুনে-ছিলেম। তা তুমি অবশ্যই এঁদের সকলকেই জান। এঁরা তোমা-দেরই গ্রামের লোক। তিনি—সেই—সেই অমরনাথ এখন কি বিল্বগ্রামে ফিরে গিয়েছেন?"

অন্নপূর্ণার মনে হইল, আর বুঝি আত্মপরিচয় গোপন করিতে পারেন না! তবে কি চন্দ্রচূড়ের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া, ছায়াকে সকল কথা

বলিয়া দিবেন ?—না। তিনি বারংবার নিষেধ করিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণা ক্ষণমাত্র নীরবে চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন, বাঙ্গালা দেশ যে কত বড় দেশ, তা তুমি জান না।। সেখানে কত গ্রাম আছে। এক নামের আরও কত গ্রাম আছে। তুমি যে গ্রামের নাম শুনেছ, সে হয়তো আর কোন বিল্বগ্রাম হবে।"

ছায়ার আশালোকপ্রদীপ্ত প্রফুল্ল মুখমণ্ডলে ঘোর কালিমা ব্যাপ্ত হইল। তাহার নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল। অন্নপূর্ণা তাহা দেখিতে পাইলেন। তিনি উভয় করে, সাদরে ছায়ার গলদেশ বেষ্টন করিয়া বলিলেন, "ছায়া! তোমার মনের কথা বুঝেছি। সেই অমরনাথকে আবার তোমার দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় ?"

"তুমি তো তাঁকে চেন না। আর সে বিল্বগ্রাম তো তোমাদের গ্রাম নয়। তবে আর ও সকল কথায় কাজ কি ?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তা নাই হ'ল ; অমরনাথ যে বিল্বগ্রামে থাকে, তাওতো অনায়াসে অনুসন্ধান ক'র্‌তে পারি। সে জন্য তুমি নিরাশ হ'চ্চ কেন ? এখন আমাকে সকল কথা বল, অমরনাথের সঙ্গে তোমার কোথায় প্রথমে দেখা হ'ল।"

ছায়া বলিল, "আর ও সকল কথায় কাজ নাই, অন্য কথা আমাকে বল।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "সে কি, ছায়া ? এই মাত্র না তুমি আমাকে ব'ল্‌ছিলে, যা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব, অকপট হৃদয়ে সকল কথা ব'ল্‌বে ? এই অমরনাথের সকল কথা শোন্‌বার জন্য আমার বড় কৌতুহল হ'চ্চে।"

ছায়া অঞ্চলে অশ্রুমোচন করিয়া, একবার অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া, কি ভাবিয়া বলিল, "তবে শোন তোমাকে সকল কথা বলি।"

ছায়া, যেদিন প্রথমে অমরনাথের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়, সেই দিন হইতে যে দিন সে যোগাশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়—সমস্ত কথা বলিল। যখন নদীতরঙ্গে সংজ্ঞাহীনা ছায়া মৃতদেহের মত ভাসিয়া যাইতেছিল, অমরনাথ আপন জীবনের মমতা ত্যাগ করিয়া, আষাঢ়ের ভীষণ ঝটিকাসমাকুল যমুনা-নদীতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, তারপর কত যত্নে, কত কৌশলে, তাহার জ্ঞান সঞ্চারিত করিয়া তাহার জীবনদান করিয়াছিলেন,—আর সেই নির্জ্জন যমুনাতটে অমরনাথের প্রীতিময় সাদর-সম্ভাষণ শুনিয়া, তাহার বালিকা-হৃদয়ে যে প্রথম প্রেমপ্রবাহ ছুটিয়াছিল, সমস্ত বলিল। যোগাশ্রমে অবস্থান কালে অমরনাথ যেখানে, যেমন করিয়া, যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, শেষ সাক্ষাৎ দিবসে যেমন করিয়া যে সকল কথা বলিয়া, বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তার পর আবার ছায়ার নিষ্ঠুর বচন শুনিয়া, সবিষাদে, নিরাশ হৃদয়ে, যোগাশ্রম ত্যাগ করিয়া জন্মের মতন বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ছায়া আনুপূর্ব্বিক সকল কথা অন্নপূর্ণাকে শুনাইয়া বলিল, "এই আমার, যোগাশ্রমে পালিতা দুঃখিনী ছায়ার প্রেমের কাহিনী। এতদিন একথা আর কাহাকেও বলি নাই. এ জন্মে কাহাকেও ব'লূব না মনে ক'রেছিলেম, কিন্তু তোমাকে আজ ব'ল্‌লেম। এখন তুমি বুঝ্‌তে পারচ, কেন বিল্বগ্রামের নাম শুন্‌লে, আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে, কেন অমরনাথের নাম মুখে আন্‌তে গেলে, আমার হৃদয় শতধারে উথ্‌লে উঠে। তোমার মুখে বিল্বগ্রামের নাম শুনে,

একবার আমার অন্ধকারময় প্রাণ আশার বিদ্যুতালোকে হ'য়েছিল, আবার চিরজীবনের জন্য সেই নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারের ভিতর পতিত হ'লেম।"

সহসা একবার, এক নিমেষের জন্য অন্নপূর্ণার বদন বিষাদে, অথবা অভিমানে আরক্তিম হইল! আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে, একবার—এক মুহূর্ত্তের জন্য, তাহার হৃদয়-মধ্যে ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি একবার, একবার মাত্র, সরোষ-কটাক্ষে ছায়ার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। ছায়া তাহা দেখিতে পাইল না, বুঝিতে পারিল না। কেন না, তখনি, সেই মুহূর্ত্তে, সে ঈর্ষানল ভস্মীভূত করিয়া, অন্নপূর্ণার পবিত্র প্রাণে অমৃতধারা প্রবাহিত হইল!

তিনি ছায়ার মুখ চুম্বন করিয়া সস্নেহে, সাদরে তাহার করপুট ধারণ করিয়া বলিলেন, "কিসের অন্ধকার, ছায়া? আমার কথা বিশ্বাস কর, আমি তোমার অমরনাথকে তোমার নিকট এনে দিব। এ জগতে নারীজীবনে যাহা কিছু বাঞ্ছনীয়—অনিন্দ্যকান্তি, অশেষ-গুণশালী পতির অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন ভালবাসা, অতুল ঐশ্বর্য্য, দিগন্তব্যাপী যশোরাশি—সকলি তোমার হবে। এখন কিছুক্ষণের জন্য একবার আমাকে বিদায় দাও। আমার এ সঙ্কল্প সাধন কর্‌বার জন্য একবার যোগিরাজ কৃষ্ণানন্দের পদধূলি গ্রহণ ক'রে, তাঁর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।"

ছায়া সভয়ে বলিল, "কিন্তু দেখিও, এ সকল কথা যেন আমার গুরুদেবকে, অথবা অন্য কাহাকেও বলিও না। তাহ'লে আর আমার লজ্জা রাখ্‌বার স্থান থাক্‌বে না!"

অন্নপূর্ণা মৃদু হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "আমি তোমার সেই অমরনাথ বই কাহাকেও এ সকল কথা ব'লব না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

অন্নপূর্ণা চন্দ্রচূড়ের নিকট গেলেন। ছায়া সান্ধ্য আরতির উদ্যোগে প্রবৃত্তা হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অন্নপূর্ণা তাহার মাতার সঙ্গে বিল্বগ্রাম পরিত্যাগ করিলে, তাহার কিছুক্ষণ পরেই, গ্রামমধ্যে বিষম কোলাহল আরম্ভ হইল। চারিদিকে অন্নপূর্ণার অন্বেষণে লোক দৌড়িল। হরমোহন দত্তের বিপুল প্রাসাদে হাহাকারধ্বনি উঠিল। .দাসদাসীগণ ক্রন্দন করিতে করিতে গ্রামের সকল দিকে ছুটিল। অমরনাথ ও গুরুচরণ তাহার অন্বেষণে গ্রাম হইতে বাহিরে অ[illegible] দূরে চলিয়া গেল। গ্রামের অনেক লোক অনেক স্থানে তাহার অন্বেষণে গেল। তারানাথ তর্কবাগীশ যৌতুকাগারের নিকট আসিয়া দেখিলেন, যমুনার পার্শ্ববর্ত্তী দ্বার উদ্ঘাটিত। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত সিন্দুক যেমন ছিল তেমনই বন্ধ রহিয়াছে। তিনি বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া যৌতুকাগারের চাবির অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, চাবি দুইটী তাঁহার সিন্দুকে নাই। তাঁহার মনে নানা সংশয় উপস্থিত হইল। কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

নানাস্থানে অন্বেষণ করিয়া কেহই অন্নপূর্ণার কোন সংবাদ পাইল না। সকলে একে একে ফিরিয়া আসিল। ক্রমে কিছু কালের মত সেই ঘোর কোলাহল বিষম নিস্তব্ধতায় পরিণত হইল। এতদিন

আগতপ্রায় পরিণয়-উৎসবের জন্য গ্রামবাসিগণ আনন্দে নিমগ্ন ছিল। তাহাদের প্রফুল্ল বদনে নৈরাশ্যের ছায়া পড়িল। বহুজনপূর্ণ বিল্বগ্রাম অকস্মাৎ যেন জনশূন্য, শব্দশূন্য অরণ্যের ন্যায় নিস্তব্ধ হইল। সমগ্র গ্রামের নরনারী নীরব ও ম্রিয়মাণ। কেহ কাহাকে উচ্চৈঃস্বরে সম্ভাষণ করে না। লোকে ধীরে ধীরে, চুপি চুপি, কানে কানে কথা কহিতে লাগিল। কিন্তু এত নীরব, ম্রিয়মাণ লোক-সমাজেও জনরব আপন আধিপত্য পরিত্যাগ করিলেন না। সময় বুঝিয়া, জনরব গ্রামবাসিগণের রসনায় আপন সিংহাসন বিস্তার করিলেন। নানা লোকের মুখ হইতে নানা সংবাদ বাহির হইতে লাগিল। কেহ বলিল, অন্নপূর্ণা যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়াছেন। আর একজন বলিল, তিনি সেই রাত্রিতে সীতার মত পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন। অপর একজন বলিল, তাঁহার পিতা হরমোহন দত্ত রজনীযোগে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গে লইয়া গিয়াছেন।

গুরু-মহাশয় রামধন সরকারও সুবিধা পাইয়া, আপন বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অনেক লোককে পাঠশালায় ডাকিয়া আনিয়া, জ্যোতিষ-বিদ্যামতে গণনা আরম্ভ করিলেন। তিনি সকল লোককে চারিদিকে দাঁড় করাইয়া, খড়ি হাতে লইয়া, ভূমিতলে রেখাপাত আরম্ভ করিলেন। নানা রকমের নানা রেখা আঁকিয়া, তাহার ভিতরে ক, খ, গ, এবং ১, ২, ৩, প্রভৃতি বিবিধ অক্ষর ও অঙ্ক লিখিলেন। তার পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, মনে মনে মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। মন্ত্র পাঠ শেষ করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ রামধন সরকার বলিলেন, "এখন মহাশয়দের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তিনি এই

অক্ষরগুলির মধ্যে একটী অক্ষরের উপর চোক বুজিয়ে হাত রাখুন দেখি?”

“আমি” “আমি” বলিয়া ব্রাহ্মণগণ চীৎকার করিয়া উঠিল। “কি ব'ল্‌লে? আমার চেয়ে তুমি বড় ব্রাহ্মণ?”—“তোর মতন বামুন ঢের দেখেছি!”—“কি বলিস্, শম্ভু-খুড়োর চেয়ে তুই বড় বামুন? ঘোড়া ডিঙ্‌য়ে ঘাস খাওয়া?”—প্রভৃতি নানা রকমের কলহ উপস্থিত হইল! রামধন দন্তহীন মুখে হাস্য করিয়া বলিলেন, “থাক্! আমি অন্য রকম উপায় দেখিয়ে দিচ্চি। আপনাদের মধ্যে যিনি সকলের চেয়ে বয়সে ছোট, তিনি এই রেখার মধ্যে চক্ষু বুজিয়ে একটী আঙ্গুল রাখুন।”

গগনকৈবর্ত্তের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর অষ্টম গর্ভের পুত্র, তিন বৎসর বয়স্ক কেবলরাম ওরফে “ক্যাব্‌লা”, সকলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, গুরু মহাশয়ের জ্যোতিষ গণনা দেখিতেছিল। সকলে ক্যাব্‌লাকে ধরাধরি করিয়া জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্ গুরু-মহাশয়ের নিকট আনিয়া, তাহার চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া, তাহার আঙ্গুল ধরিয়া টানিল। ক্যাব্‌লা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। গুরু-মহাশয় বলিলেন, “এতো বিষম বিভ্রাট! তবে, নিবারণ বাবু! আর গোলযোগে কাজ নাই। আপনিই একটী অক্ষরে হাত দিন।”

নিবারণ চক্ষু বুজিয়া “খ” র উপরে হাত দিলেন। গুরু-মহাশয় বলিলেন, “থাক্! বুঝ্‌তে পেরেছি।” তিনি আবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনে মনে মন্ত্র পড়িয়া, বলিলেন, “খ'য়ের পৃষ্ঠে ‘ছ’, শনির দিকে “চ”। তবে এখন মশায়দিগকে ব'ল্‌তে হবে, অন্নপূর্ণা কোথায় গিয়েছেন। এ হ'চ্চে ভৌতিক ব্যাপার। দুটো, কিংবা তিনটে, গণনায় এখনও

ঠিক হ'চ্চে না, কাল আবার গণনা ক'রে দেখ্‌ব। যাহ'ক্ দুটো কিংবা তিনটে পেত্নী অন্নপূর্ণাকে ধ'রে ল'য়ে দক্ষিণ মুখে গিয়েছে। এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমি এ কথা পূর্ব্বেই জান্‌তেম। সেই যে সে দিন আমি দুটো পেত্নীকে তাড়িয়ে দিয়ে, গ্রামের বাহির ক'রে দিয়েছিলেম, এ তাদেরই কাণ্ড! আমি ঘুমিয়ে প'ড়েছিলেম, এমন সময় পেত্নী দুটো আবার ফিরে এসে, এই কাণ্ড ক'রেছে। এখন ত মহাশয়েরা বুঝ্‌তে পার্‌লেন ?"

সমবেত দর্শকমণ্ডলী গুরু-মহাশয়ের বিদ্যাবুদ্ধি ও সাহসের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

যে সময়ে রামধন সরকার গ্রামবাসিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, তাঁহার ভৌতিক বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের অসাধারণ ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় তারানাথ তর্কবাগীশ একখানি পত্র সম্বন্ধে গুরুচরণের সঙ্গে কথোপকথন করিতেছিলেন। তারানাথ বলিলেন, "এ পত্রের প্রকৃত মর্ম্ম আমি কিছুমাত্র বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। অন্নপূর্ণা যা লিখেছে, তুমি নিজেই প'ড়ে দেখ।"

গুরুচরণ পত্র পড়িতে লাগিল,—

"আমাকে কিছু দিনের জন্য বিল্বগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে যাইতে হইল। অমরনাথের সঙ্গে আমার বিবাহ অসম্ভব। আমি দুই তিন মাস পরে বিল্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া, আপনাকে সকল কথা নিবেদন করিব। দেখিবেন, অকারণ অমঙ্গল-আশঙ্কায় কেহ যেন আমার জন্য চিন্তিত না হয়, অথবা আমার অনুসন্ধান না করে। কার্য্য সম্পন্ন হইবামাত্র আমি আবার আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব।"

গুরুচরণ বলিল, "আমিও এ পত্রের মর্ম্ম কিছুই বুঝ্‌তে পারলেম না। এ পত্র আপনার নিকট কে ল'য়ে এসেছিল ?"

তারানাথ বলিলেন, "সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ অপরিচিত। সে আমাকে ব'ল্‌লে, ত্রিবেণী হ'তে একটি স্ত্রীলোক তাকে পত্র দিয়েছে। আমি তাকে অনেক প্রশ্ন ক'র্‌লেম, কিন্তু আর কোন উত্তর দিতে পার্‌লে না।"

গুরুচরণ বলিল, "হয়তো অমরনাথ এ বিষয়ে কিছু শুনে থাক্‌বে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে, আপনার নিকট আবার এখনি ফিরে আস্‌চি।"

গুরুচরণ অমরনাথের নিকট গিয়া তাহাকে অন্নপূর্ণার পত্রের কথা বলিল ও তাহাকে ঈষৎ পরুষভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি অন্নপূর্ণাকে কিংবা অন্য কাহাকে, তোমার সেই যোগাশ্রমবাসিনী ছায়াসুন্দরীর প্রেমকাহিনীর পরিচয় দিয়েছ ?"

অমরনাথ বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমি তো তোমাকে বই আজ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট ছায়ার কথার উল্লেখ করি নাই।"

অন্নপূর্ণার পত্র পাঠ অবধি গুরুচরণের হৃদয় যার-পর-নাই ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়াছিল। সে বলিল, "শেষে, এতদিন পরে, এমন হবে আমি কখনও কল্পনা করি নাই ! কি আশ্চর্য্য ! অন্নপূর্ণা নিজের হাতে কিনা তর্কবাগীশ মহাশয়কে লিখ্‌লে—'অমরনাথের সঙ্গে আমার বিবাহ অসম্ভব !' অন্নপূর্ণার নিজের হস্তাক্ষর না দেখ্‌লে, আমি স্বপ্নেও এ কথা বিশ্বাস ক'র্‌তেম না। সে যা হ'ক্ আর আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌চি ন' আমি এখনি ত্রিবেণীতে গিয়ে অন্নপূর্ণার অনুসন্ধান

ক'র্‌ব। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব, এমন মর্ম্মবিদারক কথা সে তর্কবাগীশ মহাশয়কে কেন লিখেছে? দেখি, আমাকে কি উত্তর দেয়। আমি নিশ্চয় জানি, ছায়ার সঙ্গে তোমার বিচিত্র প্রেমের কথা শুনে তার অন্তর ব্যথিত হ'য়েছে। আমি অন্নপূর্ণাকে সকল কথা বুঝিয়ে, তোমার জন্য তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ক'র্‌ব। ভাই, অমর! অন্নপূর্ণার সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে না, এ কথা মনে স্থান দিও না। আর একটি কথা তোমাকে ব'লে দিই, আর তুমি ছায়ার নাম রসনাগ্রে আনিও না।" গুরুচরণ অমরনাথের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়া গেল। অন্নপূর্ণার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। লোকে নিরাশ হইয়া অন্নপূর্ণার আলোচনা পরিত্যাগ করিল। বিল্বগ্রামের অন্ধকার দিন দিন গাঢ়তর হইতে লাগিল। অকস্মাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় গ্রামবাসিগণ সবিস্ময়ে দেখিল, যমুনার ঘাটে একখানি নৌকা দ্রুতবেগে আসিয়া দাঁড়াইল। নৌকা হইতে দুইটী স্ত্রীলোক অবতরণ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একটী অন্নপূর্ণা, আর একটী জটাজূটধারিণী সন্ন্যাসিনী!

অন্নপূর্ণা সন্নাসিনীর হাত ধরিয়া, বিল্বগ্রামে প্রবেশ করিলেন। অন্নপূর্ণার আবির্ভাবে বিল্বগ্রামের অন্ধকার বিদূরিত হইল। বহুকাল-ব্যাপী অন্ধতামসময় আকাশে অকস্মাৎ যেন আবার পূর্ণশশীর উদয় হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দুই সপ্তাহ পরে নিশাবসানে একখানি নৌকা ত্রিবেণী হইতে কিছুদূরে গঙ্গার নির্জ্জন উপকূলে আসিয়া দাঁড়াইল। নৌকার ভিতরে যোগী চন্দ্রচূড় উপবিষ্ট। তাঁহার নিকট ছায়া সুষুপ্তা। চন্দ্রচূড় নৌকা-বাহকগণকে সেইখানে নৌকা রাখিতে বলিয়া, কাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে অন্ধকার বিদূরিত হইল। অদিতিনন্দিনী ঊষা অবগুণ্ঠন খুলিয়া, ভুবনমোহন রূপে ভুবন ভুলাইয়া, সহাস্যমুখে, ধীরে ধীরে, অবনীতলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ছায়ার ঘুম ভাঙ্গিল। সে চারিদিক চাহিয়া দেখিল, কি সুন্দর! সে এমন রমণীয় স্থান আর কখনও দেখে নাই। এমন শ্যামল, সজীব, মনোহর, পল্লবের পর পল্লবরাশি, এমন আনন্দময়, গাম্ভীর্য্যময়, তরুরাজির বক্ষে, এমন আদরমাখা, প্রীতিমাখা, সুবর্ণকান্তি, লজ্জাবতীলতা, এমন মধুরহাস্যময়, স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যময়, প্রসূনরাশির পর প্রসূনরাশি, সে আর কখনও কোথায়ও দেখে নাই। নরলোকের অধিষ্ঠানভূতা ধরণী এমন কমনীয় কনককুসুমরাশি কুন্তলে পরিয়া, এমন প্রীতিময় পল্লবহার বক্ষে ধরিয়া, মানব-মন বিমোহিত করে, সে পূর্ব্বে কখনও কল্পনা করে নাই। এ মর্ত্ত্যলোকে এমন অমরলোকের মন্দাকিনীর মত, কলনাদিনী, মধুর-

ভাষিণী তরঙ্গিণী সে পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই! উষার আবির্ভাবে লোকমনমোহিনী প্রকৃতির এমন মৃদুল-গম্ভীর, সুধাময় সঙ্গীত, এমন সুমধুর ঐক্যতানধ্বনি, কোকিলের পঞ্চম স্বরের কুহুরবের সঙ্গে, ষড়্জসংবাদিনী ময়ূরীর কেকা, পাপীয়ার সপ্তম তান, তাহার সঙ্গে তটিনীর কুল-কুল রব, সমীরণের তর-তর শব্দ, বিটপীসমূহের শর-শর নিনাদ, এক সঙ্গে, এমন মধুর রবে মিশিয়া, এমন অপূর্ব্ব সঙ্গীত-লহরী উঠে, ছায়া পূর্ব্বে কখনও শুনে নাই! সে বিস্মিত নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া, মুগ্ধ প্রাণে কিয়ৎক্ষণ প্রকৃতির অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি শুনিয়া, চন্দ্রচূড়কে জিজ্ঞাসা করিল, "গুরুদেব! এ কোন্ দেশে আমরা এসেছি?"

চন্দ্রচূড় উত্তর করিলেন, "এ বঙ্গভূমি। আমরা নানা স্থান অতিক্রম ক'রে অবশেষে বঙ্গদেশে এসেছি।"

ছায়া বলিল, "বঙ্গদেশ এমন সুন্দর, আগে জান্‌তেম না। আমার বোধ হয়, এ পৃথিবীতে এমন সুন্দর দেশ আর নাই!"

হায়! প্রকৃতির প্রেমনিকেতন বঙ্গভূমি! তোমার মত রমণীয় দেশ, ধরাতলে স্বর্গ, এ জগতে কি আর কোথাও আছে? কোন্ দেশে প্রকৃতি এত অমৃতধারা বিতরণ করে? তোমার সুশীতল শ্যামল বক্ষে, তারকামালাময় সুনীল আকাশে, বসন্তের মলয়সমীরণে, শারদীয় শশীর শুভ্র জ্যোৎস্নায়, শত স্রোতস্বতীর মধুর নিনাদে, সহস্র বিহঙ্গের ললিত তানে, সুধারাশি অবিরল ধারায় প্রবাহিত। তবে জানি না, জননি! কোন্ পাপে আজি তুমি এ অন্ধতিমিরে নিপতিতা! জানি না, কোন্ পাপে তোমার পবিত্রতাময় ক্রোড়ে শত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়া, জগতের নরনারীকে বিভুপ্রেমে উন্মত্ত করিয়া,

সৌন্দর্য্যের বিজয়ভেরী ঘোষণা করে না। সহস্র মধুসূদনের সহস্র বীণারবে, সমগ্র জগৎ মোহিত ও বিস্মিত হইয়া মন্ত্রাহতের ন্যায় তোমার দিকে চাহিয়া থাকে না!

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "বৎসে! মনে আছে, অভিজ্ঞান-শকুন্তলে প'ড়েছিলে, যখন মাতলি দুষ্মন্তের সঙ্গে স্বর্গ হ'তে অবতরণ ক'রেছিলেন্, তিনি সবিস্ময়ে দুষ্মন্তকে কি ব'লেছিলেন?"

ছায়া বলিল, "মাতলি ব'লেছিলেন—"আয়ুষ্মন্! সাধু দৃষ্টম্! অহো উদাররমণীয়া পৃথিবী!"

চন্দ্রচূড় সহাস্যমুখে বলিলেন, "তুমিও এখন স্বর্গ হ'তে পৃথিবীতে এসে, এই উদাররমণীয়া বঙ্গভূমির প্রথম দর্শন লাভ ক'র্‌লে। এতদিন নির্জ্জন যোগাশ্রমের কুটীরবাসিনী বালিকা ছিলে, এখন মনুষ্যলোকে, সংসারাশ্রমে বাস ক'র্‌তে এসেছ। ক্রমে দেখ্‌তে পাবে, এ পৃথিবীতে আরও কত সৌন্দর্য্য আছে।"

ছায়া বলিল, "তবে তো আপনিও এখন মনুষ্যলোকে সংসারাশ্রমে বাস ক'র্‌বেন?"

চন্দ্রচূড় উত্তর করিলেন, "এখন আর আমি মনুষ্যলোকের সৌন্দর্য্য উপভোগ ক'র্‌তে সমর্থ হব না। আমি তো তোমাকে পূর্ব্বেই ব'লেছি, আমি এখন পুরুষোত্তম-তীর্থে, সমুদ্রতটে অবস্থান ক'র্‌ব।"

ছায়া সজল-নয়নে বলিল, "আমিও আপনার সঙ্গে পুরুষোত্তমে যাব।"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "বৎসে! আমি তোমাকে বহুকাল হ'তে অতি যত্নে অভিজ্ঞান-শকুন্তল কেন পড়িয়েছিলেম, তা তুমি এখনও কি বুঝ্‌তে

পারচ না? দুষ্মন্ত বল্কলধারিণী শকুন্তলাকে দেখে, মনে মনে যা ব'লে-ছিলেন, সেই সুন্দর কবিতা তুমি কতবার আমার সম্মুখে আবৃত্তি ক'রেছ। আমিও তোমার সম্বন্ধে নীলোৎপল-পত্রে শমীলতা ছেদনের ব্যবস্থা করি নাই। আমিও মহর্ষি কণ্বের পন্থাবলম্বনে তোমাকে যোগাশ্রমে রেখেও সংসারাশ্রমের ব্রতপালনের শিক্ষাদান ক'রেছি। শকুন্তলাকে ভর্ত্তৃভবনে পাঠাবার সময় মহর্ষি কণ্বের হৃদয় যেমন আকুল হ'য়েছিল, তেমনি এতকাল পরে আমারও কঠোর হৃদয় বিগলিত হ'চ্চে।"

ছায়া সরোদনে বলিল, "তবে কি এতদিন পরে আপনার এত স্নেহের ছায়াকে জন্মের মত বিদায় দিবেন?"

চন্দ্রচূড় করুণ স্বরে উত্তর করিলেন, "বৎসে! রোদন করিও না। বিধাতার আদেশ অনুসারে এ জগতে মনুষ্যজীবনে যা অপরিহার্য্য, তার জন্য কি তোমার মত বুদ্ধিমতী রমণীর কাতর হওয়া উচিত? আমি তোমাকে অনেক দিন হ'তে যে সকল উপদেশ দিয়েছি, সংসারে সেই মত কাজ ক'রবে। তখন দেখ্‌তে পাবে, এ পৃথিবীতে কত নির্ম্মল সুখ, কত পবিত্র সৌন্দর্য্য! সেই নির্ম্মল, নূতন সুখের আস্বাদনে তোমার গুরুদেবের বিয়োগ-দুঃখ বিস্মৃত হবে। তাই ব'লচি, বৎসে! অশ্রু সম্বরণ কর। তোমার গুরুদেবকে আত্মসম্বরণ ক'রতে দাও। ঐই দেখ, যাদের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হবার কথা ছিল, তারা তোমারই জন্য এইখানে আসচে! আশীর্ব্বাদ করি, চিরজীবন সুখে থাক।"

চন্দ্রচূড় নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া নদীতটে দাঁড়াইলেন।

একখানি নৌকা সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। ছায়া দেখিল, সে নৌকার ভিতরে অন্নপূর্ণা ও যোগিনী শারদাসুন্দরী। চন্দ্রচূড় আর কোন কথা না বলিয়া পদব্রজে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। শারদাসুন্দরী ও অন্নপূর্ণা তাঁহার নিকট যাইবার জন্য নৌকা হইতে অবতরণ করিতেছিলেন, তিনি করসঞ্চালনে তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেন। দেখিতে দেখিতে, চন্দ্রচূড়ের সুদীর্ঘ, সুন্দর, যোগিমূর্ত্তি অদৃশ্য হইল। ছায়া রোদন করিয়া ভূতলে লুটাইয়া পড়িল। অন্নপূর্ণা নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিয়া, ছায়াকে ভূতল হইতে তুলিয়া, তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "এখন চল, ছায়া! আমি তোমাকে যে বিল্বগ্রামের কথা ব'লেছিলেম, সে এখান হ'তে অধিক দূর নয়।"

সেই দিন রাত্রে গোপনে অন্নপূর্ণা ছায়াকে সঙ্গে লইয়া হরমোহন দত্তের বহুদাসদাসী-পরিবৃত প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ছায়া এত বড়, এত সুন্দর, গগনস্পর্শী অট্টালিকা আর কখনও দেখে নাই। শশী চাকরাণী দৌড়িয়া আসিয়া, কিছুক্ষণ ছায়াকে অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, অন্নপূর্ণাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিমণি! আমার মাথা খাও, আমাকে বল, ইনি কে? কেন এঁকে এখানে সঙ্গে ল'য়ে এসেছ?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "ইনি কে, শুন্‌বি? কিন্তু তোর যে পেটে কথা থাকে না। এখন থাক্, এর পরে ব'ল্‌ব, ইনি কে।"

কিয়ৎক্ষণ পরে ছায়াকে একাকিনী পাইয়া শশী চুপি চুপি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে সত্য ক'রে বল, তুমি কে?"

ছায়া উত্তর করিল, "আমার নাম ছায়া।"

শশী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "এ পূর্ণিমার আলোতে আবার ছায়া কেন? কি জানি দিদিমণির মনে কি আছে!"

পর দিবস অপরাহ্নে অন্নপূর্ণা ছায়াকে আপন সুবাসিত, সুসজ্জিত শয়নকক্ষে লইয়া গেলেন। তিনি পরিচারিকাগণকে সেখানে যাইতে নিষেধ করিয়া, একাকিনী ছায়ার সঙ্গে বসিয়া, আপন হাতে ছায়ার চরণচুম্বিত কেশরাশি লইয়া, বেণী বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। অতি যত্নে, কেশবিন্যাস সমাপন করিয়া, আপন সিন্দুক হইতে মহামূল্য নূতন বসন আনিয়া, তাহাকে পরাইলেন ও তাহাকে সুরভি গোলাপী আতর মাখাইয়া রত্নরাজি ও হীরকদামখচিত অলঙ্কাররাশি লইয়া সাজাইতে বসিলেন।

ছায়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "একি? আমাকে এত বহুমূল্য বসন ও এ সকল রত্নালঙ্কার কেন পরাচ্চ?"

অন্নপূর্ণা বলিল, "তোমাকে অলঙ্কার পরালে কেমন সুন্দর দেখায় তাই একবার দেখ্‌তে বড় সাধ হ'য়েছে।"

ছায়া বলিল "আমি আশ্রমবাসিনী, জন্মদুঃখিনী রমণী, এ সকল বহুমূল্য অলঙ্কার কি আমাকে শোভা পায়? তোমার অলঙ্কার তুমিই পর।"

অন্নপূর্ণা ছায়াকে সাধ মিটাইয়া অলঙ্কাররাশিতে ভূষিতা করিয়া, তাহার হাত ধরিয়া দর্পণ-সম্মুখে লইয়া গিয়া বলিলেন, "ছায়া! এইবার দেখ দিকি, আমি যোগাশ্রম থেকে কি সুন্দর সোনার প্রতিমা সংসারে এনেছি! তুমি এইখানে, এই পালঙ্কের উপর এমনি ক'রে একটু ব'সে থাক। আমি এখনি আবার ফিরে আস্‌ছি।"

অন্নপূর্ণা বাহিরে আসিয়া একজন পরিচারিকাকে বলিলেন, "শীঘ্র একবার অমরনাথকে এই ঘরে ডেকে নিয়ে আয়, বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

পরিচারিকা অমরনাথকে সঙ্গে লইয়া আসিল। অমরনাথ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্নপূর্ণা কোথায়?" পরিচারিকা অঙ্গুলিনির্দ্দেশে তাহাকে কক্ষের ভিতর দেখাইয়া দিল। অমরনাথ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। কি দেখিল? কক্ষমধ্যে পালঙ্কোপরি একাকিনী বসিয়া, রত্নালঙ্কারভূষিতা, আশ্রমবাসিনী ছায়া! ছায়া অমরনাথকে দেখিয়া, চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—আর বাহুযুগল প্রসারণ করিয়া অমরনাথের কণ্ঠধারণ করিতে গিয়া, চেতনা হারাইয়া তাহার পদপ্রান্তে পড়িয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রভাতে অন্নপূর্ণা ছায়ার শয়নগৃহে গিয়া দেখিলেন, ছায়া একাকিনী নীরবে, করতলে কপোলবিন্যাস করিয়া, অশ্রুবর্ষণ করিতেছে! অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি, ছায়া! তুমি রোদন ক'র্‌চ? তোমার মনে কি ক্লেশ হ'য়েছে, আমাকে বল।"

ছায়া বলিল, "পুরুষোত্তম তীর্থ এখান হ'তে কত দূর? আমার গুরুদেব সেখানে আছেন। আমি আজই তাঁর নিকটে যেতে ইচ্ছা করি।"

অন্নপূর্ণা ছায়ার হাত ধরিয়া বলিলেন, "এখানে তোমার কিসের দুঃখ কিসের অসুখ, তা আমাকে ব'ল্‌চ না কেন? কাল সন্ধ্যার সময় যখন অমরনাথের সঙ্গে তোমার দেখা হ'য়েছিল, সে কি কোন অপ্রিয় কথা ব'লেছিল?"

"না।"

"তবে আমাকে বল, তোমার মনে কিসের ক্লেশ? কেন রোদন ক'র্‌চ?"

ছায়া সাশ্রুনয়নে অন্নপূর্ণার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে অবধি, আমি তো এ পর্য্যন্ত তোমার নিকট

হ'তে কোন কথা গোপন করি নাই। আমি জানি না, তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি! যদি কোন অপরাধ করে থাকি, আমার মত দুঃখিনী নারীর উপর কি তোমার রাগ করা উচিত? আমি শৈশবাবধি যোগাশ্রমে পালিতা। এ সংসারের কিছুই জানি না। তাই গুরুদেব আমাকে ব'লেছিলেন, 'তুমি এতকাল পরে সংসারে প্রবেশ ক'র্‌চ, সেখানে সর্ব্বদা সতর্ক থাক্‌বে।' তাই ব'ল্‌ছি, যদি না জেনে, না বুঝ্‌তে পেরে, তোমার কাছে কোন অপরাধ ক'রে থাকি, আমাকে ক্ষমা কর। আমি গুরুদেবের নিকটে চ'লে গিয়ে, তাঁর চরণসেবায় জীবন উৎসর্গ করি।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "একি, ছায়া? তুমি কি ব'ল্‌চ, আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না।"

ছায়া বলিল, "তবে শোন! আমি যে জন্য তোমার নিকট ক্ষমা-ভিক্ষা ক'র্‌চি, সমস্ত তোমাকে বলি। তুমি কাল সন্ধ্যার সময় অমর-নাথকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিলে। এতদিন পরে হঠাৎ তাঁকে দেখ্‌তে পেয়ে, আমার হৃদয় যেন সহসা উন্মত্ত হ'ল। আমি আনন্দে ও বিস্ময়ে তাঁর নিকটে দৌড়ে গেলেম। কিন্তু তখনি চারিদিক অন্ধকার দেখে, জ্ঞানহারা হ'য়ে তাঁর পদতলে প'ড়ে গেলেম। কিছুক্ষণ পরে চেতনালাভ ক'রে দেখ্‌লেম, তিনি আমার মস্তক আপন উরুদেশে ল'য়ে আমাকে বাতাস ক'র্‌চেন। আমি চেতনালাভ ক'র্‌লেম দেখে, তিনি ধীরে ধীরে আমাকে ভূতলে শুইয়ে দিয়ে, আমাকে একটী কথা না ব'লে, সজল-চক্ষে চ'লে গেলেন। আমি তাঁকে কত কথা ব'ল্‌ব, কত কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব, মনে ক'রেছিলেম, কিন্তু তিনি আমার কথা

শোন্‌বার জন্য অপেক্ষা ক'র্‌লেন না। আমার প্রাণে বড়ই ক্লেশ হ'ল। আমি ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, এর কারণ কি? এতদিন পরে দেখা হ'ল, তবুও তিনি আমার সঙ্গে কথা কইলেন না কেন? আমাকে দেখে তাঁর চক্ষে জল এল কেন? অনেকক্ষণ পরে, ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমি ঘুমিয়ে প'ড়্‌লেম। তারপর যে স্বপ্ন দেখ্‌লেম, তা শুন্‌লে তুমি আশ্চর্য্য জ্ঞান ক'র্‌বে! তুমি যেন একটী দাসীকে সঙ্গে ল'য়ে আমার কাছে এসে আমাকে ব'ল্‌লে, 'এই ছ্যাখ, ছায়া! আমার চাকরাণী তোমার জন্য কত রকম সুন্দর ফুল, এনেছে।' তোমার দাসী আঁচল থেকে খুলে যেন ফুলের রাশি আমার সম্মুখে রেখে দিলে। আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, 'এত ফুল আমি কি ক'র্‌ব?' তুমি যেন মৃদু হাস্য ক'রে আমাকে ব'ল্‌লে, 'কেন? তুমি কি জান না, কাল অমরের সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে? তার জন্য একছড়া ফুলের মালা গেঁথে রাখ। বিবাহের সময় তার গলায় পরিয়ে দিতে হবে।' তুমি এই কথা ব'লে আমার কাছ থেকে চ'লে গেলে, আর তোমার চাকরাণী যেন আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে, মুখে কাপড় দিয়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল। তোমার সে চাকরাণী দেখ্‌তে যেন কতকটা তোমার শশী চাকরাণীর মত। তবে তার বয়স অধিক, শশীর বয়স কম,—শশী সধবা, আর সে বিধবা, থান কাপড় পরা।"

অন্নপূর্ণা চমকিয়া বলিলেন, "তার পর?"

"তার পর আমি সেই চাকরাণীকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, 'তুমি আমার দিকে চেয়ে অমন ক'রে হাস্‌চ কেন?' তার মুখ যেন হঠাৎ গম্ভীর হ'ল। সে আমাকে ব'ল্‌লে, কেন হাস্‌ছিলেম, তা শুন্‌বে? তবে শোন

বলি। তুমি কি মনে ক'র্‌চ, সত্য সত্যই অমরনাথের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে? হায়! তুমি কি নির্ব্বোধ! তুমি মনে ভেবেছ, অমরনাথ আমার সোনার অন্নপূর্ণাকে ছেড়ে তোমাকে বিয়ে ক'র্‌বে? অন্নপূর্ণার, এত গুণ, এত রূপ, এত ঐশ্বর্য্য—আর তোমার কি আছে?' আমি যেন ব'ল্‌লেম, 'তা'ত আমি জানি, কিন্তু অন্নপূর্ণা নিজেই অমরের সঙ্গে আমার বিবাহ দিবে ব'লে, আমাকে এখানে সঙ্গে ল'য়ে এসেছে!' তোমার সেই বিধবা চাকরাণীর চক্ষু যেন ক্রোধে রক্তবর্ণ হ'ল। সে ব'ল্‌তে লাগ্‌ল, 'হায় ধিক্ তোকে! তোর এত বড় স্পর্দ্ধা? তোর এত দুরাশা? তুই কি না আমার সোনার অন্নপূর্ণার বরকে কেড়ে নিতে এসেছিস্? তুই কিনা নিজে অন্নপূর্ণাকে ব'ল্‌লি, তুই অমরকে ভাল-বাসিস্, আর অমর তোকে ভালবাসে! এতে কার না রাগ হয়? অন্নপূর্ণা তোকে এখানে কেন সঙ্গে এনেছে, তা এখনও বুঝ্‌তে পার্‌চিস্ না? তোর দুরাশার, তোর স্পর্দ্ধার, প্রতিফল দিবার জন্য। তুই আশা ক'রে আছিস্, অমরের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে। তুই অমরের গলায় মালা দিবি মনে ক'রে, কত সাধ ক'রে মালা গাঁথ্‌বি, আর তোর সেই সাধের মালা, অন্নপূর্ণা নিজের হাতে তোকে দেখিয়ে, তোকে সামনে দাঁড় করিয়ে, হাস্‌তে হাস্‌তে অমরের গলায় পরিয়ে দিবে! তাই ব'ল্‌চি, এ দুরাশা পরিত্যাগ কর্। যেমন ছিলি, আবার তেমনি থাক্। এই বেলা সময় থাকতে তোর গুরুদেবের কাছে আবার চ'লে যা।' এই ব'লে তোমার বিধবা চাকরাণী চ'লে গেল। হঠাৎ চারি দিক অন্ধকার হ'য়ে গেল। আমি যেন তোমার কাছে যাবার জন্য, উঠ্‌বার চেষ্টা ক'র্‌লেম, কিন্তু উঠ্‌তে পার্‌লেম না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

অবসন্ন হয়ে গেল। আমি সেই অন্ধকারের মধ্যে একাকিনী শুয়ে, রোদন ক'র্‌তে লাগ্‌লেম এমন সময়ে যেন একটী রমণী রূপের আলোকে চারিদিক উজ্জ্বল ক'রে আমার শিয়রে এসে ব'স্‌লেন! এমন স্বর্গীয় রূপ আমি এ জন্মে আর কখনও দেখি নাই। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, খুব বড় নীলপদ্মের মত চক্ষু, তার উপর ভোম্‌রার মত কালোবর্ণ ভ্রূ, মুক্তার মত ছোট ছোট দাঁতে মিশি মাখা, কোঁক্‌ড়ান চুলের ঝাপ্‌টায় গোলাপী ফুলের মত গাল দুখানি অর্দ্ধেক ঢাকা, পাতলা ঠোট খানি পানের দাগে লালবর্ণ। দোষের মধ্যে কপাল যেন একটু বড়, আর শরীর একটু পাতলা। ছোট ছোট পা দুখানিতে আল্‌তা পরা, সিঁতির উপর উজ্জ্বল লালবর্ণ সিন্দূরের রেখা। সোনার চুম্‌কি করা সবুজ বর্ণের সাড়ি পরা, গলায় সাদা মুক্তার মালা, হাতে হীরাবসান সোনার চুড়ির উপর বড় বড় শাঁখা।"

অন্নপূর্ণা শিহরিয়া উঠিলেন! তিনি কত বার, কত লোকের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, হরমোহন দত্তের ভার্য্যা সরোজবাসিনী—যাঁহাকে তিনি এত কাল মা বলিয়া জানিতেন—দেখিতে ঠিক এই প্রকার ছিলেন ও ঠিক এইরূপ বেশভূষা করিতেন!

ছায়া বলিতে লাগিল, "তার পর যেন সেই রমণী আমার শিরশ্চুম্বন ক'রে, আমার চক্ষের জল মুছিয়ে দিয়ে, মধুর স্বরে ব'ল্‌লেন, 'কেন, ছায়া! কাঁদ্‌চ কেন, মা?' আমি তাঁকে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। তাঁর কথা আর কারও মুখে শুনি নাই। কিন্তু আমার যেন মনে হ'ল, তিনি আমার মা। আমি তাঁকে 'মা' ব'লে ডাক্‌লেম। তিনি যেন ব'ল্‌লেন, 'এই যে আমাকে চিন্‌তে

পেয়েছ! আমিই তোমার মা! এত দিন পরে তুমি আমার ইন্দ্রপুরী আলো ক'র্তে এসেছ দেখে, আজ যে আমার মনে কত আনন্দ হ'য়েছে, তা আর তোমাকে কি ব'ল্‌ব! অই বিধবা স্ত্রীলোকটী তোমার কাছে ব'সে, তোমাকে যে সকল কথা ব'লেছে, আমি সব শুনেছি। কিন্তু তুমি ওর ও সকল মিথ্যা কথা শুনে, কেন অকারণ মনে ক্লেশ পাচ্চ? অন্নপূর্ণা যে ধরাধামে দেবনারী! সে কি তোমাকে প্রবঞ্চনা ক'র্তে পারে? দেখ্‌তে পাবে, সে তোমাকে কত সুখী ক'র্‌বে! আশীর্ব্বাদ করি, এ সংসারে আমার মত সৌভাগ্যবতী হও। আমি যেমন দেবতা সমান পতিলাভ ক'রে এ জগতে একদিনের জন্যও দুঃখ ও শোক কারে ব'লে; জান্‌তে পারি নাই, তেমনি তুমিও ইন্দ্রতুল্য স্বামীর সহবাসে, সংসারে স্বর্গসুখ ভোগ ক'রে, আমার এই ইন্দ্রভবনে ইন্দ্রাণীর মত অতুল গৌরব ও মানসম্ভ্রম লাভ ক'রে, বহুকাল পতির পদসেবা ও পরহিতব্রতে নারীজীবন পবিত্র ক'রে, আমার মত এইরূপ সিঁতিতে সিন্দুর প'রে পতির ক্রোড়ে দেহত্যাগ ক'রে, হাস্‌তে হাস্‌তে সুরলোকে আমাদের নিকটে চ'লে এস!' আমি যেন ব'ল্‌লেম, 'তবে, মা! তুমি আমাকে অন্ধকারে ফেলে চ'লে যেও না।' আমি যেন মার কণ্ঠধারণ কর্‌বার জন্য হাত বাড়ালেম, আর অমনি ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখ্‌লেম, এই পালঙ্কের উপর একাকিনী শুয়ে র'য়েছি। স্বপ্নের কথা বার বার আমার মনে প'ড়্‌তে লাগ্‌ল। তারপর ভাবতে লাগ্‌লেম, এই দুটী স্বপ্নের মধ্যে কোন্‌টী সত্য? অনেকক্ষণ চিন্তা ক'রে শেষে বুঝ্‌তে পার্‌লেম, সেই বিধবা চাকরাণীর কথাই সত্য হবে!"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "ছায়া! তোমার মা স্বর্গ হ'তে তোমার নিকটে এসেছিলেন। তোমাকে কি তিনি মিথ্যাকথা ব'লে গিয়েছেন?"

ছায়া বলিল, "আমিও তো তাই ভেবেছিলেম। কিন্তু আবার আমার মনে হ'ল, হয়তো আমি রোদন ক'র্‌চি দেখে, আমার মার অন্তর ব্যথিত হ'য়েছিল, তাই আমাকে প্রবোধ দিবার জন্য এই সকল কথা ব'লেছিলেন। তা না হ'লে, অমরনাথ এতদিন পরে আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে, নীরবে, সজল-চক্ষে কেন আমার কাছ থেকে চ'লে যাবে? আর তা না হ'লে, তুমিই বা এতদিন আমাকে সত্য কথা বল নাই কেন? এখানে এসে জান্‌লেম, তোমারই নাম অন্নপূর্ণা, তুমিই সেই স্বর্গগত হরমোহন দত্তের কন্যা, তোমারই সঙ্গে অমরনাথের বিবাহ স্থির হ'য়েছে! এত দিন আমার নিকট থেকে এ সকল কথা গোপন ক'রেছিলে কেন? তাই ব'ল্‌ছিলেম, আমার যদি কোন অপরাধ হ'য়ে থাকে, আমাকে ক্ষমা কর,—আমাকে পুরুষোত্তমে আমার গুরুদেবের নিকটে যেতে দাও।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "ছায়া! নিশ্চয় জানিও, তোমার মা স্বপ্নে তোমাকে দেখা দিয়ে, তোমাকে যা ব'লেছিলেন, তা সম্পূর্ণ সত্য। অন্নপূর্ণা তোমাকে প্রবঞ্চনা ক'র্‌চে, এ কথা এক নিমেষের জন্যও মনে স্থান দিও না। আমি চন্দ্রচূড় তর্করত্নের আদেশ মত এ কথা এতদিন তোমার নিকট হ'তে গোপন ক'রেছিলেম।"

ছায়া জিজ্ঞাসা করিল, "চন্দ্রচূড় তর্করত্ন কে?

অন্নপূর্ণা উত্তর করিলেন, "তোমার গুরুদেবের নাম চন্দ্রচূড় তর্করত্ন। সে সকল কথা এখনি জান্‌তে পার্‌বে। তোমার পরিচয় তোমার

গুরুদেবের আদেশ অনুসারে এতদিন তোমাকে বলি নাই। কিন্তু এখন আর তা গোপন কর্‌বার কোন আবশ্যক নাই।"

অন্নপূর্ণা আপন বসনমধ্য হইতে একখানি লিপি হাতে লইয়া, বলিতে লাগিলেন, "এই পত্রখানি অতি সাবধানে, এইখানে একাকিনী ব'সে, নিবিষ্ট মনে পড়। আজ প্রায় সপ্তদশ বৎসর এই লিপিখানি অতি নিভৃত স্থানে, যুগল-প্রদীপের ভিতরে লুক্কায়িত ছিল। যুগল-প্রদীপ কি, আর তুমি কে, এই পত্র প'ড়্‌লে, জান্‌তে পার্‌বে। আমি কি কারণে তোমাকে সঙ্গে ল'য়ে আস্‌বার জন্য এত দূরদেশে তোমার গুরুদেবের নিকটে গিয়েছিলেম, তাও জান্‌তে পার্‌বে। যা কিছু বুঝ্‌তে অবশিষ্ট থাক্‌বে, আমাকে জিজ্ঞাসা করিও, আমি তোমাকে বুঝিয়ে ব'ল্‌ব। তার পর এই পত্রখানি তর্কবাগীশ মহাশয়কে দেখিয়ে, অমরনাথের হাতে দিবে। কিন্তু দেখিও, এ পত্র এখন আর কাহাকেও দিও না। আমি কিছুক্ষণ পরে আবার তোমার কাছে আস্‌ব।"

অন্নপূর্ণা বাহিরে গেলেন। ছায়া পত্র পড়িতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"এ কার পত্র, অমর? আমাকে কেন প'ড়্তে ব'ল্‌চ?"

অমরনাথ বলিল, "গুরোদাদা! এই অতি গোপনীয় পত্রখানি নির্জ্জনে, একাকী ব'সে পড়। স্বপ্নেও যা কখনও কল্পনা কর নাই, এই পত্রে তাই আজ দেখ্‌তে পাবে। বিষাদে, বিস্ময়ে হৃদয় আকুল হবে। শরীর রোমাঞ্চিত হবে। অন্নপূর্ণার অনুরোধে, তর্কবাগীশ মহাশয় স্বয়ং আমার নিকটে এসে, আমাকে এই পত্র দিয়েচেন।"

"কই দেখি!"

গুরুচরণ পত্র হাতে লইয়া পড়িল—"শারদাসুন্দরীর আত্মকাহিনী।" সে জিজ্ঞাসা করিল, "শারদাসুন্দরী কে?"

অমরনাথ বলিল, কোন প্রশ্ন না ক'রে চিঠিখানি আদ্যোপান্ত পড়। সকল কথা জান্‌তে পার্‌বে।"

গুরুচরণ অমরনাথের নিকটে বসিয়া, পত্রের কিয়দংশ মাত্র পড়িয়া বলিল, "অমর! এই দেখ, ভাই! আমার চক্ষের জলে পত্রের অক্ষর বিলুপ্ত হ'চ্চে। তুমি পড়, আমি শুনি।"

অমরনাথ পত্র পড়িতে লাগিল। গুরুচরণ অবাক্ হইয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, কণ্টকিত কলেবরে, শারদাসুন্দরীর আত্মকাহিনী আদ্যোপান্ত

শুনিয়া, বলিল, "ভাই অমর! তুমি সত্য ব'লেছিলে। আমি স্বপ্নেও এ সব কথা মনে ভাবি নাই। এখন অন্নপূর্ণাকে কি ক'র্‌তে হবে, সে বিষয়ে তর্কবাগীশ মহাশয় তাকে কি উপদেশ দিয়েচেন, তাকি তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রেছ?"

অমরনাথ বলিল, "তর্কবাগীশ মহাশয় এখনও নিজের কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই। তিনি আমাকে কেবল এইমাত্র ব'ল্‌লেন যে, অন্নপূর্ণা কল্পনা ক'রেছে, ছায়াকে তার পিতৃসম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়ে, তারপর লোকালয় পরিত্যাগ ক'রে, তার মার সঙ্গে চ'লে যাবে।"

গুরুচরণ শিশুর মত ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল, "কি ব'ল্‌লে, অমর! অন্নপূর্ণা আর এখানে থাক্‌বে না? বিল্বগ্রাম শূন্য ক'রে জগৎ অন্ধকার ক'রে, লোকালয় পরিত্যাগ ক'র্‌বে? ভাই! অন্নপূর্ণা যে আমাদের বিল্বগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী! সে চ'লে গেলে বিল্বগ্রাম যে ভয়ঙ্কর শ্মশানে পরিণত হবে!"

যে সময়ে গুরুচরণের সঙ্গে অমরনাথের কথোপকথন হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে, ছায়া অন্নপূর্ণার কক্ষমধ্যে বসিয়া কাঁদিতেছিল। অন্নপূর্ণা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ছায়া! একি? আবার কিসের জন্য কাঁদ্‌চ? তবে বুঝি পত্রখানি ভাল ক'রে পড় নাই? কিংবা পত্রের মর্ম্ম বুঝ্‌তে পার নাই?"

ছায়া বলিল, "সমস্ত প'ড়েছি! সমস্তই জান্‌তে পেরেছি!"

"তবে এ সকল সুখের সংবাদ জান্‌তে পেরে, আবার কাঁদ্‌চ কেন?"

ছায়া বলিল, "অন্নপূর্ণা! আমি পূর্ব্বে যদি এসকল কথা জান্‌তেম,

তা'হলে আমার গুরুদেবকে ছেড়ে, তোমার সঙ্গে কখনই আস্‌তেম না।"

"সেকি! তুমি কি ব'লচ?"

ছায়া বলিল, "আমাকে মা স্বপ্নে আমাকে যে ব'লেছিলেন, অন্নপূর্ণা দেবনারী, বুঝ্‌তে পার্‌লেম, সে কথা সত্য! তুমি আমার সুখের জন্য নিজের প্রাণ বলিদান দিচ্চ, তাও বুঝ্‌তে পেরেছি। কিন্তু তুমি কি মনে কর, তোমাকে অসুখী ক'রে আমি সুখে থাক্‌ব? ভাই, অন্নপূর্ণা! শুন, তোমাকে আমার মনের কথা বলি। আমার পিতার মৃত্যুর পর লৌকিক আচার অনুসারে তাঁর ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী আমি, সে কথা সত্য; কিন্তু তিনি নিজে তোমাকে এই সকল ধনসম্পত্তির অধিকারিণী ক'রে গিয়েছেন। সমস্তই এখন তোমার। তুমি কি মনে কর, আমি এমনি নীচপ্রবৃত্তি যে, তিনি নিজে তোমাকে যা দিয়েছেন, তোমার কাছ থেকে কেড়ে ল'য়ে আমি সুখী হব?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "হায় ছায়া! তোমাকে যদি হৃদয় দেখাবার হ'ত দেখাতে পার্‌তেম যে, আজ তোমার পিতার যাবতীয় ঐশ্বর্য্য তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে, তোমাকে অমরের সঙ্গে পরিণীতা ক'রে আমার মনে কি অপরিসীম সুখ! তবে কেন অকারণ আমার সে নির্ম্মল পবিত্র সুখভোগে বাধা দিচ্চ?"

ছায়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া, অন্নপূর্ণার করগ্রহণ করিয়া, বলিল, "অন্নপূর্ণা! তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমাকে স্পর্শ ক'রে, আমার স্বর্গীয় পিতাকে সাক্ষ্য ক'রে, বল,—

সত্য সত্যই কি অমরনাথের সঙ্গে আমাকে পরিণীতা ক'র্‌তে, তোমার অন্তরে কিছুমাত্র ক্লেশ হবে না? আমি জানি, তুমি দেবরমণী। কিন্তু এ আত্মবলিদান দেবরমণীর পক্ষেও অসম্ভব!"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "শুন, ছায়া! তোমার পিতা স্বর্গ থেকে আমাদের কথা শুন্‌চেন। তাঁর চেয়ে আরাধ্য দেবতা এ জগতে আর আমার কেহ নাই। আমি তাঁর নিকটে শপথ ক'রে, আর তাঁর আত্মজা ছায়ার করস্পর্শ ক'রে ব'ল্‌চি,—তোমার সঙ্গে অমরনাথের বিবাহ হ'লে, আমি আজীবন অক্ষয় সুখ ভোগ ক'র্‌ব। এক নিমেষের জন্যও আমার মনে ক্লেশ হবে না।"

ছায়া বলিল, "তবে যদি তাই তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমার শেষ কথা শুন। আমার পিতার ধনসম্পত্তি সকলি যেমন আছে, তেমন তোমারি থাকুক। যুগল-প্রদীপের অভ্যন্তরে যে রহস্য এতদিন গোপনে নিহিত ছিল, সেইরূপেই থাকুক। পত্রখানি ছিঁড়ে ফেল। যদি সত্য সত্যই আমি এই ধনসম্পত্তির অধিকারিণী হই, আমার সম্পত্তি আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিলেম, এতে অন্য কাহারও কিছু বল্‌বার কি অধিকার আছে? আমি দুঃখিনী আশ্রমবাসিনী নারী, অর্থের ব্যবহার আমি কি জানি? কিন্তু যদি তুমি এতে অসম্মতা হও, আমার সঙ্গে অমরনাথের বিবাহ দিবার আশা পরিত্যাগ কর। আমি পুরুষোত্তমে গুরুদেবের নিকট ফিরে যাই।"

অদূরে কাহার পদশব্দ শুনা গেল ও কে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "অন্নপূর্ণা! কোথায় তুমি?"

গুরুচরণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্নপূর্ণার সম্মুখে দাঁড়াইল।

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "একি, গুরোদাদা! তুমি কাঁদ্চ কেন?"

গুরুচরণ বলিল, "তুমি না কি তর্কবাগীশ মহাশয়কে ব'লেছ, বিল্বগ্রামে আর থাক্‌বে না? লোকালয় পরিত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসিনী হবে?"

অন্নপূর্ণা হাস্য করিয়া বলিলেন, "কি দায়! এই সামান্য কথার জন্য তুমি কাঁদ্চ?"

গুরুচরণ বলিল, "তোমার পক্ষে সামান্য কথা হ'তে পারে, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, তুমি চ'লে গেলে, আমাদের এ গ্রাম আর লোকালয় ব'লে বোধ হবে না, অন্ধকারময় অরণ্য মনে হবে! যদি তুমি নিতান্তই এখানে না থাক, শৈলকেও সন্ন্যাসিনী ক'রে, তোমার সঙ্গে রেখ। আর নিশ্চয় জানিও যে, আমি, মা, আর অমর, অন্ততঃ আমরা এই কজন তোমার সঙ্গে থাক্‌ব।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "গুরোদাদা! তুমি এত বড় হ'য়েছ, কিন্তু তোমার বাল্যকালের সরল স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, এই বড় আশ্চর্য্য! সে যা হ'ক্, তুমিই কেন আপন মনে বিবেচনা ক'রে দেখ না, যে নারী তোমার মত ভাই পেয়েছে, আর শৈলের মত ভ্রাতৃবধূ পেয়েছে, সে কি নিতান্ত আবশ্যক না হ'লে, সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসিনী হয়?"

গুরুচরণ বলিল, "তোমার সন্ন্যাসিনী হ'য়ে, নিরুদ্দেশ হবার যে কি আবশ্যক, তা বুঝ্‌তে পারি না। আমি তো জান্‌তেম, তুমি বাল্যকাল থেকে সংসার-মধ্যে সন্ন্যাসিনী, মনুষ্যদেহে দেবরমণী!"

অন্নপূর্ণা ভূতলে দৃষ্টিপাত করিয়া কি ভাবিলেন। তারপর মুখ তুলিয়া গুরুচরণকে দেখিয়া বলিলেন, "শুন, গুরোদাদা। তুমি তো জান্‌তে পেরেছ, এখন আর আমি সে অন্নপূর্ণা নহি। আমি আর এখন সে বালিকা, সেই রাজার মত ধনাঢ্য কায়স্থের কন্যা নহি! আমি এখন সেই রাজার চিরদুঃখিনী গুরুপত্নীর কন্যা। এখন আমি তাঁর যাবতীয় ঐশ্বর্য্য তাঁর কন্যাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। ছায়ার সঙ্গে অমরের বিবাহ হ'লে ছায়ার সম্পত্তি ও তার নিজের সম্পত্তি, সকলি অমরের হবে। এর পর যদি আমি এখানে থাকি, অমর কি আমাকে তার গরীয়সী গুরু-পত্নীর মত চিরদিন ভক্তি ক'র্‌তে পার্‌বে?"

গুরুচরণ বলিল, "এ কথার উত্তর, এখনি অমর তোমাকে নিজের মুখে দিবে। আমি তাকে সঙ্গে ল'য়ে তোমার নিকটে আস্‌চি।"

অন্নপূর্ণা ছায়ার কানে কানে, চুপি চুপি কি বলিলেন। ছায়া ভূমিষ্ঠ হইয়া, অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করিয়া, সস্মিত-বদনে তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইল। গুরুচরণ অমরনাথকে ডাকিতে গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রজনী প্রভাত হইল। নবোদিত সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোকে বিল্বগ্রাম আবার হাসিল। বিহগগণের গীতিধ্বনি বিলীন করিয়া, বিবিধ বাদ্যযন্ত্র উচ্চ নিনাদে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া বাজিয়া উঠিল। আজ ছায়ার সঙ্গে অমরনাথের বিবাহ হইবে! অন্নপূর্ণা যমুনায় স্নান করিয়া প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে দাড়াইয়া, পরিচারিকাকে তারানাথকে সঙ্গে আনিতে বলিলেন। তারানাথ অন্নপূর্ণার নিকটে আসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। অন্নপূর্ণার আলুলায়িত কেশরাশি, কপোলযুগল, স্কন্ধ ও বাহুদ্বয়ের অর্দ্ধাংশ আচ্ছাদিত করিয়া, চরণ-সমীপে লুটাইতেছে। তাঁহার পরিধানে বাসন্তী রঙ্গের ধুতি। অলঙ্কারের মধ্যে দুই হাতে দুইটী হীরার বালা আর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। ললাটে শ্বেতচন্দনরেখা। তারানাথ অন্নপূর্ণাকে তাহার শৈশবকালাবধি দেখিয়াছেন, কিন্তু আজিকার মত একত্র এত পবিত্র সৌন্দর্য্য, আর কখনও দেখেন নাই। তিনি মনে মনে বলিলেন, "কি সুন্দর!" তিনি কিয়ৎক্ষণ মুগ্ধ নেত্রে অন্নপূর্ণাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "বৎসে! কি জন্য এখন আমাকে আস্‌তে ব'লেছিলে?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আজ কোন্ সময় বিবাহের লগ্ন স্থির ক'রেছেন্?"

তারা। রাত্রি দুই প্রহরের পর।

অন্ন। ছায়াকে বোধ করি আপনি স্বয়ং সম্প্রদান ক'র্‌বেন, কেন না, আপনি তার পিতার কুলপুরোহিত। কিন্তু বরকে কে সম্প্রদান ক'র্‌বে, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌বার জন্য আপনাকে ডেকেছিলেম।

তারা। বামুনপিশি অমরনাথকে বাল্যকালাবধি মাতার ন্যায় প্রতিপালন ক'রেছিলেন। তিনি ইচ্ছা করেন তো তিনিই সম্প্রদান ক'র্‌তে পারেন।

অন্ন। আমি পূর্ব্বেই মনে ক'রেছিলাম, আপনি এই কথা ব'ল্‌বেন। কিন্তু যদি ধৃষ্টতা ক্ষমা করেন, একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। আমি স্বর্গীয় হরমোহন দত্তের গুরুকন্যার তনয়া। আর সেই স্বর্গবাসী দেবতা অমরনাথকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন ক'রেছিলেন। সুতরাং আমার সঙ্গে অমরনাথের মাতা-পুত্রের সম্বন্ধ। এই দেখুন, আজ আমি অতি প্রত্যূষে স্নানাদি সমাপন ক'রে, বর-কন্যার মঙ্গল-কামনায়, মহাদেবকে ফুলবিল্বপত্রে পূজা ক'রে, সম্প্রদান সময় অবধি অনশন ব্রত অবলম্বন ক'র্‌ব কিনা, জান্‌বার জন্য আপনাকে ডেকেছিলেম। আজ ছায়া ও অমরের বিবাহে আমার যে আনন্দ, এত আর কার হ'তে পারে? তাই ব'ল্‌ছিলেম, যদি আপনি অনুমতি করেন, বামুনপিশির কোন আপত্তি না থাকে, আর যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হয়, তবে আমিই অমরনাথকে সম্প্রদান করি।

তারা। কিছুমাত্র শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নয়। আমি তোমাকে সানন্দ-

মনে, অকপট হৃদয়ে অনুমতি দিচ্চি, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, অমর-নাথকে সম্প্রদান কর। বামুনপিশিরও কোন আপত্তি হবার কারণ নাই।

তারানাথ অন্নপূর্ণার দিকে আবার চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, অন্নপূর্ণার মুখমণ্ডল অকৃত্রিম, অকপট উল্লাসে উৎফুল্ল হইল। তাঁহার নয়নযুগল অপার্থিব আনন্দ-জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইল। তিনি বলিলেন, "বৎসে! এ জগতে এত অমৃত আছে, আমি আগে জান্‌তেম না! আজ তুই আমাকে অমৃত-হ্রদে নিমজ্জিত ক'র্‌লি। আমি অকারণ এতকাল যুগল-প্রদীপস্থ লিপিমধ্যে তোমার অমঙ্গল-আশঙ্কায় কাতর হ'য়েছিলেম। আগে কি জান্‌তেম, এ ক্ষুদ্র লিপি হ'তে এ সুধাধারা নিঃসৃত হ'বে?"

আজ আবার অনেক দিন পরে বিল্বগ্রামের অধিবাসিগণ আনন্দ-উৎসবে যোগ দিল। তাহারা জানিত, অন্নপূর্ণারই সঙ্গে অমরনাথের বিবাহ হইবে। অন্নপূর্ণা যে হরমোহন দত্তের কন্যা নহেন, ছায়ার সঙ্গে অমরনাথের বিবাহ হইবে, এ কথা এখনও তাহারা জানিতে পারে নাই। তারানাথ ও গুরুচরণ এ সকল কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। তথাপি গ্রামবাসিগণের অন্তরে যেন কোন সন্দেহ ছিল; তাহাদের মধ্যে অনেকেই বলিতে লাগিল, দুই বার আশা করিয়া নিরাশ হইয়াছিল, এবার যে সত্য সত্যই বিবাহ হইবে, তাহারই বা নিশ্চয় কি? চারিদিকে আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইল, নহবত উচ্চরবে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল, আহুত ও অনাহুত বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীগণের বিষম কলরব উঠিল, কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে যাত্রা, কবি ও হাফ্ আকড়াইয়ের দল একে একে আসিয়া

উপস্থিত হইল ও তাহাদের সঙ্গে বাই ও খেমটাওয়ালীদের ঘুঙ্ঘুর মধুর রবে বাজিতে লাগিল,—তবু তাহাদের মনে যেন প্রতীতি জন্মিল না যে, সত্য সত্যই এ বিবাহ সম্পন্ন হইবে। অবশেষে রাত্রি আসিল। শ্রেণীবদ্ধ কুশাসনসমূহের সম্মুখে বড় বড় আঙোটকলার পাতা, মাটির ভাঁড়, গেলাস ও রেকাবিরাশি শোভা পাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ কোমরে গামছা বাঁধিয়া, সুদীর্ঘ টীকি গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া, গরম লুচি ও কচুরির ঝোড়া বগলে লইয়া, চারিদিকে দৌড়িল ও লুচি-কচুরির সঙ্গে বহুবিধ রসনাতৃপ্তিকর মিষ্টান্নরাশি নয়ন-মন বিমোহিত করিয়া, কদলী-পত্র শোভিত করিতে লাগিল। তখন গ্রামবাসিগণের মনে বিশ্বাস জন্মিল। রসনা মধ্যস্থ হইয়া, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন।

রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইল। দত্তবাটির অন্তঃপুর-মধ্যে উচ্চরবে শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। গ্রামবাসিগণের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, বিবাহের সময় উপস্থিত। তাহারা যাত্রাওয়ালার কালুয়া-ভুলুয়াকে ছাড়িয়া, বাইওয়ালীর মধুরকণ্ঠনিঃসৃত "মেরে সেঁইয়া" সম্বোধন অবহেলা করিয়া, হাফ্ আকড়াই দলের "ওরে প্রাণ প্রাণরে" উচ্চ চীৎকার তুচ্ছ করিয়া, বিবাহসভার পশ্চাদ্বর্ত্তী বৃহৎ প্রাঙ্গণে আসিয়া দাড়াইল। কি দেখিল? একি! কাহার সঙ্গে অমরনাথের বিবাহ হইতেছে? বিল্ব-গ্রামবাসিগণ সবিস্ময়ে, মুগ্ধ হৃদয়ে দেখিল, রত্নমণ্ডিত স্বর্ণ-প্রদীপদ্বয়ের পার্শ্বে, প্রসন্নবদন, প্রশান্তমূর্ত্তি কৈলাসপতির ন্যায় তারানাথের অঙ্কতলে রত্নালঙ্কারভূষিতা, ভুবনমোহিনী, বীণাপাণি-মূর্ত্তি কন্যা; আর তাঁহার সম্মুখে, অপর পার্শ্বে, সস্মিতবদনা, সশরীরে সুরলোক হইতে অবতীর্ণা

জগজ্জননী অম্বিকার ন্যায়, অন্নপূর্ণার ক্রোড়সমীপে অনিন্দ্যকান্তি বর অমরনাথ!

ছায়া ও অমরনাথের বিবাহ শেষ হইল। তারানাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গুরুচরণ সুবর্ণ-প্রদীপদ্বয় হাতে লইয়া যুগলদম্পতীর সঙ্গে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইল। অন্নপূর্ণা সস্মিতমুখে তারানাথের প্রফুল্ল বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তারানাথ আবার সেই আনন্দরূপিণী রমণী-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া প্রীতিপুলকিত কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "বৎসে স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই, এ অবনীতলে জগন্মাতা সুরলোক হ'তে অবতরণ ক'রে, সত্য সত্যই অন্নপূর্ণারূপে আজ আমাকে দেখা দিবে। আজ আমার মনুষ্যজীবন পবিত্র হ'ল! আশীর্ব্বাদ করি, এ পাপকলুষিত ধরাধামে, নরনারী জীবন ধন্য ক'রে তোমাকে চিরদিন সম্বোধন করে—'মা অন্নপূর্ণা!—মা! মা!"

হায়! "মা!" এ পাপতাপময় মনুষ্যলোকে কি অমৃতময় ধ্বনি! শিশুর অমিয়কণ্ঠের প্রথম সম্বোধন, আনন্দরূপিণী প্রকৃতির ত... উচ্চারণ, ভক্তিবিগলিত প্রাণের প্রেমসম্ভাষণ, "মা" এ জগতের বিষ... কোলাহলমধ্যে কি সুললিত আকাশবাণী! মৃতসঞ্জীবন "মা" শব্দের নিকট কোথায় সংসারের শোকতাপ, কোথায় মৃত্যুর করাল ছায়া? কোথায় পাপের ভৈরবমূর্ত্তি? ঘোর বিপদে অতুল সম্পদ, নৈরাশ্যের অন্ধকারে উজ্জ্বল জ্যোতি, বিষাদে প্রীতিপ্রস্রবণ, "মা" এ জগতে কি সুবিমল আনন্দধারা বর্ষণ করে!

গুরুচরণ আনন্দে করতালি দিয়া বলিল, "তবে এই পত্রখানি,